সেনসেক্স : ৭৯,৪০৮.৫০ (+৮৫৫.৩০)
নিফটি : ২৪,১২৫.৫৫ (+২৭৩.৯০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

উন্নয়নের প্রশংসা জিন্দালের
রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা শিল্পপতি সজ্জন জিন্দালের মুখে। সোমবার শালবনিতে দাঁড়িয়ে শিল্পপতি বলেন, 'গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত।' » ৫

হাসপাতালে রাজ্যপাল
বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লকেজ ধরা পড়েছে। আলিপুরের সেনা হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩২°	২৩°	৩২°	২৪°	৩২°	২২°

ইস্টারের পরদিনই প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস » ৭

৮ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 April 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 332

বাগ্রাকোটের চা বাগান ছাড়িয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি। নির্জন, নিরিবিলি। এই পথে একসময় 'গেয়ে বেড়াত' পাখিদের দল। উড়ে বেড়াত রংবেরংয়ের প্রজাপতি। আর কোথায় সেই দিন! লুপ পুলের ভিড়ে আর গাড়ির গতিতে ওরা যে হারিয়ে গিয়েছে সেই কবে।

আর ওড়ে না প্রজাপতি, আর ডাকে না বুলবুল

অনুপ সাহা

চুইখিম, ২১ এপ্রিল : উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কাটার ফলে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি মুখ ফিরিয়েছে চুইখিম থেকে।

মাত্র ৬ বছর আগেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় চুইখিম নামে যে পাহাড়ি নিরিবিলি গ্রামটি ছিল প্রায় ১২৫ প্রজাতির পাখির নিরাপদ আস্তানা, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে ইট-পাথর-সিমেন্টের জঙ্গলে।

নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক নির্মাণের ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কালিম্পং পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে চুইখিম-বরবট-নিমবংয়ের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। ভঙ্গুর পাহাড় ও হাজার হাজার গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় লুপ পুল সহ দুই লেনের মসৃণ পিচঢাকা সড়ক। আঁকাবাকা পথে যানবাহনের সংখ্যা ও গতি দুই-ই বেড়েছে। উন্নয়নের এহেন স্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি পক্ষীকুলের। একসময় যে পাহাড়ি গ্রামটি বার্ড ওয়াচারদের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাতিলাভ করেছিল, সেখানে এখন রংবেরংয়ের পাখিদের দেখা মেলাই ভার।

অজয় গুরুং নামে চুইখিমের একজন বার্ড ওয়াচার বলেন, 'কয়েক বছর আগে এখানে হিমালয়ান বুলবুল, ক্রিমসন সানবার্ড, ব্লু হুইসলিং থ্রাশ, গোল্ডেন ব্যাবলার, গ্রেট হর্নবিল সহ আরও অসংখ্য প্রজাতির বহু পাখির দেখা মিলত। পাখিদের টানেই এখানে ছুটে আসতেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বার্ড ওয়াচাররা। কিন্তু ইদানীং পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে চুইখিম সহ পাহাড়ের এই প্রান্তে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সড়ক নির্মাণের জন্য যেভাবে হাজার হাজার গাছ, লতা, গুল্ম কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে শুধুমাত্র পাখিরাই নয়, বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী বহু ধরনের কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির সংখ্যাও ব্যাপকহারে কমে গিয়েছে চুইখিম থেকে। ফ্লাই ক্যাচার, লাফিং থ্রাশ, রেড হেডেড ট্রোগন, নাটহ্যাচ সহ মোট ১২৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল চুইখিমে।' এখন তারা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে বলে অনিমেষের দাবি।

উন্নয়নের লুপ পুলে হারিয়ে গিয়েছে চেনা জঙ্গল।

একই বক্তব্য আরেক বার্ড ওয়াচার ডাঃ কৌস্তভ ভৌমিকেরও। একসময় চুইখিমে নিয়মিত দেখা যেত হোয়াইট ক্যাপড রেডস্টার্ট, লিফ বার্ড, ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই, কালিজ ফিজ্যান্ট ও বিভিন্ন ধরনের কাঠঠোকরা। তাদের তালিকা তুলে ধরে কৌস্তভবাবু বলেন, 'গত দু-তিন বছরে এই পাখিদের একেবারেই দেখা মেলেনি চুইখিমে।'

অন্যদিকে, পাখিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির প্রজাপতিরও অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে চুইখিমে। গত ১৮ বছর ধরে চুইখিমে প্রজাপতিদের টানে বারবার ছুটে এসেছেন কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রিনা সিং। এদিন তিনি বলেন, 'সাধারণত জঙ্গলের চরিত্র কেমন তা বোঝাতে প্রজাপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে যত বেশি সংখ্যায় ও প্রজাতির প্রজাপতির দেখা পাওয়া যায়, সেই জঙ্গল ততটাই ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সড়ক তৈরির কাজে হাজার হাজার গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার ফলে প্রজাপতিদের নেকটার প্ল্যান্ট (খাবারের জন্য) এবং হোস্ট প্ল্যান্ট (ডিম পাড়ার জন্য) সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কারণে প্রজাপতির ৩০-৪০টি প্রজন্ম হারিয়ে গিয়েছে। প্যারিস পিকক, গর্গনের মতো বিরল প্রজাতির প্রজাপতির পাশাপাশি টিংশেল, পানচ, গ্রিন ফ্ল্যাশ নামে প্রজাপতিকুলের কোনও অস্তিত্ব গত দু'বছরে খুঁজে পাওয়া যায়নি চুইখিমে।

চুইখিমে পাখি ও প্রজাপতিদের অস্তিত্ব সংকটের কথা মানছেন বনকর্তারাও। কালিম্পং বন বিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

দিল্লির সব কমিশনের বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

আশিস ঘোষ

বেশ কিছু ব্যাপারে কীসের পর কী হবে তা এখন এ রাজ্যের মানুষের কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছে। এখানে কোনও একটা বড় কিছু ঘটবে আর তারপর যা যা হবে সব আমাদের মুখস্থ। প্রথমে বিরোধী নেতারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। পুলিশ মাঝপথে তাঁদের আটকাবে। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়বেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হবে। তারপর হাইকোর্টে গিয়ে পারমিশন নিয়ে সেখানে যাবেন এবং অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইবেন। নিদেনপক্ষে ৩৫৫। তা নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ হবে, আইন অমান্য হবে। এর পরের ধাপ রাজভবন। রাজ্যপাল বিবৃতি দেবেন, সাংবাদিক বৈঠক করবেন। অতঃপর তিনিও ঘটনাস্থলে রওনা দেবেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী কী বলবেন, তাও এতদিনে সব্বার জানা। নানারকম নরম হুমকি, গরম বুলি। 'শেষ দেখে ছাড়ব' গোছের হুংকার।

এ পর্যন্ত এখানকার ব্যাপার। এরপর দিল্লি থেকে একে একে আসবে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন। তারপর মহিলা কমিশন। এরপর প্রয়োজনে তপশিলি জাতি উপজাতি কমিশন। তাঁরা ঘুরে দেখবেন। উপদ্রুত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের সামনে নানারকম বিবৃতি দেবেন। সে সব ভাষ্য এত পরিচিত যে তাঁরা কী কী বলবেন তাও রাজ্যবাসী আগাম বলে দিতে পারেন। মনে পড়ে সন্দেশখালির কথা? ঘরে ঘরে মা-বোনেদের ঢালাও ধর্ষণের নানা কাহিনী। তখন লোকসভার ভোট দোরগোড়ায়। চতুর্দিকে গেল গেল রব। সেইসঙ্গে শেখ শাহজাহানের নানা কীর্তির ফলাও খবর। ইডি, সিবিআইয়ের দৌড়ঝাঁপ।

সেবারও নয়াদিল্লি থেকে এসেছিল মহিলা কমিশন। তার নেতৃত্বে ছিলেন রেখা শর্মা। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করেছিলেন রাজভবনে বসে। বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। কে এই রেখা শর্মা তা জানিয়ে রাখা যাক। *এরপর দশের পাতায়*

শিক্ষকদের ফেরাতে স্কুল বয়কট পড়ুয়াদের

বাণীব্রত চক্রবর্তী ও অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে পথে নামল পড়ুয়ারা। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় এবং পুঁটিমারি মথুরামোহন হাইস্কুলে এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। পরে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিপত্র জমা দেয়। পুঁটিমারি মথুরামোহন হাইস্কুলের পড়ুয়ারা মিছিল করে একই দাবিতে। মিছিলের পরেই স্থানীয় কয়েকজন অভিভাবক এর তীব্র প্রতিবাদ জানান স্কুলের সামনে। নেতৃত্ব দেওয়া এক প্রাক্তন ছাত্রকে স্কুলের ভেতরে আটকে রেখে মুচলেকা নেওয়া হয় তাঁর কাছ থেকে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ রণদাপ্রসাদ রায় বলেন, 'পুরো ঘটনা আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।' ডিআই (উচ্চমাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, স্কুল পড়ুয়াদের কখনোই এরকম করার কথা নয়। এর পেছনে কোনও মদত রয়েছে কি না খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পুঁটিমারি মথুরামোহন হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এদিন ১১টা নাগাদ স্কুলের সামনে থেকেই মিছিল শুরু করে। মিছিল থেকেই স্লোগান ওঠে, যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে ফেরাতে হবে। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে এলাকায় ঘুরে স্কুলে ফেরে পড়ুয়ারা। তবে, স্কুলে আর ক্লাস হয়নি। এদিকে, ছেলেমেয়েদের মিছিলে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কয়েকজন অভিভাবক। তাঁরা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে আটকে স্কুলে নিয়ে যান।

এরপর দশের পাতায়

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য কারা, হল না জানা

আঁধারে পাঠশালা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কথা রাখল না স্কুল সার্ভিস কমিশন। শিক্ষা দপ্তরের আশ্বাস কাজে এল না। যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা শেষপর্যন্ত দিল না কমিশন। দেওয়ার আশ্বাস পর্যন্ত দেয়নি সোমবার রাত পর্যন্ত। অথচ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওই তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু মাত্র প্রথম তিনটে কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশের খবর ছড়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর থেকে।

বেঁকে বসেন চাকরিচ্যুত হাজার হাজার শিক্ষক। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষকরা দপ্তরের সামনে অপেক্ষায় থাকলেও আশায় জল ঢেলে দিল কমিশন। উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি হয়। তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে রাখার হুঁশিয়ারি দিলেও তাঁদের অধিকাংশ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

সোমবার রাতে হৃদয়বিদারক ছবি চোখে পড়ল আচার্য ভবনের সামনে। কেউ কাঁদছেন, কেউ আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, কারও চিন্তায় মাথায় হাত। যদিও সকলে একজোট, যতক্ষণ না যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হচ্ছে, ততক্ষণ কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ভিতরেই আটকে রাখা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিও ওঠে।

আচার্য সদন অভিযানে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সোমবার। -আবির চৌধুরী

রাতেও বিক্ষোভ
- যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা দেওয়ার কথা ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের
- সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে
- উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি
- রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি

সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। এক শিক্ষিকা বললেন, 'আমরা আর কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের নিয়ে কী করতে চলেছে ওরা!' চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দিলেন আরেক শিক্ষক। তাঁর কথায়, 'এরা চোর। এদের কথা বিশ্বাস করে ভুল করেছি।' তাঁদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করার দাবিও মানা হয়নি।

এই শিক্ষকদের নিয়োগে মোট ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল। তার মধ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্য ৭টি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ৫টি। সেক্ষেত্রে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈধতা দিতে চাওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কয়েক হাজার শিক্ষকের। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্যদের মিশিয়ে ইচ্ছাকৃত গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

স্কুল সার্ভিস কমিশন ও শিক্ষা দপ্তরের এদিনই চাপ বেড়েছে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ

এরপর দশের পাতায়

ছেলের সাক্ষ্যে মাকে খুনের দায়ে বাবার মৃত্যুদণ্ড

সাজা ঘোষণার পর সুজিতকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বছর দুয়েক আগে চোখের সামনে বাবার হাতে মাকে খুন হতে দেখেছিল সে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই মামলার সে-ও একজন সাক্ষী। সেই ছেলের সাক্ষ্যতেই স্ত্রীকে খুনের দায়ে সুজিত দে ভৌমিককে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা আদালতের তৃতীয় কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় এই সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনার দিন থেকে দুই বছরের মাথায় এই সাজা ঘোষণা হল। মৃতার নাম মিতালি দে ভৌমিক। বাড়ি ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ধরলাগুড়ির সরকারপাড়া এলাকায়। আদালতের এই রায়ে খুশি মিতালির মা, বোন সহ পরিবারের সদস্যরা। সুজিত অবশ্য এদিনও দাবি করেছে, সে নির্দোষ। তার আইনজীবী উদয়শংকর সরকার জানান, মক্কেলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সুজিতের বাড়ি মিতালিদের পাশের পাড়া চারেরবাড়ি ডাঙ্গাপাড়াতেই। ১২ বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক থেকেই মিতালিকে বিয়ে করে সুজিত। বাড়ির লাগোয়া মুদির দোকান ছিল সুজিতের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর ওপর মানসিক অত্যাচার চালাত সুজিত। এক-দু'বার বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে মিতালি সুজিতকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও অত্যাচার থামেনি।

এদিকে মিতালি জানতে পারেন, তাঁর স্বামী নদিয়ার এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। সুজিত যে ফোনে ওই মহিলার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে সেটাও টের পেয়ে যান মিতালি। ২০২৩ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ ঘটনার দিনকয়েক আগেই মারা যান মিতালির বাবা। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্যই সেই সময় বাপের বাড়ি এসেছিলেন মিতালি এবং তাঁর দিদি চৈতালি। *এরপর দশের পাতায়*

খুনের নেপথ্যে
- ২০২৩ সালে ২০ জুন শ্বশুরবাড়িতেই স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝামেলা হয় সুজিতের
- সুজিতের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি জানান স্ত্রী মিতালি
- উত্তেজিত সুজিত কুড়ুল নিয়ে মিতালির মাথায় ও দেহে আঘাত করে
- নিজের শাশুড়ি ও দিদিশাশুড়িকেও কুড়ুল দিয়ে মারতে যায়
- হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মিতালিকে মৃত ঘোষণা করা হয়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

এডিশন স্পেশাল

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ
» সাতের পাতায়

১২৫ কোটির চুক্তিতে সৌরভ
» আটের পাতায়

থানাতেই জাল সার্টিফিকেটের কারবার, ধৃত সিভিক

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : এ যে সর্ষের মধ্যেই ভূত! পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও জাল। খোদ থানায় বসেই সেই জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে ডিআইবিতে কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। মণিরুল ইসলাম নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে রবিবার মাঝরাতে থানা থেকেই গ্রেপ্তার করে মাল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজামবাড়ি এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যায় মাল থানায় আর্মির পোর্টার পরীক্ষার জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটে ঠিকানা পরিবর্তন করতে আসেন কিছু চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের হাতে থাকা সার্টিফিকেট দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। দেখা যায়, সার্টিফিকেটে ডিজিটাল সিগনেচার নেই। নেই বার কোডও। শুধু হাতে লেখা সিগনেচার আছে।

যেখানে এই সার্টিফিকেট তৈরির পুরো বিষয়টিই অনলাইনের মাধ্যমে হয়, সেখানে ডিজিটালের বদলে হাতে লেখা সিগনেচার ও স্ট্যাম্প থাকায় সন্দেহ হয় পুলিশের। সার্টিফিকেটগুলি জাল বুঝে সুয়োমোটো মামলা রুজু করে পুলিশ। তারপরই খোঁজখবর শুরু হয়। অনুসন্ধানের পর পুলিশ জানতে পারে, জাল সার্টিফিকেটের সঙ্গে তাদেরই সিভিক ভলান্টিয়ার, বছর ৩৪-এর মণিরুল জড়িত।

জেরায় মণিরুল বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মণিরুলকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিজের বাড়িতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের একটি ক্যাফে আছে। সেখানে বসেই জাল সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করে মণিরুল। সেগুলো রাতে থানায় নিয়ে গিয়ে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত সে। তারপর নিজেই জাল স্বাক্ষর করত। এভাবে মণিরুল মোট ২২ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য একই সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয়।

মূলত অনলাইনে নির্দিষ্ট ফি জমা করে এই সার্টিফিকেট সরাসরি চাকরিপ্রার্থীরা সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। তবে চটজলদি সার্টিফিকেটের জন্য বাগ্রাকোট এলাকার কিছু তরুণ মালবাজার থানার ডিআইবি অফিসে মণিরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণিরুল মোটা টাকার বিনিময়ে সেই তরুণদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালবাজার থানার পুলিশ ৩১৮(৪), ৩৩৬(৩), ৩৪০(২) ও ৩৪১(১) ধারায় মামলা রুজু করে। প্রতিটি জাল সার্টিফিকেটের বিনিময়ে মণিরুল ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকা করে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হচ্ছে মণিরুল ইসলামকে।

রবিবার মাঝরাতে গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্ত মণিরুলকে সোমবার আদালতে তোলে পুলিশ। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাকে হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে মণিরুলকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মণিরুল ভেঙে পড়ে। তার সাফাই, 'আমি করতে চাইনি। অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছে।' সকাল থেকেই মণিরুলের পরিবারের লোকজন থানায় ভিড় করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল সার্টিফিকেট পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদেরও ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এবিষয়ে এসপি খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'মামলাটি দ্রুত নজরে আসায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

জাল সার্টিফিকেট কাণ্ডে এর আগে মাল পুরসভার নাম জড়িয়েছে। এবার জুড়ল মাল থানার নাম। বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন আইনজীবী মহল। এনিয়ে আইনজীবী সুমন শিকদারের বক্তব্য, 'থানা হল প্রশাসনের চোখ ও কান। সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে এ ধরনের ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রশাসনের দুর্বলতা। এ ধরনের সার্টিফিকেট যদি আগামীদিনে বাইরের দেশের কোনও মানুষের হাতে চলে যায়, তাহলে দেশের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে।

এরপর দশের পাতায়

সন্ধ্যায় চাপড়ামারিতে চিতাবাঘ দর্শন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রাস্তার মাঝ বরাবর রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ জলপাইগুড়ির পর্যটক গৌরব ঘোষ ও ভাস্কর সরকার ঝালংয়ে বেড়াতে যাওয়ার পথে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। চাপড়ামারির জঙ্গলের রাস্তায় রেলগেটের কিছুটা আগে ওই ঘটনা ঘটে। ওইভাবে যে রাস্তার উপর বুনোটিকে দেখা যাবে তা দুই বন্ধু স্বপ্নেও ভাবেননি। সেই সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাতির গাছের ডাল ভাঙারও শব্দ আসছিল বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। দূর থেকে বিশাল সাইজের চিতাবাঘটিকে দেখেই ভাস্কর গাড়ির গতি কমিয়ে দেন। মোবাইল বের করে সেই দৃশ্যের ভিডিও করেন তাঁরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেও খুব বেশি সময় লাগেনি।

বন দপ্তরের খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চাপড়ামারি হোক কিংবা অন্য জঙ্গল, প্রতিটি জায়গাই হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বরদের মতো জন্তুদের আদি বাসস্থান। তাই এদের আনাগোনা প্রায়ই লেগে থাকে।'

রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাতে চাপড়ামারির রাস্তায়।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি পদে থাকা গৌরবের কথায়, 'চিতাবাঘটির যেন মেজাজই আলাদা ছিল। আমাদের গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তার ডোন্ট কেয়ার ভাব। এই ধরনের দৃশ্যই তো আমাদের ডুয়ার্সের অহংকার।'

চিতাবাঘটিকে দেখে পরে ওই দুজন ঝালং যাওয়াই বাতিল করেন। ফের তাঁরা জলপাইগুড়িতে ফিরে আসেন। গৌরব আরও বলেন, 'এর আগেও লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তাতেও আমরা এরকম দুটি চিতাবাঘকে একসঙ্গে দেখেছিলাম। তবে রবিবার রাতের বুনোটি দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। এদিকে রাস্তায় চিতাবাঘ শুয়ে আছে। তার সঙ্গেই আবার পাশে হাতির গাছের ডাল ভাঙার শব্দও ভেসে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে এলাকাটি তো বুনোদেরই। আমরাই বরং অনুপ্রবেশকারী।'

তাই তিনি সমস্ত চালককে অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন জঙ্গলের রাস্তায় অত্যন্ত ধীরগতিতে গাড়ি চালান।

বক্সায় চারটি হোয়াইট রাম্পড শকুনছানার জন্ম

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্র থেকে বড় সাফল্য পেল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। প্রজননকেন্দ্র থেকে এই প্রথম মুক্ত প্রকৃতির কোলে প্রজনন করে ডিম থেকে শকুনের চারটি বাচ্চা জন্মাল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২২ মাইল এলাকায় গভীর জঙ্গলে একটি বড় গাছের মগডালের বাসায় চারটি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনের ছানা জন্ম নিয়েছে। যদিও ডিম ফুটে বের হওয়ার পরেই একটি ছানার মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি তিনটি শকুনছানা প্রকৃতির মাঝেই বেড়ে উঠছে। দূর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সেগুলির উপর নজরদারি চালাচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন এবিষয়ে বলেন, 'খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে প্রকৃতির কোলে ডিম ফুটে তা থেকে শকুনছানা জন্ম নেওয়া রাজ্য তথা দেশের মধ্যে খুবই বিরল ঘটনা। তাই এটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটা বড় সাফল্য। তিনটে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনছানা গভীর জঙ্গলে রয়েছে। ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে বক্সার রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে মোট ১৭৭টি শকুন রয়েছে। এর মধ্যে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন ১১১টি, স্লেন্ডার বিল্ড ২০টি এবং লংবিল্ড প্রজাতির ৪৬টি শকুন রয়েছে। অপূর্ব আরও জানান, শেষ অর্থবর্ষে এই প্রথম ওই চারটি শকুন প্রকৃতির মধ্যে জন্মেছে। ৯০-এর দশকে ডাইকোফ্লেনাক সহ আরও কয়েকটি ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করায় গবাদিপশুর মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহে বিষক্রিয়া ঘটে। সেই মাংস খাওয়ার ফলে শকুনের দেহেও ওই বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ফলে পরিবেশ থেকে শকুন নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। এরপর শকুন প্রায় হারিয়ে যায়। তারপরেই কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে শকুন সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। শকুনের সংখ্যা বাড়াতে রাজাভাতখাওয়ায় একটি প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়। ২০০৬ সাল থেকে কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল।

বক্সার আকাশে উড়ছে শকুন।

২০১৯-'২০ সাল থেকে এই প্রজননকেন্দ্রের শকুন প্রকৃতিতে ছাড়া শুরু হয়। ২০২৩-'২৪ সালে ৩১টি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন বক্সার প্রকৃতির কোলে ছাড়া হয়। প্রকৃতির পাশাপাশি গত অর্থবর্ষে এই প্রজননকেন্দ্রের খাঁচার ভিতরেও ডিম ফুটে আরও ১১টি শকুনছানা জন্ম নিয়েছে। প্রকৃতিতে ছাড়া সমস্ত শকুনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে স্যাটেলাইট রেডিও কলার লাগিয়ে দিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

আজ টিভিতে

কেমন কাটবে রাইয়ের আগামী দিন? **মিঠি ঝোরা** রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.০০ জীবন যুদ্ধ, ১২.৩০ মিনি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আপন পর, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.১৫ প্রতিকার, সন্ধে ৭.১৫ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.১৫ রণক্ষেত্র, ১.০০ দেবদূত
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.০৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারণ কবি মুকুন্দদাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪০ রক্ষা বন্ধন, ২.৫৮ বিজয় : দ্য মাস্টার, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ওয়ারিয়র, ১১.৩০ পাওয়ার প্লে
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.৫৩ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৪০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৬.১৯ ডেয়ারিং রাখওয়ালা, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১১.০৬ রিটার্ন অফ রাজু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ রাজি, বিকেল ৩.২৭ তুফান, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ কহানি-টু
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৩.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ৫.১৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, সন্ধে ৬.৪৫ স্পাইডার ম্যান, রাত ৮.৪৫ রকি, ১০.৪০ চাইল্ডস প্লে

বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
রাত ১০.০৫ **জলসা মুভিজ**

গল্লি বয় রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য বুক অফ লাইফ
বিকেল ৪.২৯ **রমেডি নাউ**

জীবন যুদ্ধ রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

বেড়ে গেল পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নম্বর

শিক্ষকের অভাবে দুর্দশা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২১ এপ্রিল : কোর্টের নির্দেশের পরও চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকরা স্কুলে আসছেন না। এরই মাঝে স্কুলের তিনটি সামেটিভ পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে পর্ষদ। এতে চাপ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। পাঠক্রম পরিবর্তন না হলেও নম্বর বাড়ায় বাড়ছে প্রশ্ন সংখ্যা। এর জন্য বাড়াতে হবে ক্লাসের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি বাতিলের জেরে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কমায় কীভাবে ক্লাসের সংখ্যা বাড়বে, তা নিয়ে দিশেহারা স্কুলগুলি।

আগে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ পরীক্ষা হত যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ৫০ নম্বরের। অর্থাৎ মোট ৭৫ নম্বরের। সেখানে বর্তমানে নতুন নম্বর বিভাজনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৫০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ যথাক্রমে ১৫, ২৫ ও ৭০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১১০ নম্বরের হত, এখন সেখানে ৩০, ৫০ ও ৭০ নম্বর অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে। এই সার্বিক প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শিক্ষাবর্ষে তার আচরণগত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে বিগত কোনও সামেটিভে কোনও দুর্বলতা থাকলে তা নির্ণয় করে সেই দুর্বলতা কতটা কাটিয়ে ওঠা গেল, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

এই নির্দেশিকার পরই চাপ বেড়ে গিয়েছে স্কুলগুলির। তার ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাতিল। সিলেবাস শেষ হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্লাস কতটা হবে তা নিয়ে পড়ুয়াদের মতোই অভিভাবকরাও চিন্তিত। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দেবনাথের কথায়, 'সারা বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ভোটের জন্য দীর্ঘ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। বাকি সময়ে যতটুকু ক্লাস হয় তাতে সিলেবাস শেষ হয়ে ওঠে না। তার ওপর এবছর থেকে প্রতিটি সামেটিভে নম্বর বেড়ে যাওয়ায় আরও বেশি প্রশ্ন থাকছে। তার জন্য বেশি ক্লাসের প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে স্যরদের মুখে চাকরি বাতিলের খবর শুনছি, তাতে সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' একই বক্তব্য এক অভিভাবক রমা রায়েরও।

পর্ষদের নতুন নির্দেশে চিন্তায় পড়েছে দিনহাটা মহকুমার স্কুলগুলিও। যেমন নয়ারহাট হাইস্কুলে পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক থাকার কথা ছিল ৫০ জন। সেখানে ৩০ জন শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছিল। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সাতজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ২৭। প্রধান শিক্ষক তাপস সরকার বলেন, 'সামেটিভে নম্বর বাড়ায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াটাই স্বাভাবিক। ফলে আরও বেশি ক্লাস প্রয়োজন। শিক্ষক সংকটের জেরে সেই ক্লাস করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

একই সমস্যায় ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুলও। তাদের পাঁচজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব বলেন, 'শিক্ষক সংকটে সমস্যা তো কিছুটা হবেই। বিশেষ করে এবছর সার্বিক প্রগতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা বাড়বে।'

এদিকে, নতুন নম্বর বিভাজন ব্যবস্থায় শিক্ষকের সংকট যে সমস্যা তৈরি করবে তা মেনে নিয়েছেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জয়ন্ত অধিকারী। তাঁর কথায়, 'চাকরি বাতিলের জেরে বেশ কয়েকটি স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে সমস্যা কিছুটা হবে। তবে আইনি জটিলতা কাটলে সমাধান হতে পারে।'

নতুন সমস্যা

- আগে পঞ্চম শ্রেণির তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হত মোট ৭৫ নম্বরের, এখন থেকে হবে মোট ১০০-তে
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন মোট ১১০ নম্বরের। এখন ১৫০ নম্বরের হবে
- সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে

নীলগাই উদ্ধার

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ২১ এপ্রিল : ঘোষপুকুরের কাছে মতিধর চা বাগানে রবিবার একটি পূর্ণবয়স্ক নীলগাইয়ের দেখা মেলে। ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করতে গেলে অসফল হন। সোমবার সকালে ফের ওই নীলগাইয়ের দেখা মেলে চা বাগানে। দুপুরের দিকে নীলগাইটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে সেটিকে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা রেঞ্জের ফুটহিল বনাঞ্চলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা। ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'আমাদের অনুমান নীলগাইটি নেপাল থেকে এসেছে।'

পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকের ছায়া উত্তরে

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রোমান ক্যাথোলিকদের শীর্ষ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। সোমবার ভ্যাটিকান সিটি থেকে পোপের প্রয়াণের নিশ্চিত খবর পৌঁছানো মাত্রই উত্তরের নানা জেলার চার্চগুলিতে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় বাইবেল পাঠের আয়োজন করা হয়। যিশুর চরণে পোপের ছবি রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন চার্চে সমবেত হওয়া প্রত্যেকেই। মোমবাতিও জ্বালানো হয় চার্চগুলিতে।

জলপাইগুড়ির ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালের বিশপ ক্লেমেন্ট তিরকির ভিকার জেনারেল বা সহকারী ফাদার দয়া কিশোর বারোয়া বলেন, 'প্রভু যাতে আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারার শক্তি প্রদান করেন, সেই প্রার্থনাই তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।' ১ মে ওই মহাচার্চের বিশপ পদে অভিষেক হতে চলেছেন ফাদার ফেবিয়ান টোপ্পোর। তিনিও এদিন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নাগরাকাটার চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চের ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার পর পোপের স্মৃতিতে মঙ্গলবারও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।' মালবাজারের চার্চ আওয়ার লেডি অফ রোজারির প্রবীণ সদস্য তেজকুমার টোপ্পোর কথায়, 'পোপের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।' নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশনের সভাপতি সন্তোষ গুরুং বলেন, 'এ আমাদের চরম দুঃখের মুহূর্ত।' পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন লাতিন আমেরিকান। এরপর নয়া পোপ এশিয়া থেকে কেউ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত, রাঁচি, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো কোনও স্থানের কার্ডিনালদের কেউ ওই সর্বোচ্চ আসনে আসবেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকে।

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

Kendriya Vidyalaya Gc Crpf Siliguri

It is hereby informed that some vacancies are available in OBC (NCL) Category for class-1 for session (2025-26). The registration form can be downloaded from Vidyalaya website https:// crpfsiliguri.kvs.ac.in/ Parents may submit registration form along with all supporting documents. Last date to submit the Registration form is 25/04/2025, 1:40 PM. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.**

PRINCIPAL

NOTICE
State of West Bengal
VS
Dhiren Chandra Dutta

This is for information that first Appeal No 23 of 2024 filed before the Hon'ble Circuit Bench Jalpaiguri challenging the decree and Judgment dated 17.08.2009 passed by the Additional District & Session Judge, District Court Darjeeling in respect of Misc. case 61/95. Accordingly several notices were issued but no one appeared on behalf of opposite party. This matter is running since long and the same is pending before the Jalpaiguri Circuit Bench, High Court Calcutta. So kindly ensure the presence on behalf of decree holder and respondent.

Ram Chandra Guichait
Advocate High Court,
Calcutta.

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ

ট্রেন নং- **04094**
আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে
২৪-০৪-২০২৫ থেকে ১০-০৭-২০২৫ পর্যন্ত – ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং- **04093**
যোগবাণী থেকে
২৬-০৪-২০২৫ থেকে ১২-০৭-২০২৫ পর্যন্ত – ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	—	২৩.৫৫	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	—	রবি
শুক্র	০৯.০০	০৯.১০	লখনউ	০৭.৩৫	০৭.৪৫	
শনি	০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০	শনি
	০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০	
	০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়াড়িয়া	১০.১৮	১০.২০	
	০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৫০	০৯.৫৫	
	০৭.৩০	-	যোগবাণী	——	০৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, উন্নাও জং., সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, বারাণসী জং., আউনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., হাজিপুর জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (পনেরো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআর (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস্)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice Inviting Tender (NIT)
ABRIDGED NIT-01 of 2025-2026

Sealed Tender in two bid system is invited for Demolishing two nos. Defunct Structure at RRSS, OAZ, UBKV, Mathurapur, Malda. Last date of submission is 12/05/2025 upto 2.00 p.m. Visit www.ubkv.ac.in for details.

Sd/-
Registrar (Actg.)
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakim Para, Siliguri - 734001
NIet No.- 01-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 1 to 6
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 28.04.2025 (server clock)
Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 7&8
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 05.05.2025 (server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP
District Engineer
Siliguri Mahakuma Parishad

NOTICE

Ref: Notice : No.-01/ SRMC/2025-2026, Memo No. 215/SRMC dated 21/04/2025 (2nd Call) on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 25 nos. of Stall at Bhalomanshi Hat of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission of E.O.I : 13.05.2025 up to 2:00 P.M.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

শিশাবাড়ি সরুগাঁও (জটেশ্বর থেকে 2 Km পশ্চিমে দূরত্ব) 7.5 বিঘা রেকর্ডেড ধানিজমি বিক্রয় হইবে। M : 7063082033. (C/116069)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছর বয়স্ক সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800745510.(C/116185)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেটিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116069)

●

কোম্পানিতে কাজ করার জন্য 10 জন ছেলে চাই, বেতন 11,000/- ও সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন 12,500/-। (M) :- 97755 39686. (C/116070)

●

Black & Biege Bistro requires Manager, Coock, Helpers for a Siliguri based Cafe near Don Bosco More, PBR Tower. Call : 8240125779, 9123601543. (C/116070)

অ্যাফিডেভিট

আমার পাসপোর্ট নং M 8746513 নাম ভুল থাকায় গত 25-03-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ratan Chandra Ray এবং Ratan Chandra Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড়রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114691)

●

I, Kumar Chhetri, S/o. Late Harka Bahadur Chhetri, R/o Deokota Toll, PO & PS: Jaigaon, Dist : Alipurduar, hereby cancel & revoke the mutual agreement executed between myself, my wife & daughter, vide SI. No 24/23, dated 30.05.2023, authenticated before Notary Public, GC Sikder, Alipurduar by executing a new affidavit before the Notary Public, Alipurduar, vide SL No. 368, dated 17.04.2025. (C/115533)

Affidavit

I Mani Kumar Limboo, son of Late Harka Bahadur Limboo, resident of Bagdogra Darjeeling. I declare that my wife Smt. Tara Limboo her DOB is 20.10.1990 as per affidavit No.939 date- 07.03.2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st class 2nd i.e court at Siliguri. That DOB of my wife Tara Limboo has been wrongly recorded in my service book/document, pension documents & my aforesaid P.P.O as 20.10. 1989 in place of 20.10.1990. (C/116186)

Wanted Teacher

Wanted Teacher for Fine Arts, Qualification- Master's Degree in Fine arts (Drawing/Painting), Fluency in English & Hindi is must, apply with C.V along with copies of Testimonials in PDF format to the below mention email id within 4 days

hbv_slg@yahoo.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শারীরিক কারণে বেশকিছু অর্থ ব্যয় হবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** রাজনৈতিক নেতারা বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। **কর্কট :** নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ নিতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কন্যা :** নতুন কোনও জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। **তুলা :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। **বৃশ্চিক :** পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আজ আলোচনা। নতুন চাকরির সুযোগ। **ধনু :** পথে চলতে সাবধান থাকুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মকর :** প্রেমের সম্পর্কে মান অভিমানের পালা চলবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **কুম্ভ :** সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **মীন :** পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল, ২০২৫, ৮ বহাগ, সংবৎ ৯ বৈশাখ বদি, ২৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৫।৫৭। মঙ্গলবার, নবমী দিবা ১।১০। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৪। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।৫। গরকরণ দিবা ১।১০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৫০ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১২।২২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৮।৪৭ গতে ৯।৫০ মধ্যে বৃশ্চিকলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৫৬ গতে ১২।২২ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর সপিণ্ডন। বসুন্ধরা দিবস। বিশ্ব দিবস (২২ এপ্রিল)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩। ২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে অবাক প্রধান-উপপ্রধান

সময়ে খোলে না তালা

অনসূয়া চৌধুরী

শানুপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মায়েদের সঙ্গে কথা বলছেন উপপ্রধান। সোমবার।

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ঘড়িতে তখন ১০টা বেজে ১৫। একে একে সন্তানদের নিয়ে আসতে শুরু করেছেন মায়েরা। পৌঁছেছেন স্থানীয় প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যও। কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তো তখনও তালা ঝুলছে। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে প্রধানরা জানতে পারেন, কোনওদিনই খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শানুপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এগারোটার আগে কর্মী-সহায়িকার দেখা মেলে না। কোনও কোনওদিন সেটা সাড়ে এগারোটাও হয়ে যায়। অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ির খাবারও মুখে তোলার মতো নয়। এদিন সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে দেউনিয়াপাড়া এবং সরকারপাড়া জগদীন্দ্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল একই ছবি।

জলপাইগুড়ি সদর সিডিপিও সুদীপ তামাং বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। এছাড়া, দেরি করে সেন্টার খোলার বিষয়ে কোনওরকম অভিযোগ এতদিন পাইনি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' সময়মতো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার পাশাপাশি শিশুদের প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা এবং পুষ্টিকর খাবার প্রদান সুনিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন সিডিপিও।

শানুপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুকোলে অপেক্ষারত ভূমিকা রায় বলেন, 'সাড়ে এগারোটার আগে কোনওদিনই সেন্টার খোলে না। সময় সম্পর্কে আমরা এতকিছু না জানায় ওই সময়ে আসি। এদিন সঠিক সময় জানতে পারলাম।' এখানে পড়াশোনা হয় না বলেও তাঁর অভিযোগ। খাবারের স্বাদ নাকি খুবই খারাপ। খুদেরা সেই খাবার মুখে তুলতে চায় না। শানুপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা টিঙ্কু রায়ের কথায়, 'আমি কোনওদিন দেরি করে আসি না। এদিনই বিশেষ কিছু কাজে দেরি হয়েছে।' তবে মায়েরা পঠনপাঠনের বিষয়ে যে অভিযোগ করছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি তাঁর।

দেউনিয়াপাড়ার কেন্দ্রেও কর্মী আসেননি সাড়ে দশটাতেও। 'দিদিমণি'কে দেখতে না পেয়ে শিশুরাও কেন্দ্রে যাননি। সহায়িকা কিন্তু রান্না বসিয়ে দিয়েছেন। কতজন শিশু আসবে না জেনেই কী করে রান্না করছেন? উত্তর মিলল না। দেউনিয়াপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী নিয়তি দাসের পরে সাফাই, 'মেয়ের শরীর খারাপ থাকায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। পঠনপাঠন থেকে সবই ভালোমতো হয়। এরপর আর দেরি হবে না।'

এদিন করলার চর ১ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সারপ্রাইজ ভিজিট করেন স্থানীয় প্রশাসন। ওই স্কুলে দুটি টিউবওয়েলই বিকল হয়ে পড়ে থাকায় সমস্যায় শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা। রান্নার জন্য বাইরে থেকে জল টেনে আনতে হয়। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেন, 'আমাদের কাছে দেরিতে খোলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ এসেছে। দেখা গেল দেরিতে খোলার বিষয়টি সঠিক। সবটাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

কী কী অভিযোগ

- দশটার পরেও খোলে না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র
- শিশুদের নিয়ে রোজ অপেক্ষা করেন মায়েরা
- কেন্দ্র থেকে দেওয়া খাবারও মুখে তোলার যোগ্য নয়
- পড়াশোনাও হয় না ঠিক করে

নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব

মানিকগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : সোমবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া বোয়ালমারিতে অনুষ্ঠিত হল নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এরপর যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল মুক্তমঞ্চে পঞ্চানন বর্মা, যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে অতিথিরা মাল্যদান করেন। নমশূদ্র নেতা সঞ্জীবন মণ্ডল জানান, এই উৎসবে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন গান, নাচ ও অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের সূচনা করছেন পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি মুকুল বৈরাগ্য। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্য মহুয়া গোপ। অনুষ্ঠানে নমশূদ্র সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

প্রকৃতি পাঠ

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : সোনগাছি চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের সাপ ও চিতাবাঘ সম্পর্কে সচেতন করতে সোমবার একটি শিবিরের আয়োজন করে স্থানীয় একটি সংস্থা। ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে চিতাবাঘের উপদ্রব বাড়ছে। গরম পড়তে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত সাপও। কোন সাপ বিষাক্ত ও কোনটি বিষহীন, কীভাবে চিনতে হয় সাপেদের, তা ছবি দিয়ে চেনানো হল। বাড়ির আশপাশে সাপ দেখলে কী করতে হয়, তাও শেখানো হয়। চিতাবাঘের আক্রমণ এড়িয়ে চলার কৌশল জানানো হয় পড়ুয়াদের। ৮৫ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল প্রকৃতি পাঠ শিবিরে। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী অভিমন্যু গঙ্গোপাধ্যায়, মালবাজারের পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্র প্রমুখ।

চুরি

গয়েরকাটা, ২১ এপ্রিল : সোমবার গয়েরকাটার গার্লস হাইস্কুলের পাশে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভেন্টিলেটার ভেঙে চাল ও ডালের বস্তা চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ওই কেন্দ্রের কর্মী এদিন সকালে গিয়ে ঘটনাটি দেখতে পান। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ এসে চুরির ঘটনাটি খতিয়ে দেখে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শিখা সরকার বলেন, 'সকালে কেন্দ্রে এসে দেখি চাল ও ডালের বস্তা চুরি গিয়েছে। এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানাই।'

জলসংকটে রাজগঞ্জ-হলদিবাড়ি

আয়রনযুক্ত জল বালতিতে। -সংবাদচিত্র

কাপড়ে ছেঁকে জল খেতে হয়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : কুয়ো হোক কিংবা নলকূপ সবক্ষেত্রেই জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকায় তা পানের অযোগ্য। ওই জল দিয়ে দীর্ঘদিন বাসন মাজলে সেটিও লালচে হয়ে যাচ্ছে। তবে কতদিন আর জল কিনে পান করা সম্ভব? তাই কোনও উপায় না পেয়ে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার বাসিন্দাকে আয়রনযুক্ত জল কাপড়ে ছেঁকে পান করতে হচ্ছে। দিনের পর দিন ওই জল পান করে পেটের রোগে ভুগতে হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। বাদলাগছ এলাকার বাসিন্দা মর্জিনা বেগমের কথায়, 'ওই জল দিয়ে জামাকাপড়ও কাচা যায় না। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারের পানীয় জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। বাধ্য হয়ে আয়রনযুক্ত জল কাপড় দিয়ে ছেঁকে পান করতে হচ্ছে।'

এদিকে, বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানানোর পরেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিষয়টি গ্রাম সংসদ সভায় তুলেছিলাম। সোলার সিস্টেমে পানীয় জলপ্রকল্পে জলের ট্যাংক বসানো হয়েছে সেখানে। টিউবওয়েলও রয়েছে। কিন্তু সেগুলি বেশিরভাগ অকেজো হয়ে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। মগরসভায় একটি সোলার সিস্টেমের জলের ট্যাংক ভালো আছে। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে পানীয় জলের সমস্যা মিটবে।'

রাজগঞ্জ ব্লকের গোড়মোটাগছ, ধদাগছ, বাদলাগছ, দেমদেমা ও মগরসভায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি দূর করতে বছর তিনেক আগে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সেখানে দুটো টিউবওয়েল ও দুটি জলের ট্যাংক বসানো হয়। তবে প্রায় দেড় বছর ধরে সেগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। এতেই ফের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ওপর গরম পড়ায় রীতিমতো জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে তৃণমূল নেতারা গ্রামে এলে তাঁদের সমস্যার কথা জানানো হয়। কিন্তু তার পরেও সুরাহা হয়নি। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। আর যাঁদের টাকা নেই, তাঁদের ওই আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে। যদিও সাহু ভ্যালি টি এস্টেটের পাশে পানীয় জলের দুটি ট্যাংক রয়েছে। তবে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে প্রতিদিন জল বয়ে আনা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

দেমদেমা গ্রামের বাসিন্দা মানিক রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে দুটি জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে। তবে এতদূর থেকে জল বয়ে আনা কষ্টকর। সময়ও অনেক লাগে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি।' এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা মজনু আলম।

কাজ করে না টিউবওয়েল

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : চলতি মরশুমে এখনও বৃষ্টি হয়নি এলাকায়। চলছে তাপপ্রবাহ। বোয়ালমারি-নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলনকুঠি গ্রামের অধিকাংশ জায়গায় কুয়োর জল শুকোতে শুরু করেছে। ফলে এলাকায় তৈরি হয়েছে জলসংকট। স্থানীয় রঞ্জিত সন্ন্যাসী বলেন, 'গ্রামের পুরুষরা স্নানের জন্য তিস্তা নদীতে যান। এখন তো নদীরও জল কমে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে এলাকায় জল পরিষেবার ব্যবস্থা করা হোক।'

পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, কাপড় কাচা, স্নান করার জলটুকুও মিলছে না। অনেকে আবার স্নানের জন্য গ্রাম সংলগ্ন তিস্তা নদীতে যাচ্ছেন। আর এই সমস্যা শুধু এবছরের নয়, প্রত্যেক বছরের বলে জানালেন গ্রামবাসীরা। বোয়ালমারি-নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুফল সরকার বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে অতিরিক্ত সময় জল পরিষেবা দেওয়ার কথা জানিয়েছি।'

মিলনকুঠি গ্রামের এমন টিউবওয়েল থেকেও মিলছে না জল।

এলাকার টাইমকল থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায় সকালে এবং বিকেলে। তাও খুব অল্প সময়ের জন্য এবং গ্রামের সব জায়গায় এই পরিষেবা নিয়মিত নয়। স্থানীয় তরুণ নীতীশ সরকার বলেন, 'বৃষ্টি না হওয়ায় গ্রামের জলের একটা ঘাটতি রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে।'

বোয়ালমারি-নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গ্রামেরও একই সমস্যা। গরম পড়তেই সমস্যা আরও প্রকট হয়। সে কারণে এলাকায় বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। কিন্তু জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে সেখান থেকেও জল মিলছে না। স্থানীয় মহিলা যমুনা রায়ের অভিযোগ, 'গরম পড়তে এলাকার কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। একজন স্নান করার পর অন্যজনের স্নান করার জন্য ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

ওদলাবাড়িতেও জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল

ওদলাবাড়ি, ২১ এপ্রিল : জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়িতে তাদের নতুন ক্যাম্পাস চালু করল। চা বাগান ঘেরা এই এলাকায় সুলভে উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এখানে আপাতত নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিবিএসই বোর্ডের এই স্কুলে দু'বছরের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠনের সুবিধাও মিলবে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডঃ পার্থসারথি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের দিকটিও নজরে রাখা হয়েছে।'

শোন একটা কথা।। সোমবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

অভিযান

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : রাস্তার ধারে ফাস্ট ফুড কর্নার থেকে মিষ্টির দোকান, হোটেল থেকে রেস্তোরাঁ, খাবারের মান খতিয়ে দেখতে এসব জায়গায় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। খাবারে কৃত্রিম রং মেশানো থেকে বাসি খাবার বিক্রি করা হচ্ছে কি না সমস্তটাই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার জানিয়েছেন।

সাফাই

চালসা, ২১ এপ্রিল : প্রকাশিত খবরের জেরে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ চালসা ডিইসি পাড়ায় নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করল। মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার ও মেটেলি থানার পুলিশ সোমবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। আর্থমুভার ব্যবহার করে ওই আবর্জনা পরিষ্কার করানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'কেউ যাতে নর্দমায় আবর্জনা না ফেলেন সেজন্য বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত সচেতন করা হচ্ছে।'

শিবির

বেলাকোবা, ২১ এপ্রিল : পথ দুর্ঘটনা এড়াতে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ি ও রাজগঞ্জ থানার ট্রাফিক বিভাগ সোমবার শিকারপুরের কেবলপাড়া হাইস্কুলে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচা, রাজগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা, কেবলপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গুহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিয়ের পিঁড়িতে

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ধুমধাম করে বিশেষভাবে সক্ষম দুই তরুণ-তরুণীর বিয়ে হল ময়নাগুড়িতে। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা মূক ও বধির বছর একুশের অনামিকা রায়ের সঙ্গে ধূপগুড়ির বাসিন্দা মূক ও বধির বছর একুশের দীপ রায় এদিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বছর দেড়েক আগে সামাজিক মাধ্যমে দুজনের পরিচয় হয়। সেই থেকে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হাসপাতালের জেনারেটর বিকল

চালসা, ২১ এপ্রিল : মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জরুরিকালীন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে জেনারেটর দেওয়া হলেও দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সেটি বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেটি মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সামনেই বৃষ্টি ও গরমের মরশুম। লোডশেডিং হলে হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা। দ্রুত জেনারেটরটি সারাই করার দাবিতে সোমবার মেটেলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেয় মেটেলি ব্লক রামনবমী উদযাপন সমিতি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, জেনারেটর বসানোর পর কয়েক বছর পর্যন্ত সেটি ঠিক ছিল। কিন্তু তারপর প্রায় পাঁচ বছর ধরে সেটি কাজ করছে না। যদিও লোডশেডিংয়ের সময় হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য ইনভার্টারের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি বলেন, 'এর আগে হাসপাতালের তরফে জেনারেটরটি একবার মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেটি আবারও বিকল হয়ে পড়ে। সেটির মেরামতির জন্য বর্তমানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এবিষয়ে বহু আগেই ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকেও জানানো হবে।'

> এর আগে হাসপাতালের তরফে জেনারেটরটি একবার মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেটি আবারও বিকল হয়ে পড়ে। সেটির মেরামতির জন্য বর্তমানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই।
>
> **-অরিন্দম মাইতি**
> *ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক*

কামতাপুরি ভাষায় আরও স্কুল দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ক'দিন আগে রাজবংশী ভাষার স্কুল অনুমোদনের দাবি তুলেছিলেন গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা বংশীবদন বর্মন। এবার কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য ৩০০টি প্রাথমিক এবং ১০০টি উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের সরকারি অনুমোদন দাবি করল কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আগে এই দাবিপূরণ না হলে কোনও রাজনৈতিক দলকে ভোট না দেওয়ার পথে হাঁটতে পারে তারা। প্রয়োজনে নিজেরা প্রার্থী দেওয়া বা ভোট বয়কটের ভাবনাও আছে সংগঠনটির।

ময়নাগুড়ির রামশাইয়ে রবিবার সংগঠনটির উদ্যোগে বিরসা মুন্ডা কামতাপুরি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কালু সিং কামতাপুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। ওই অনুষ্ঠান থেকে রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। কামতাপুরি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য ময়নাগুড়িতে রাজ্য সরকার মোটে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেছে। ১০০টি উচ্চপ্রাথমিককে সরকারি স্কুল চালুর দাবি জানান তিনি।

কামতাপুর স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি অপু বর্মন বলেন, 'আগামী ২৫ এপ্রিল রাজ্য সরকারকে এই দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। দাবিপূরণ না হলে আগামী বিধানসভায় নির্বাচনে কামতাপুরিদের কৌশল স্পষ্ট করা হবে।' যদিও উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের মুখপাত্র তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে। যেমন কামতাপুরি এবং রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি গড়া হয়েছে।'

নয়ের দশক থেকে উত্তরবঙ্গে কামতাপুরিরা নিজেদের উদ্যোগে কখনও কারও বাড়ির বারান্দায়, কখনও উঠোনে প্রায় ৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। দান করা জমিতে চাঁদা তুলে বাঁশ, কাঠ ও টিনের চালের স্কুল তৈরি করেছে। কোচবিহারে এরকম ৫০টি, জলপাইগুড়িতে ৩৫টি, মালদায় ২৫টি, দার্জিলিংয়ের সমতলে ২৫টি, উত্তর দিনাজপুরে ১২টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

> আগামী ২৫ এপ্রিল রাজ্য সরকারকে এই দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। দাবিপূরণ না হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কামতাপুরিদের কৌশল স্পষ্ট করা হবে।
>
> **-অপু বর্মন** *সভাপতি, কামতাপুর স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন*

লাটাগুড়িতে প্রথম কিস্তির টাকায় অর্ধসমাপ্ত ঘর।

ঘরের জন্য দ্বিতীয় কিস্তির অপেক্ষা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২১ এপ্রিল : বাংলা আবাস যোজনায় প্রথম কিস্তির টাকা মিলেছে চার মাস আগে। ইতিমধ্যে ক্রান্তি ব্লকের সিংহভাগ উপভোক্তা সেই টাকা দিয়ে পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন ঘরের কাজে হাত দিয়েছেন। এদিকে কালবৈশাখী চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। বৃষ্টিও কমবেশি রোজই হচ্ছে। মাথার ওপর ছাদ না থাকায় বিপাকে পড়েছেন গৃহস্থরা।

কখনও অন্যের বাড়িতে, আবার কখনও ছাপরা ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হচ্ছে সবাইকে। দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ না ঢুকলে সামনের বর্ষায় আরও সমস্যার মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর।

ক্রান্তি ব্লকে প্রায় ৪২০০ দরিদ্র পরিবার ডিসেম্বর মাসের শেষে বাংলা আবাস যোজনার অর্থ পেয়েছে। পাকা ঘরের স্বপ্নে বুঁদ বাসিন্দারা দ্রুত ঘরের কাজে হাত লাগিয়েছেন। সেই অর্ধসমাপ্ত ঘরে শীতটা কোনওরকমে কাটালেও বর্ষা আসতে মাথায় হাত পড়েছে।

রাজাডাঙ্গার যোলোঘরিয়ায় থাকেন কালা ওরাওঁ। প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকায় পুরোনো ঘর ভেঙে সেখানে ইটের গাঁথনি দিয়ে রান্নাঘর এবং ঘরের কাজ করেছেন। এখন পুরোনো ঘরের ছাপরায় কোনওরকমে মাথা গুঁজে আছেন। কালার কথায়, 'দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটা এখন পেলে খুব ভালো হয়। বর্ষায় নাহলে ভিজতে হবে।' একই বক্তব্য ক্রান্তির ধনতলার রামবিহারী সিংয়ের।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় যদিও জানান, প্রথম কিস্তির টাকায় ঘরের কাজ কতটুকু হয়েছে, সেটা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। কিছু পরিবার এখনও ঘরের টাকা ব্যবহার করতে পারেনি। প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সকলের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন বললেন, 'জিও ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে ঘরের কাজ দেখা হচ্ছে। বরাদ্দ অর্থে নিয়ম মেনে যাঁদের কাজ হয়ে গিয়েছে, দ্রুত তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাবেন।'

ক্রান্তি ব্লকে সবথেকে বেশি ঘরের টাকা পেয়েছে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রায় ৯০০ জন উপভোক্তা আবাসের প্রথম পর্বের অর্থ পেয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব উপভোক্তা গাঁথনির কাজের অধিকাংশ সম্পন্ন করেছেন, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।

চ্যাংমারির ভূপেশ রায়ও টাকা পাওয়ার পরেই পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন ঘরের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। এখনও কাজ শেষ না হওয়ায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বাইরে রান্নাবান্না করে খাচ্ছেন।

> জিও ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে ঘরের কাজ দেখা হচ্ছে। বরাদ্দ অর্থে নিয়ম মেনে যাঁদের কাজ হয়ে গিয়েছে, দ্রুত তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাবেন।
>
> **-রিমিল সোরেন**
> *বিডিও, ক্রান্তি*

মিড-ডে মিলের লোভেও পড়ুয়া আসে না

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : খাতায়-কলমে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৬। কিন্তু রোজ গড়ে মাত্র ২ থেকে ৩ জন হাজির থাকে। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব মাগুরমারি এমএসকের অবস্থাটা ঠিক এমনই। যা নিয়ে এমএসকের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও চাপে পড়েছেন। ব্লক প্রশাসন ও স্কুল সূত্রে খবর, স্কুলে মোট ২৬ জন পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই কেন্দ্রে আসে না। তবে দুজন পড়ুয়া হলেও তাদের জন্য নিয়মিত মিড-ডে মিল রান্না হয়। এদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই স্কুলে এসে বসে থাকেন। পড়ুয়ার অভাবে পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি, তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেই আসেন। কিন্তু পড়ুয়া কোথায়! পড়াশোনা না হওয়ায় তাঁদের স্কুলে আসতেও ভালো লাগে না। ওই এমএসকের মুখ্য সম্প্রসারক লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সহমত। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তারপরেও কোনও ফল হচ্ছে না। তাই এমএসকে টি ধুঁকছে।' অন্যদিকে, পড়ুয়া না আসার কারণ হিসেবে অভিভাবকরা আবার এমএসকে কর্তৃপক্ষকেও দায়ী করেছেন।

পূর্ব মাগুরমারি এমএসকে।- সংবাদচিত্র

পড়ুয়া টানতে স্কুলে মাংস ভাত রান্না করা, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলা সবকিছুরই বন্দোবস্ত করা হয়। সকলের অভিযোগ, তারপরও কিছুতেই পড়ুয়ারা আসে না। উপস্থিত পড়ুয়াদের জন্যই মিড-ডে মিল রান্না করা হয়। স্কুলের এক শিক্ষিকার কথায়, 'আমি বাধ্য হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অপর কোনও স্কুলে বদলি করে দেওয়ার জন্য জানিয়েছি। আমরা পড়ানোর জন্যই রোজ স্কুলে আসি। কিন্তু পড়ুয়া না এলে আমাদের কিছু করার থাকে না।' ধূপগুড়ি ব্লকের এসইও (সমিতি এডুকেশন অফিসার) অতুল বর্মনও জানিয়েছেন, ওই স্কুলটি পরিদর্শনে গেলেও খুব কম সংখ্যক পড়ুয়া দেখা যেত। তবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়া উচিত।

একদিকে যখন পড়ুয়া কম আসার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে প্রশাসন সকলেই গ্রামবাসীদের অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন, তখন গ্রামবাসীরা আবার তাঁদের বিরুদ্ধেই পালটা অভিযোগ করেন। এক অভিভাবক সুজিত রায়ের কথায়, 'এমএসকের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাফিলতির ফলেই স্কুলে পড়ুয়া নেই। ছাত্রছাত্রী টানতে তাঁরা কোনও ব্যবস্থাই নেন না।'

কিন্তু এলাকাবাসীর সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে এমএসকের মুখ্য সম্প্রসারক জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'আমাদের তরফে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পড়ুয়া জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। তখন অভিভাবকদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। এমনকি সামাজিক বৈঠক করে অনেক স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলে ভর্তি করাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সংখ্যাও ফের কমে যাচ্ছে।' পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পর থেকেই এই প্রবণতা বেড়েছে বলেই তাঁর মত।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। কলকাতার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের বিভূতিভূষণ নন্দী।

বাড়িতে বসেই জালিয়াতি

জাল সার্টিফিকেট তৈরির কারখানা সিভিক ভলান্টিয়ারের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : নিজের বাড়িতে সাইবার ক্যাফে খুলে সেখানেই জাল শংসাপত্র তৈরি করত সিভিক ভলান্টিয়ার মণিরুল ইসলাম। ভুয়ো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে আপাতত শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে তার। এমনকি থানায় রাতের ডিউটি করার সময় পুলিশকর্তাদের সই জাল করেছে সে। তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা, মণিরুল একা নয়, পিছনে আরও বড় চক্র রয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে মণিরুল মালবাজার থানার সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। এর আগেও তার বিরুদ্ধে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য টাকা আদায়ের অভিযোগ ছিল। সেই যাত্রায় প্রমাণের অভাবে সে বেঁচে যায়। তবে রবিবার সে প্রমাণ সহ পুলিশের হাতে পাকড়াও হয়।

থানার মধ্যে কীভাবে সে কারবার ফেঁদে বসেছিল? সরকারি চাকরিতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। অনলাইনে তার জন্য আবেদন করা যায়। তবে যাঁরা এই বিষয়ে সচেতন নন তাঁরাই মূলত থানায় এসে খোঁজখবর করেন। মণিরুলের ঘনিষ্ঠরা সেই তরুণদের টার্গেট করত। সেই তরুণদের বলা হত, মণিরুল অনলাইনে তাঁদের

মাল থানায় পুলিশভ্যানে তোলা হচ্ছে মণিরুলকে। - সংবাদচিত্র

শংসাপত্র তৈরি করে দেবে। সেই কথাতেই মণিরুলকে যাবতীয় নথিপত্র দিতেন সেই তরুণরা। সম্প্রতি সেনা পোর্টারের পরীক্ষার জন্য বাগ্রাকোট এলাকার কয়েকজন তরুণ মণিরুলের কাছ থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট করান। তবে একজনের শংসাপত্র তৈরি করার সময় কিছু ত্রুটি থেকে যায়। তা সংশোধন করতে তিনি থানায় এলে এই কর্তব্যরত অফিসারদের সন্দেহ হয়। থানায় আসা ওই তরুণ ও তাঁর সঙ্গীদের জেরা করে ডিআইবি'র সিভিক ভলান্টিয়ার মণিরুলের নাম পায় পুলিশ।

সার্টিফিকেটগুলি পরীক্ষা করে অফিসাররা বুঝতে পারেন, সেখানে থানার আইসির স্বাক্ষর জাল। প্রতি জাল শংসাপত্রের বিনিময়ে মণিরুল ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ।

ধৃত মণিরুল ইসলামের বাড়ি মাল থানার কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর বস্তি এলাকায়। রাতে থানায় ডিউটি করলেও দিনে সে নিজের বাড়ির ক্যাফেতে বসে সার্টিফিকেট বানাত। রাতে থানায় নিয়ে এসে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত ও তারপর নিজেই স্বাক্ষর করত। তার নিজের চায়ের প্রোজেক্ট বাগানও আছে। বাড়িতে স্ত্রী সহ এক পুত্রসন্তান আছে তার। এবিষয়ে তার পরিবারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিভিকে নিয়োগের আগে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিল সে। মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, জাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তার হয়েছে। তদন্তের জন্য তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদালত ছয়দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছে।'

ঘটনাক্রম

- সম্প্রতি কয়েকজন তরুণ মণিরুলের কাছ থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট করান
- একজনের শংসাপত্র তৈরি করার সময় কিছু ত্রুটি থেকে যায়
- তা সংশোধন করতে তিনি থানায় এলে এই কর্তব্যরত অফিসারদের সন্দেহ হয়

সংস্কারের দাবিতে আমরণ অনশন

অনুপ সাহা

গজলডোবা, ২১ এপ্রিল : তিস্তা ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কার অবিলম্বে শুরুর দাবিতে গজলডোবা ট্রাক মালিক সংগঠনের ২৮ জন সদস্য আমরণ অনশনে বসলেন। সোমবার ১০ নম্বর গজলডোবায় পূর্ত সড়কের ধারে মঞ্চ বেঁধে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়। যদিও তার আগেই এদিন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা সেতুর জরুরি সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। অনশন মঞ্চ থেকে দু'কিলোমিটার দূরে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে এবিষয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা না পেয়ে আন্দোলনকারীরা অনশন কর্মসূচি জারি রাখেন।

চাপে পড়ে দুপুরে তিস্তা ব্যারেজ সাব-ডিভিশনের এসডিও হাসিবুল ইসলাম ও মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অনশন মঞ্চে পৌঁছান। হাসিবুল অনশন মঞ্চে ঘোষণা করেন, 'ব্যারেজের সেতু সংস্কারের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার গত ১৭ এপ্রিল ইস্যু হয়েছিল। এদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে। কাজের জন্য আনুমানিক ব্যয় এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে। কাজ শেষ হলে সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে। খুব শীঘ্রই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের একটি দল তিস্তা ব্যারেজ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে।'

তিস্তা ব্যারেজ সেতুর একটি ডেক বেহাল হওয়ায় গত বছর ৪ অক্টোবর থেকে ছয় টনের বেশি ভারী যানবাহন (বিশেষ করে বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার) চলাচলের ওপর জলপাইগুড়ির জেলা শাসক

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের দাবিতে গজলডোবায় আমরণ অনশন শুরুর পর। (পাশে) সংস্কারের কাজ শুরু।

নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সেতুর দু'পাশে দুটি হাইট বার লাগানো হয়। পাশাপাশি পুলিশি নজরদারিও চালু হয়। প্রশাসনের এই নির্দেশ জারি হতেই বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পারের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। বিকল্প ঘুরপথে পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ায় ডাম্পার মালিকরা ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক ডাম্পার মালিক গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। আবার কেউ অন্যত্র ভাড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে গজলডোবার স্থানীয় বাজারঘাটে যার প্রভাব পড়েছে।

এদিকে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট বার্তা পেয়ে এদিন দুপুর দুটো নাগাদ আন্দোলনকারীরা আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। এদিন গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'সেতুর জরুরি সংস্কারের নামে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গত ছয় মাস ধরে টালবাহানার ফলে প্রচুর মানুষ আর্থিক সংকটে পড়েছেন। ডাম্পার চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতিতে চরম প্রভাব পড়েছে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে এদিন আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছি। ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর সেতুর ওপর দিয়ে ভারী যান চলাচলের অনুমতি মিলবে বলে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বস্ত করেছে।'

জোরকদমে মূর্তি সেতুর কাজ

চালসা, ২১ এপ্রিল : মাটিয়ালি ব্লকে বর্তমানে জোরকদমে মূর্তি সেতুর কাজ চলছে। চলতি বছরেই সেই কাজ শেষ হতে পারে বলে পূর্ত বিভাগের মালবাজারের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানিয়েছেন। কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার এজেন্সির তরফে শ্যামল তরফদার বললেন, 'বো-স্ট্রিং ব্রিজের আদলে সেতুটি তৈরি করা হচ্ছে। সেতুতে সাড়ে সাত মিটার চওড়া রাস্তা ও দু'দিকে দেড় মিটার করে ফুটপাথ থাকবে। আশা করছি চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এটির কাজ শেষ হবে।'

মূর্তি ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। সামনে গরুমারা জঙ্গল, পাশ দিয়ে মূর্তি নদী বয়ে গিয়েছে। এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টি সেভাবে কথায় বোঝানো শক্ত। এখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এখানে নিয়মিতভাবে আসেন। নদীর ওপর সেতুটি এলাকার সৌন্দর্যায়ন আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। একসময় জোরকদমে এই সেতু তৈরির কাজ চললেও মাঝে তা গতি হারায়। কী কারণে সেই সমস্যা হয়েছিল সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সিদ্ধার্থ বললেন, 'গত বর্ষায় নদীতে প্রবল জল থাকায় বহুদিন কাজ বন্ধ ছিল। বেশ কিছু অন্যান্য সমস্যাও ছিল।'

সেতুর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হলে এলাকার অর্থনীতি অনেকটাই পালটে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোনা সরকার বললেন, 'এই সেতুর কাজ দেড় বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় এলাকার পর্যটন-অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ছিল। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম।' স্থানীয় ব্যবসায়ী তন্ময় রায় আশাবাদী, 'এই সেতুর কাজ শেষ হলে এলাকার অর্থনীতি আরও মজবুত হবে।' টোটোচালক সাবুক হকরাও আশাবাদী, 'সেতু দেখতে অনেকেই আসবেন। এই সুবাদে আমরা ভালো ভাড়া পাব বলেই মনে করছি।' দ্রুত যাতে সেতুর কাজ শেষ হয় সেজন্য তন্ময়ের মতো অনেকেই দাবি জানিয়েছেন।

পদযাত্রা

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বিজেপির সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস পদযাত্রা ও পথসভা করল। সোমবার ময়নাগুড়ি চুড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের হুসলুরডাঙ্গা বাজারে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। মিছিল শেষে চূড়াভাণ্ডার বাজারে পথসভা হয়। পথসভায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের মেন্টর চন্দন ভৌমিক, জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী নুরজাহান বেগম ও ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মনোজ রায় সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

দেরিতে চড়ক

চালসা, ২১ এপ্রিল : চৈত্র সংক্রান্তি পার হয়ে গিয়েছে আগেই। এতদিনে চড়কের আয়োজন হল কলাবাড়িতে। সোমবার ওই কর্মসূচিতে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষের ঢল নামে কলাবাড়ি ফুটবল ময়দানে। পুজো দিতে আসেন বহু মানুষ। মেলায় বহু দোকানি পসরা নিয়ে হাজির হন। সন্ধ্যায় ঘোরানো হয় চড়ক।

পদ্ম-সভা

মানিকগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে অশান্তির প্রতিবাদে দক্ষিণ বেরুবাড়ির মানিকগঞ্জ বাজারে সোমবার মিছিল ও পথসভা করল বিজেপি। সভা থেকে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানানো হল। উপস্থিত ছিলেন দলের জলপাইগুড়ি সদর দক্ষিণ মণ্ডলের সম্পাদক বাপ্পা সেন, অঞ্চল সভাপতি জগদীশ রায় প্রমুখ।

ক্রান্তির এই জায়গা দমকলকেন্দ্রের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

ক্রান্তিতে দমকলকেন্দ্রের জায়গা চিহ্নিত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : অবশেষে ক্রান্তি ব্লকে দমকলকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জায়গা চিহ্নিত করল প্রশাসন। লাটাগুড়ি-ক্রান্তিগামী রাজ্য সড়কের লাটাগুড়ি-ক্রান্তি মোড় থেকে কিছুটা দূরেই পূর্ত দপ্তরের কয়েক বিঘা জমি রয়েছে। সেখানেই দমকলকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত করেছে ব্লক প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার মাল ব্লক ভেঙে আলাদা ক্রান্তি ব্লক গঠন করে। মৌলানি, লাটাগুড়ি, চাঁপাডাঙ্গা, চ্যাংমারি, রাজডাঙ্গা ও ক্রান্তি- এই ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত হয়েছে ক্রান্তি ব্লক। এই ব্লকের পার্শ্ববর্তী মালবাজার ও ময়নাগুড়ি ব্লকে দমকলকেন্দ্র থাকলেও ক্রান্তিতে আলাদা দমকলকেন্দ্র নেই। দমকলকেন্দ্র না থাকায় এই এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। ক্রান্তি ব্লকের মৌলানির বাসিন্দা মোকসেদুল আলমের কথায়, 'ব্লকে কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে হয় ৩৫ কিমি দূরের ময়নাগুড়ি অথবা ৪০ কিমি দূরের মালবাজার থেকে দমকলের ইঞ্জিনকে আসতে হয়। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে যায়।' গত কয়েক মাসে ক্রান্তি ব্লকে বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মৌলানির বাসিন্দা বাপ্পা সাহার কথায়, 'গত বছর মৌলানি বাজারে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ব্লকে আলাদা দমকলকেন্দ্র থাকলে হয়তো আরও আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হত।'

ক্রান্তি পর্যটন নির্ভর ব্লক। ব্লকের লাটাগুড়িতে প্রায় শতাধিক রিসর্ট রয়েছে। স্থানীয় রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'অবিলম্বে ক্রান্তি ব্লকে দমকলকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসন।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের বক্তব্য, 'ক্রান্তি মোড়ে পূর্ত দপ্তরের কয়েক বিঘা জায়গা রয়েছে। সেখানেই দমকলকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব ব্লক প্রশাসন থেকে পাঠানো হচ্ছে।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'জমির কাগজ খতিয়ে দেখার জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে।' জেলা শাসক শামা পারভিনের আশ্বাস, 'ব্লক থেকে প্রস্তাব মিললেই সেই প্রস্তাব রাজ্য স্তরে পাঠানো হবে।'

খেসারত

ক্রান্তি, ২১ এপ্রিল : বিজেপির টিকিটে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী কামনাবালা বিশ্বাস রবিবার পদ্মের সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তবে দলবদলের ঠিক একদিন পর স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। সোমবার তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমান বিক্ষুব্ধরা। বিপদের আগাম আভাস পেয়ে কামনাবালা আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিক বলেন, 'মানুষের বিশ্বাস নিয়ে উনি ছিনিমিনি খেলেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ত্যাগ করে তিনি অন্য দলে যোগ দিলেই পারেন। পদ ধরে রাখলে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে তো পড়তেই হবে।' কামনাবালার সাফাই, 'উন্নয়নমূলক কাজে শামিল হতেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।'

চামুর্চি হাটে শেড নির্মাণে বরাদ্দ ২ কোটি

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ২১ এপ্রিল : ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা শতাব্দীপ্রাচীন চামুর্চি হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ওই টাকায় হাটের শেড নির্মাণ করার কথা। চার বছর আগে ঝড়ে ১২০ বছরের পুরোনো হাটটির শেডের একাংশ ভেঙে পড়েছিল। ফলে ব্যবসায়ীরা বসার জায়গা ঠিকমতো পেতেন না। রোদে-বৃষ্টিতে বসতে হত খোলা আকাশের নীচে।

হাটটির পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের দাবি অনেক দিনের। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। বরাদ্দ টাকায় শেড নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কাজ খুব শীঘ্র শুরু হওয়ার কথা। নির্মিত হবে আলাদা আলাদা ১০টি শেড। মোট ২০টি স্টলের ব্যবস্থা থাকবে। মাছ বিক্রেতাদের জন্য তৈরি হবে আলাদা শেড। চামুর্চি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক খোকন সাহা বলেন, 'আন্তর্জাতিক মানের হাট হিসাবে গড়ে তুলতে গুরুত্ব দিয়ে নজর দিক প্রশাসন। পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সন্দীপ ছেত্রীর কথায়, 'পুনর্নির্মিত হলে হাটটির পুরোনো ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার হবে। বিকশিত হবে স্থানীয় অর্থনীতি।' এই হাটে অতীতে ভুটান থেকেও ক্রেতা-বিক্রেতারা আসতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সার্বিকভাবেই চামুর্চি হাটে ব্যবসায়ীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কম।

> পুনর্নির্মিত হলে হাটটির পুরোনো ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার হবে। বিকশিত হবে স্থানীয় অর্থনীতি।
>
> **সন্দীপ ছেত্রী,** *উপপ্রধান চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েত*

ব্যবসায়ীরা এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা আশা করছেন, পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা হলে চামুর্চি হাটে আগের মতো ভুটানিরা আসবেন। ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় বাড়বে। বানারহাট ব্লকের শেষপ্রান্তে ভুটান সীমান্ত ঘেঁষে চামুর্চি হাটের অবস্থান। যে কারণে লাগোয়া ভুটানের সামসী জেলা থেকে অনেকে আসতেন এই হাটে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে এই হাটে ভুটানিদের বেশি দেখা পাওয়া যেত।

একসময়ে এই হাটে ভুটান থেকে কমলালেবু আনা হত। তারপর এখান থেকে ভারতের নানা প্রান্তে যেত। অন্য দেশেও রপ্তানি হত সেই কমলালেবু। সেসব এখন ইতিহাস। ফলে ব্যবসা মন্দা অনেকদিন ধরে। এখন হাটে আসেন বড়জোর ৬০-৭০ জন ব্যবসায়ী। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্র বিশ্বকর্মার আশা, 'শেড নির্মিত হলে ব্যবসায়ীরা ফের হাটে আসবেন। এতে ফের হাটের ঐতিহ্য ফিরবে।' স্থানীয় বাসিন্দা সীতারাম ঠাকুরের স্বপ্ন, 'শতাব্দীপ্রাচীন চামুর্চি হাট আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠবে।'

নাগেশ্বরীতে বিজেপির গেট মিটিং

মেটেলি, ২১ এপ্রিল : চা বাগান শ্রমিকদের একাধিক দাবি সহ বাগানের ক্রেশের কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে অনিয়মের অভিযোগ তুলে গেট মিটিং করল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। মেটেলি ব্লকে সোমবার সকালে সংগঠনের তরফে নাগেশ্বরী চা বাগানের ফ্যাক্টরির গেটের সামনে গেট মিটিং করা হয়। ঘণ্টাখানেক এই কর্মসূচি পালন করার পরে অবশ্য শ্রমিকরা ফের কাজে যোগদান করেন। এদিন সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পিএফের টাকা ঠিকমতো জমা করছে না। শ্রমিকরা সময়মতো গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছেন না। তাঁদের অন্যান্য সুযোগসুবিধাও দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়াও নাগেশ্বরী চা বাগানের ক্রেশে কর্মী নিয়োগের বিরোধিতা করায় বাগানের নয়জনের নামে মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বিটিডব্লিউইউ-এর নাগেশ্বরী চা বাগানের শাখা কমিটির সভাপতি লক্ষ্মণ ভূমিজ বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটির টাকা ঠিকমতো দেয় না। বাগানের ক্রেশের কর্মী নিয়োগের অনিয়মের বিরোধিতা করায় আমাদের নয়জনের নামে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা বাগানে লাগাতার আন্দোলন করব।' এদিনের গেট মিটিংয়ে বিটিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গণেশ চিকবড়াইক, বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডল সভাপতি অমিত ছেত্রী, অ্যানি ওরাওঁ সহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

কর্মবিরতি প্রত্যাহার

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : হঠাৎ মেটেলির সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা রবিবার সাময়িক কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছিলেন। সোমবার অবশ্য সমস্যা মিটে যাওয়ায় বাগানে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়। বাগানের কর্ণধার ঋত্বিক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'ম্যানেজার বাগানের গাড়িতে ফ্যাক্টরি থেকে তাঁর বাংলোর দিকে যাওয়ার সময় শ্রমিক নন-এমন একজনের গাড়ি বিপরীত দিক থেকে ধাক্কা মারে।' পুলিশ বাগানের গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। এরপর ইউনিয়নগুলি কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি দেয়। তবে ভবিষ্যতে আর এরকম হবে না বলে আশ্বাস মেলায় সোমবার ইউনিয়নগুলি কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে। মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার বলেন, সামসিং থেকে হঠাৎ কর্মবিরতির খবর এসেছিল। কিন্তু এখন আর সমস্যা নেই।

কলেজে সিআইআই

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সোমবার দেখা করলেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরা। জেলা শাসকের অফিসে শামা পারভিনের উপস্থিতিতে শিল্প বিষয়ক জেলা মনিটরিং কমিটির বৈঠকের পর সিআইআই-এর প্রতিনিধিদলটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যায়। খুব শীঘ্র কলেজের সঙ্গে সিআইআই 'মউ' স্বাক্ষর করতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই চুক্তি। সিআইআই-এর কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য কিশোর মারোদিয়া জানান, ওই প্রশিক্ষণে প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহায়তা করবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ফালাকাটায় ২৪ ঘণ্টায় ৪ নাবালিকা উদ্ধার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ এপ্রিল : প্রেমের টানে ফালাকাটার এক গ্রাম থেকে পালিয়ে সোজা হায়দরাবাদে চলে গিয়েছিল এক নাবালিকা। কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করেনি তার জন্য কী উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রেমিক। অবশেষে ফালাকাটা পুলিশের চেষ্টায় অন্য জায়গায় পাচারের আগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। আরেক নাবালিকা প্রেমিকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল কলকাতার একটি অন্ধগলিতে। প্রেমের টানে ঘরছাড়া এমন চারজন নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন এক বিবাহিতাও। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে সোমবার হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পরিবারের অভিভাবকরা।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া সহ নানা কারণে প্রেমে পড়েই নাবালিকাদের পালানোর ঘটনা ঘটছে। বিবাহিত মহিলারাও পালাচ্ছেন। সোমবার এমন ৫ জনকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। এইসব ঘটনা যাতে কমে তার জন্য স্কুল, কলেজ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও সচেতনতা শিবির শুরু করব।'

ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গত এপ্রিল মাসের ৮, ১০ এবং ১৮ তারিখ চার নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। গত সপ্তাহে এক মহিলা তার দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ জমা পড়ে। গত এপ্রিল মাসেই থানায় নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার, মহিলা পালিয়ে যাওয়ার প্রায় ১২ থেকে ১৫টি অভিযোগ জমা পড়ে।

ফালাকাটা থানার পুলিশ এইসব মামলার তদন্তে নেমে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেয়। নাবালিকা সহ মহিলাদের ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ। আর এতেই মেলে সাফল্য। একজন নাবালিকাকে হায়দরাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। একজনকে কলকাতা এবং বাকিদের কাউকে কোচবিহার, কাউকে জলপাইগুড়ি এবং ২ জনকে ফালাকাটার গোপন জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ নাবালিকা এবং দুই সন্তান সহ এক মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের স্পেশাল কোর্টে তুলে হোমে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ছবি - প্রতীকি

ফালাকাটা থানা সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১৫৫টি নিখোঁজের ডায়েরি হয়েছে থানায়। এর মধ্যে স্কুল-কলেজ ছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে অন্তত ৬৩ জন। বাকি ৯২ জন বিবাহিত মহিলা। এই নাবালিকা এবং কলেজ ছাত্রীরা বেশিরভাগ প্রেমের কারণে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রেমে পড়ে পালিয়ে যাওয়া নাবালিকার সংখ্যাই বেশি। অনেককেই ফুসলিয়ে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। যে সব মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন তার পিছনে আবার পরকীয়াই মূল কারণ। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, মহিলারা পালানোর সময় অনেকেই স্বামীর ঘরের গয়না, টাকাপয়সাও নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ সন্তান নিয়ে গেলেও বেশিরভাগ সন্তান রেখেই চলে যাচ্ছেন।

ফালাকাটার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'নাবালিকাদের প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র পাচার, বাল্যবিবাহ, নারী নিগ্রহ রুখতে আমরা লাগাতার প্রচার করছি। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্কুলগুলিকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুপ্রিম বসু বলেন, 'দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলে তবেই অন্য একটি সম্পর্কের খোঁজ করেন মহিলারা। আবার দীর্ঘদিন একই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকতে থাকতেও একঘেয়েমি চলে আসে। সেক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষ উভয়ই নতুন অনুভূতির খোঁজে পরকীয়ায় জড়ান। তবে পরকীয়ার এখন অন্যতম কারণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই সম্পর্কগুলি অবশ্য বেশিদিন টেকে না। এইসব ক্ষেত্রে উভয়ের কাউন্সেলিং করিয়ে স্বাভাবিক পথে আনা সম্ভব।'

স্ত্রীর বিয়ে

১১ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন নদিয়ার সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর মন রাখতে স্বামীর এই কাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কী কারণে আগুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খুন

নেতাজিনগরে অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন মৃতার স্বামী। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখার নির্দেশ আদালতের।

রহস্যমৃত্যু

খড়্গপুর আইআইটিতে ফের রহস্যমৃত্যু পড়ুয়ার। মহারাষ্ট্রের ওই তরুণ চতুর্থ বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নেভাল আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়া ছিলেন। নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ যাবে ২৩ জেলায়

শালবনির বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৫ হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

শালবনি, ২১ এপ্রিল : আগামী দিনে রাজ্যে আর বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি থাকবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। এখানে ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। সোমবার শালবনিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে এসে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন এখানে ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট হচ্ছে। আগামী দিনে আরও দুটি ইউনিট এখানে তৈরি করা হবে।' বাম আমলকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে বলা হত লোডশেডিংয়ের সরকার আর নেই দরকার। আগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাই লোডশেডিং থাকত। এখন আর কোনও লোডশেডিং হয় না। বিদ্যুৎব্যবস্থার এই উন্নতি করতে আমাদের সরকার ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। ৭৫০টি সাবস্টেশন তৈরি করেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিন্দালগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল, জিন্দাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সংগীতা জিন্দাল, সজ্জনের ছেলে পার্থ জিন্দাল, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব), মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া প্রমুখ। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'শালবনিতে ফিরে আসাটা সবসময়ই আমাদের কাছে খুবই আনন্দের। আমি ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। আবার ১০ বছর পরে এলাম। গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী লাখে একটা পাওয়া যায়। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি আর বাংলার প্রতি বিশ্বাস আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতে এবং আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছে।' এদিনই শালবনিতে ২ হাজার একর জমির ওপর একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেরও শিলান্যাস করা হয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে শালবনীতে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন সজ্জন জিন্দাল এবং অরূপ বিশ্বাসও।

এদিন বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলছেন এই রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি, তাঁদের বলব আপনারা এসে দেখে যান। আমাদের গত সাতটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটির লগ্নির প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ মি, ইউ ক্যান নট ইগনোর মি।' ঘাটালের সাংসদ দেব বলেন, 'রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। আমরা সবাইকে বলব আপনারা আসুন। নিজেরা দেখে যান।' সৌরভ তাঁর ভাষণে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। আমরা মনে করি, আরও বেশি মানুষ এই রাজ্যে আসবেন। এখানে আরও বেশি বিনিয়োগ করুন।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে যে দাবি করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। শালবনিতে জিন্দালদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সজ্জন জিন্দালকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জিন্দালদের বৈঠকে সৌরভ।

লগ্নির আশ্বাস না দিলেও সৌরভকে নিয়ে আশা

শালবনি, ২১ এপ্রিল : শিল্পজগতে তাঁর প্রবেশ নিয়ে বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। স্পেনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক বা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি এবং এই রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে তাঁর আভাস দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হয়তো সৌরভকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। কিন্তু বিনিয়োগ নিয়ে কোনও কথা বললেন না ঠিকই, তবে সজ্জন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া এবং সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দালকে যেভাবে তিনি নানা বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তাতে অনেকেরই ধারণা, সৌরভ হয়তো খুব দ্রুত নতুন ভূমিকায় আসতে পারেন।

সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌরভ যে আসবেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এদিন সড়কপথে কলকাতা থেকে শালবনিতে পৌঁছে যান সৌরভ। তারপর মঞ্চের পিছনের হ্যাঙারে সজ্জন জিন্দাল ও তাঁর ছেলে পার্থ জিন্দালের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। বেলা দেড়টার কিছু পরেই হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে শালবনি পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সজ্জন জিন্দালদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর মঞ্চে এসে পার্থ জিন্দালের পাশেই বসেন সৌরভ। খুব চাপা স্বরে তাঁদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন সংগীতা জিন্দালও। সৌরভের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয়েছে, তিনি কোনও পরামর্শ দিচ্ছিলেন পার্থকে। পার্থ এবং সংগীতা জিন্দাল দু-জনেই সৌরভের ওই পরামর্শকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন মুখ্যমন্ত্রী সহ সকলেই নেমে যাচ্ছেন, তখন সজ্জন জিন্দালের সঙ্গেও সৌরভকে কোনও বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তাই এদিন সৌরভের উপস্থিতি সকলেরই নজর কেড়েছে।

শিল্পী মণীন্দ্রর পাশে শুভেন্দু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : চাকরি চুরি নিয়ে গান লেখার জন্য প্রশাসনের কোপে পড়েছেন কোচবিহারের মাথাভাঙার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন। অভিযোগ, সমাজমাধ্যম থেকে তাঁর এই গান না মুছে ফেলার জন্য কোচবিহারের এসপি ও মাথাভাঙার আইসি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন। এই ঘটনায় মণীন্দ্রকে শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তাঁকে আইনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু।

সোমবার বিধানসভার বাইরে মণীন্দ্রকে পাশে নিয়ে কোচবিহারের পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কোচবিহারের এসপিকে চ্যালেঞ্জ করছি, মাথাভাঙার আইসিকে সতর্ক করে বলছি, ক্ষমতা থাকলে একবার ওঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে দেখান। প্রকাশ্যেই জানাচ্ছি, মণীন্দ্র আমার কাছে আছেন, থাকবেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে দেখান।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতার পুলিশ চারবার মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছে। সমাজমাধ্যম থেকে ওই গান না সরিয়ে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে ধমক দিচ্ছে। তাঁরা বিষয়টার দিকে নজর রেখেছেন। যেহেতু এখনও পুলিশ প্রশাসনের থেকে মণীন্দ্রকে কোনও আইনি নোটিশ বা এফআইআর দায়ের করা হয়নি, তাই তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তেমন কিছু হলে কোচবিহারের এসপি এবং মাথাভাঙার আইসি'র বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফের অস্বস্তিতে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ফের অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর হস্তাক্ষর পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করল ইডি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বলে দাবি ইডি'র। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই চিঠিতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের হিসেব লেখা হয়েছিল। এই সূত্রে এবার তদন্তের স্বার্থে চিঠির লেখার সঙ্গে তাঁর হস্তাক্ষর মিলিয়ে নিতে চাইছে ইডি। আদালতের সম্মতির পরই জ্যোতিপ্রিয়র হস্তাক্ষরের নমুনা ও স্বাক্ষর সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে আদালতের এই সম্মতির পর তাঁর চাপ আরও বাড়তে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তালিকায় 'না' পর্ষদের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকদের এসএসসি ভবন অভিযানের ওপর নজর ছিল সবার। তবে একই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বিকাল সাড়ে ৪টেয় বৈঠক ছিল চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের।

পর্ষদ সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও বের করা হল না যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা। শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আইনি সুরক্ষা চাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

সোমবার দীর্ঘ বৈঠকের পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষাকর্মীদের জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা এখন প্রকাশ করা যাবে না। এই অবস্থায় 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে করুণাময়ী মোড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে অবরোধ শুরু হয়।

এবার বিদ্ধ প্রাক্তন সাংসদ

ফের যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ব্রিগেডে জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই দলীয় নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়েছে সিপিএম। সিপিএমের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে এর আগেও যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এবার দলীয় নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠল আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ওই সিপিএম নেত্রী মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে এই মুহূর্তে বিষয়টি দলের রাজ্য কমিটির অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই রিপোর্ট এলে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে লবির অভিযোগ করেছেন অভিযুক্ত বংশগোপাল।

অভিযোগ যে হয়েছে, মানছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি জানান, বিষয়টি এখন দলের ইন্টারন্যাল কমপ্লেন কমিটির বিবেচনায় আছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের ফাঁকে সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষোয় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। এতে দলের বিড়ম্বনা বাড়ছে, স্বীকার করছেন অনেকেই।

ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের সময় বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে ব্রিগেডের পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে সমাজমাধ্যমে বংশগোপাল চৌধুরী ও ওই সিপিএম নেত্রীর কথোপকথনের চ্যাট প্রকাশ্যে আসে। সমাজমাধ্যমে স্ক্রিন শট, অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সিপিএম নেত্রীর বক্তব্য, তিনি দলের একজন বড় নেতা হিসেবে বংশগোপালকে শ্রদ্ধা করতেন। একসময় সাংগঠনিক বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা বলে পরে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কু-বার্তা পাঠানো শুরু করেন সিপিএম নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা চরম সীমায় পৌঁছোয়। নভেম্বর মাসে তিনি জেলা সিপিএমে অভিযোগও করেছিলেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বংশগোপাল। তাঁর দাবি, এর নেপথ্যে লবি কাজ করছে। তাঁর দলের বা বাইরের কেউ সেই লবিতে কাজ করে তাঁকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন। ওই সিপিএম নেত্রী তাঁর থেকে সুযোগসুবিধা চেয়েছিলেন। তা না দিতে পারায় কুৎসা রটানো হচ্ছে। এর আগেও সিপিএমের একাধিক তরুণ নেতা সহ অনেকের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

দায়িত্ব বাড়ল মীনাক্ষীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও জায়গা পেলেন সিপিএমের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ১৫ জন সদস্যের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই নতুন দুজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনের তালিকায় রয়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ হোসেন। ফলে দলে তাঁর আরও দায়িত্ব বাড়ল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেডের মঞ্চে তরুণ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মীনাক্ষীর বক্তব্য রাখা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে না থাকায় দলের অন্দরেই সমালোচনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের পরের দিনই তাঁকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান দিল সিপিএম। এর ফলে দলের বৃদ্ধতন্ত্রের ভাবমূর্তি ও মীনাক্ষীর গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে আলিমুদ্দিন।

তিন মামলায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্যের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মামলা নিয়ে এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্য সরকারের। যা শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে চরম কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অন্ধকার ভবিষ্যতের আলোর কোনও ঠিকানা সোমবার পর্যন্ত খুঁজে পায়নি রাজ্য সরকার। তারই মধ্যে আবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজ্যকে আগামী সপ্তাহেই। মামলার শুনানি হওয়ার কথা ২৮ এপ্রিল সোমবার।

এখানেই শেষ নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা। প্রায় দু-বছর ধরে চলা এই মামলা নিয়ে এতদিন কম টানাপোড়েন হয়নি আদালত ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে সরকারের আর্জি খারিজ হওয়ার পর মূল মামলার শুনানি নিঃসন্দেহে নবান্ন প্রশাসনের প্রেসার বাড়াচ্ছে। এই তিন মামলার ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের চিন্তার জটকে আরও জটিলতর অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেই সোমবার নবান্ন প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ অন্দরমহলের খবর। তিন মামলাকে নিয়েই এই মুহূর্তে কৌতূহল চরমে উঠেছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ওপর রিভিউ পিটিশনে যাওয়া নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এরই মাঝে আগামী সোমবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি এসে পড়ায় কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। ৭ এপ্রিল মামলার শুনানি থাকলেও বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে যাওয়ায় মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়। আবার ২৮ এপ্রিল মামলার শুনানি ধার্য করেছে কলকাতা হাইকোর্টে।

তার মাঝেই আবার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রাজ্য সরকারের চিন্তায় জট পাকাচ্ছে। প্রায় দু-বছর ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার উঠতে পারে শুনানিতে।

অধ্যাপকের প্রয়াণ

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এনআইটি) সিনিয়ার অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক শেষপর্যন্ত মারা গেলেন। ১৫ এপ্রিল এনআইটিতে থার্মিট ওয়েল্ডিং নিয়ে গবেষণার সময় বিস্ফোরণে তিনি ঝলসে গিয়েছিলেন। বি-টেক ফাইনাল ইয়ার পড়ুয়া আকাশ মাঝিও জখম হন। তাঁদের প্রথমে এনআইটির নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাঁকে এয়ার-অ্যাম্বুল্যান্সে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়।

বেআইনি নির্মাণে ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় চলা হোমস্টে গুলি বন্ধ করতে রাজ্যকে দায়িত্ব সহকারে পদক্ষেপ করতে বললেন বিচারপতি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, সংরক্ষিত অঞ্চলের কোর এলাকা ছাড়াও বনাঞ্চলে ইকোসেনসিটিভ জোনে বেআইনি নির্মাণ চলছে।

হোমস্টের আদলে হোটেল চলছে। এর ফলে প্রাকৃতিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি হোটেলগুলি বন্ধ করলেও বেসরকারি হোটেলগুলি এখনও চলছে। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এলাকাগুলিতে যান। পরিদর্শন করুন। পদক্ষেপ করুন। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় হোমস্টে চলবে এটা হতে পারে না। রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে এগুলি বন্ধ করতে হবে।' তবে এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় ২৮ এপ্রিল।

গরম থেকে বাঁচতে নিজের পোষা কাকাতুয়াকে স্নান করাচ্ছেন এক মহিলা। উত্তর কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শারীরিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও উদ্বেগ কাটেনি। সোমবার সকালে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন রাজ্যপাল। তারপরই তাঁর ইসিজি করা হয় এবং তাঁকে আলিপুরের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলা সফরে যাওয়ার আগে অসুস্থ রাজ্যপালকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যপালকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপালকে দেখতে এসেছিলাম। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দেখে এলাম।' বিকেলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখে আসেন। এদিকে রাজভবনের ওএসডির থেকে রাজ্যপালের খবরাখবর নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দু তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। তবে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

নয়া ইনিংসেও আগের অবস্থানে অনড় দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎই দাম্পত্য জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন ষাটোর্ধ্ব দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি তবু তাঁর আগের সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছেন এখনও। পার্টি দায়িত্ব না দিলে তিনি আর রাজনীতিতেই থাকবেন না। জনসেবা আর চাষবাস নিয়েই থাকবেন। 'চাষার ব্যাটা' বলে আগেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করেছেন গ্রাম বাংলায় তাঁর জেলায়। পার্টিতে কাজের দায়িত্ব না থাকলে সেখানেই বেশি সময় দেবেন। সোমবার দিলীপ ঘোষই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে একান্তে জানালেন তাঁর মনের কথা। বললেন, 'রাজনীতিই করতে হবে এমন মাথার দিব্যি তো দিইনি। সমাজে কাজ করার তো অনেক কিছু আছে। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করব। পার্টি দায়িত্ব না দিলে অন্য কিছু তো করবই। এর থেকে কেউ তো আমায় আটকাতে পারবে না।'

একসময় বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ দলের কোনও পদে না থেকেও সোমবার পর্যন্ত পার্টির কাজে প্রকাশ্যে সক্রিয় আছেন। নতুন দাম্পত্য জীবনকে পাশে রেখেই নিয়মিত পার্টির মিটিং-মিছিল করছেন। তবে তাঁর পূর্বস্থানে অটল থেকেই। অবস্থান তিনি বদল করবেন না কিছুতেই। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। খুব সম্ভবত আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রাজনীতিক দিলীপ কি আবার পরোক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন? এই প্রশ্নে অবশ্য 'ঠোঁটকাটা' বলে পরিচিত দিলীপ একগাল হেসে জানালেন, 'আমি কোন রাখঢাক করে কিছু বলি না। আগেও যা বলেছি এখনও তো সেটাই বলছি। মনের কথা বলতে পারব না। কাজ না করতে পারলে পার্টির কাজে থাকা কেন? আমি তো পার্টির কাজে পরীক্ষিত। সুযোগ দিয়েছিল পার্টি। যতটা করার করেছি। রাজ্য বিজেপি সভাপতির দৌড়ে আমি প্রতিযোগী নই। ওটা তো সেরে এসেছি। পার্টি ভালোভাবেই তা জানে। পার্টি আবার কাজের দায়িত্ব দিলে করব। এই নিয়ে কোনও চাপ সৃষ্টি করার মতো মানসিকতা আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া আমাদের দলটা আর পাঁচটা দলের মতো নয়। যা করার তা সব খতিয়ে দেখে সময়মতোই তা করে।'

শুভদৃষ্টির সময় দিলীপ ঘোষ। - ফাইল চিত্র

সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, আছে ও থাকবে। এই নিয়ে দিলীপ বলেন, 'সংঘের প্রচারক হিসাবে তিনি আর নেই। তবে আরএসএসের সৈনিক হিসাবে তিনি কাজ করে যাবেন। তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের ইনিংস শুরুর পর সংঘের শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই টেলিফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতদিনের সম্পর্ক, এটাই তো স্বাভাবিক। সংঘপ্রচারক থেকে সংঘই আমায় রাজনীতিতে আনে। তাঁদের কথাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। জিতেছি আবার সর্বশেষ লোকসভা ভোটে তাঁদের কথায় দাঁড়িয়ে হেরেওছি। সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না!'!

সহধর্মিণী রিঙ্কু মজুমদার (বর্তমানে ঘোষ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ সটান বলে দিলেন, 'ভালোই আছে। পার্টির কাজের ব্যাপারে ও আগে যেমন ছিল এখনও আছে। একটু-আধটু রাজনীতি নিয়ে কথা হয় না বললে ভুল হবে। হয়তো বটেই।' তবে তাঁর ব্যস্ততার জীবনে নতুন সহধর্মিণী আসায় নিজের ৮৩ বছরের বৃদ্ধা মায়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে দিলীপ, তাঁর কথাবার্তাতেই তা প্রায় স্পষ্ট।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ বৈশাখ ১৪৩২

ব্রিগেডের সার কথা

ব্যাক টু বেসিক যেন। মূলে ফিরতে মরিয়া সিপিএম। প্রান্তিক মানুষের সংগঠন, আন্দোলনে তাই নতুন করে নজরের বার্তা ব্রিগেডে। ঘুরে দাঁড়াতে মুখ বদলের পরীক্ষানিরীক্ষাও। সাধারণত মঞ্চ আলো করে থাকা নেতারা ব্রিগেডে রইলেন দূরে। ধবধবে সাদা ধুতি বা পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা লাল পাড়-সাদা শাড়ির বদলে ব্রিগেডে উত্তাপ ছড়াল লাল শাড়ির বন্যা টুডুর সৌজন্যে। বন্যা যেন সিপিএমের মূলে ফেরার প্রতীক।

শুধু বন্যা নন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হল। কেতাদুরস্ত, ধোপদুরস্ত, শহুরে পরিশীলিত উচ্চারণের বদলে মেঠো ভাষা, মেঠো ভঙ্গিমা গুরুত্ব পেল বেশি। মঞ্চে বসে থাকা নেতাদের বাইরে দর্শকাসনে ও মিছিলে পা মেলানো মানুষের অধিকাংশের গায়েগতরে খাটার ছাপ। তৃণমূল, বিজেপির দ্বিমেরুর আঁচ কাটিয়ে কিছু লোক যে গ্রামেগঞ্জে, শহরের বস্তিতে থেকে গিয়েছেন, সিপিএমের ব্রিগেড যেন তারই প্রদর্শনী। দলের বহু দূরের অতীতের প্রতিচ্ছবি যেন।

সেকালে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের পাশাপাশি সিপিএম রাজনীতির ভাষ্য ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল কিংবা উত্তর দিনাজপুরের বাচ্চা মুন্সি। ২০১১-তে ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএমে ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির রাজত্ব শুরু হওয়ার পর 'বাম থেকে রাম'-এর নতুন প্রবণতা বাস্তব হয়ে ওঠে। যার অভিঘাতে সংসদীয় রাজনীতিতে তীব্র ধাক্কা লাগে সিপিএমে। কেরল বাদে সেই রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে দলটি।

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আন্দোলনের কৌশল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট, কিছুদিন আইএসএফের সঙ্গে সখ্য ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা সিপিএমকে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হলেও একদা দলের দাপুটে নেতা সম্প্রতি প্রয়াত আবদুল রেজ্জাক মোল্লার 'কালো চুলের তাজা ছেলে'-র ফর্মুলা মেনে যুব সংগঠনকে সামনে রেখেও সিপিএম চেষ্টা কম করেনি। সেই চেষ্টায় সামনে উঠে এসেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দলের খরা কাটেনি।

ছাত্র-যুবর ভিড় আগের চাইতে বাড়লেও ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। নতুন তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ-ক্ষোভ উগরে দিলেও গ্রাম, শহরে অতীতের ভোটব্যাংক নিম্নবিত্তদের সমর্থন ফেরাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে গিয়ে সংগঠন, আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে তরুণ বাহিনী টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। অধুনা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোয় মুখ বদল হলেও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কোনও লক্ষণ এখনও দৃশ্যমান নয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক, খেতমজুর, বস্তিবাসী, শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক মানুষকে সামনে রেখে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত ঘটল ব্রিগেডে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে যুগপৎ তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে শপথ-গর্জন শোনা গেল বটে সেখানে, কিন্তু তাতে ভোট রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পাওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হল না। লক্ষ্য ঘোষণা করলেই হয় না, লক্ষ্যপূরণ কোন পথে, সেই দিশাটা স্পষ্ট করা দরকার। ব্রিগেডের খামতি সেখানেই।

খেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী, নিজে খেতমজুর বন্যা কিন্তু সঠিক জায়গাটার দিকে আলো ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ভোটের রাজনীতি আর মাঠের লড়াই আলাদা। মাঠের আন্দোলন না করে ভোটমুখিনতায় অগ্রাধিকার যে সোনার পাথরবাটি- সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন হুগলির গুড়াপের সাধারণ ঘরের, সাধারণ চেহারার মহিলাটি। ব্রিগেড কিন্তু কোন পথে সেই মাঠের লড়াই, তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

ভিড় যতই বেশি হোক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের নেতাদের মতো এই প্রজন্ম যদি প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না পারে, তবে এই নতুন পরীক্ষাও সিপিএমের ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্রিগেডের দু'দিন পর ঘটনাচক্রে আজ লেনিনের জন্মদিন। দিশাহীনতার পাঁক সিপিএমকে এখনও ছাড়েনি। নিছক ভোটচক্রের কলুষ গায়ে থাকলে 'পথে এবার নামো সাথী' গানের ভাষা হয়েই থেকে যাবে। বন্যার ডাক নিষ্ফল হবে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

নমোর বানপ্রস্থ যাত্রার সম্ভাবনা এবং

নরেন্দ্র মোদির ৭৫ হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বিজেপিতে। প্রশ্ন, তাঁর জন্য কি নিয়ম পালটাবে আরএসএস?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বছর চারেক আগে বাংলারই প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ মজার ছলে বলেছিলেন, 'সাহেব সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন, সেদিন কোনও কাগজেই তাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি, তাহলে উতলা হয়ে ওঠেন।'

এই 'সাহেব' যে কে বিজেপি মহলে সবাই জানেন। কথাটি মজার ছলে যিনি বলেছিলেন, তাঁর কপালে আর রাজ্যসভার শিকেটি ছেঁড়েনি।

মজার বিষয়, বিজেপির 'সাহেব' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির ভবিষ্যৎ নিয়েও এখন চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি কি ২০২৯ অবধি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, নাকি এই বছরই তাঁকে বানপ্রস্থে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করছেন মোহন ভাগবত? নাকি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন সংবিধান পালটে। অনেক ক্ষমতা নিয়ে। বিজেপির অন্দরে, দিল্লির রাজনৈতিক মজলিশে চর্চা এখন এ নিয়েই। তার আগে আর একবার ফিরে যাই ওই সাংসদের বলা কথাটির খেই ধরে।

এটা অনস্বীকার্য যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি বা অতীতে বিজেপির তারকা নেতারা যা পারেননি বা যা করেননি, সেই কাজটি মোদি অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কাজটি কী? কাজটি এই যে, সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে নিজের এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যাতে মনে হয় মোদি ব্যতীত বিজেপি বৃথা। সংগঠনের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা বাজপেয়ী-আদবানি বা সংঘ পরিবারের অন্য কেউ করেননি, সেই কাজটি সংঘের শতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র মোদি করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন।

যিনি নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এত তৎপর, এত কুশলী, এটাই স্বাভাবিক যে প্রচারের আলোর বাইরে তিনি কখনও ছিটকে যেতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন না আদবানির মতো মার্গদর্শকের তকমা নিয়ে অন্তরালে চলে গিয়ে নিভৃত জীবনযাপন করতে। বরং তিনি চাইবেন প্রচারের আলোয় জীবনটা অতিবাহিত করতে। আর তা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বড়ই দরকার।

সংঘ পরিবারে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম রয়েছে। পঁচাত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলে প্রশাসন অথবা দলীয় পদে আসীন থাকা চলবে না। পদটি ছাড়তে হবে। আদবানির মনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা থাকলেও, শুধুমাত্র সংঘের এই একটি নিয়মের কারণে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির অন্তরালে চলে যেতে হয়েছিল। সংঘের এই একটি নিয়মের দোহাই পেড়ে মোদি-শা'রা তাঁকে সাড়ম্বরে বিদায় জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে মোদি পঁচাত্তর পূর্ণ করছেন। এখন তাঁকেও আদবানির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় কি না তা দেখার জন্য বিজেপির অন্দরে নীতিন গড়করিরা অপেক্ষায়।

গুঞ্জনটা বেড়েছে সম্প্রতি মোদির নাগপুর সফর এবং সেই সফরে সরসংঘচালক ভাগবতের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত এগারো বছরে এই প্রথম মোদি নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পেরেছেন। সেখানে সংঘের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাগবতের সঙ্গে একান্তে বৈঠক সেরেছেন। এগারো বছরে যিনি সময় পেলেন না, হঠাৎ এই বছরই তাঁকে নাগপুরে কেন সংঘের সদর দপ্তরে ছুটে গিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, তা নিয়ে সব মহলের কৌতূহল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে বৈঠক নিয়ে না মোদি, না ভাগবত, কেউই মুখ খোলেননি।

কেউ মুখ না খুললেও ছিটকে ছাটকে বিজেপি এবং সংঘের অন্দরমহল থেকে কিছু খবর বাইরে আসছেই। যেটুকু খবর বাইরে এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটি বিষয় নিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে মোদির একান্ত আলোচনা হয়েছে। প্রথমটি বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি...।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে এবার সভাপতির পদ ছাড়তেই হবে। সংঘ পরিবার সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে আরএসএসের সবুজ সংকেতের ওপর। আর গোলটা সেখানেই বেধেছে।

মোদি-শা চান নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা।

মোদি-শা চাইছেন নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা। এই ধোঁয়াশার ভিতর একটি রফাসূত্রের ইঙ্গিত কেউ কেউ দিচ্ছেন। কী সেটি? শেষপর্যন্ত হয়তো সংঘের মনোনীত ব্যক্তিকেই সভাপতি পদে মেনে নেবেন মোদি-শা। পরিবর্তে সংঘও মোদি-শা'র একটি অনুরোধ মেনে নেবে। কী সেই অনুরোধ? ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ২০২৯ সাল পর্যন্ত মোদিকেই প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেবে সংঘ।

কিন্তু এ নিয়েও নানা তর্কবিতর্ক, নানা সন্দেহ সংশয়। ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বলছেন, মোদি-শা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই প্রস্তাবটি সংঘের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সংঘ যে এই প্রস্তাবটি মেনে নেবে সে ইঙ্গিত এখনও দেয়নি। মোদি-শা'র ঘনিষ্ঠ মহলের যুক্তি, এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে মোদির মোকাবিলা করার মতো ব্যক্তিত্ব বিরোধী দলগুলির ভিতরে নেই। ভোটদাতাদের ভিতর মোদির যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা বিজেপির অন্য নেতার নেই। কাজেই ২০২৯ পর্যন্ত মোদি প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকলে চতুর্থবার বিজেপির জিতে ক্ষমতায় আসা অনেক সুগম হবে। এই সময়কালের ভিতর মোদির বিকল্প হিসেবেও কাউকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। সেপ্টেম্বরে মোদিকে বিদায় নিতে হলে এত অল্প সময়ে বিকল্প নেতাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সেটি ভালো না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজবে কি না, সে নিয়ে কেউই নিশ্চিত নন। মোদি যেমন সাফল্যের সঙ্গে সংগঠনকে ছাপিয়ে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, সেটি তাঁর পক্ষে যে ক্ষতিকরও, দলে মোদি-ঘনিষ্ঠরা এখন বুঝতে পারছেন। রাজনাথ সিং-নীতিন গড়করি-শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারা আগেই এই সর্বগ্রাসী ভাবমূর্তি তৈরিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। গত কয়েক বছরে 'হিন্দুত্বের আইডল বয়' যোগী আদিত্যনাথও মোদির ওপর ক্ষুব্ধ। এমনকি, মোদির দক্ষিণহস্ত হিসাবে পরিচিত অমিত শা'র ভিতরও নাকি ইদানীং একটু অসন্তুষ্টি লক্ষ করা যাচ্ছে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির প্রবণতা সংঘ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। সংঘ অতীতেও কখনও চায়নি, এখনও চায় না সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠুক। সংঘ মনে করে, সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠলে সংগঠনে ব্যক্তিপুজো এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। ভবিষ্যতে যার খেসারত সংগঠনকে দিতে হয়। সরসংঘচালক ভাগবত এর আগে বিভিন্ন সময়ে ঠারেঠোরে এই সতর্কবার্তা বিজেপিকে দিয়েছেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গে সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও সংঘের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত নির্বাচনে সংঘ সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে না নেমে বিজেপিকে বুঝিয়েও দিয়েছে, মোদি-নির্ভরতা তাদের ত্যাগ করতে হবে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির এই প্রবণতা সংঘের সঙ্গে মোদির দূরত্ব বাড়িয়েছে। সে দূরত্ব যে মোদি নাগপুরে ছুটে গেলেই ঘুচে যাবে এমনও নয়। বরং মোদির ভিতর সংঘ সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে অনেকদিন থেকেই- রাজনৈতিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাওয়ার ভয়।

নাগপুরের বৈঠকের পর গড়করি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় যোগী। সক্রিয় আরও কেউ কেউ। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের কাছে এমন খবরও পৌঁছেছে যে, নরেন্দ্র মোদির জন্য সংঘ তার এতদিনের প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন আনতে রাজি হচ্ছে না। আদবানির পথই হয়তো মোদির পথ হবে শেষপর্যন্ত। যে কারণেই 'সাহেব' হয়তো এখন একটু লো প্রোফাইলে চলছেন।

যদি তাই হয় তাহলে মোদির পর কে? এই প্রশ্নে হাসতে হাসতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির এক সদস্য বললেন, 'কে তা জানি না। তবে অমিত শা নন, এটুকু বলতে পারি।' সে এক অন্য কাহিনী...।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৯১৬

কিংবদন্তি অভিনেত্রী, গায়িকা কানন দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি।

আলোচিত

চলতি সপ্তাহেই রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হতে পারে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলে মস্কোর উপর থেকে আর্থিক, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করব। তারপর দু'দেশই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে। সমৃদ্ধিশালী হবে।

– ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

গ্যাব্রিয়েল ডেভিস একজন হেভিওয়েট হেড ব্যালেন্সার। নানা স্টান্ট দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছেন। ব্রুকলিনের রাস্তায় সাইকেল চালানোর সময় মাথায় ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ফ্রিজ মাথায় দু'হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে প্যাডল করছেন।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে অসুস্থ স্ত্রীকে এনেছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব। তাঁরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে, তখন এক চিকিৎসক তাঁদের আক্রমণ করেন। বৃদ্ধকে চড় মারেন, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। লাঞ্ছিত বৃদ্ধের স্ত্রী। বরখাস্ত চিকিৎসক।

জনমন
জনমত

শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ প্রয়োজন

সম্প্রতি এক রবিবারের বিকেলে আমি হার্ট অ্যাটাক নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, আমার মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাঁরা আমাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এখানেই চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাঁরা জানান, হাসপাতালে কোনও কার্ডিওলজিস্ট নেই। তাও আমি বলি, অন্তত এক রাত আমি মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে থাকতে চাই। হাসপাতালের উন্নতমানের চিকিৎসা আমাকে এক রাতের মধ্যে এতটাই সুস্থ করে তোলে যে, পরের দিন সকালে বাসে করে মেডিকেলে ভর্তি হতে যাই।

সুপারকে অনুরোধ, শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যবস্থা করুন। তাহলে অনেক মানুষ আপনাদের ভালো চিকিৎসার সুবিধা পাবেন এবং মেডিকেলে অনর্থক ভিড়ের চাপ কমবে।

কমল ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গেও চলন্ত ট্রেনে এটিএম চাই

১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বই থেকে থানের (৩৪ কিমি দূরত্ব) মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। ঠিক তার ১৭২ বছর পর ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল ভারতীয় রেলে চালু হল চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা। মুম্বই থেকে নাসিক জেলার মানমাড়গামী (২৫৮ কিমি দূরত্ব) পঞ্চবটী এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হল। মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও এই এটিএম পরিষেবা পাওয়া যাবে। চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় সফরকারী যাত্রীদের কারও আপৎকালীন কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তা পেয়ে যাবেন এবং বেশ উপকৃত হবেন।

ভারতীয় রেলের এই নতুন জনহিতকর উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা ঠিকঠাকভাবে চালু থাকবে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং অদূরভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হবে। ভারতীয় রেলের উন্নয়ন মানে তো ভারতেরও উন্নয়ন।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুটেনবার্গ বাইবেল, হীরকসূত্র ভোলা কঠিন

আন্তর্জাতিক বই দিবস আগামীকাল। বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে আতঙ্ক ছড়ালেও, বই চিরন্তন হয়েই থাকবে।

রামকানাই দাস

আন্তর্জাতিক বই দিবস প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, আগে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দিনটা পালন করা হত। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেসকো শেক্সপিয়র এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুদিবস ২৩ এপ্রিল তারিখে 'বিশ্ব বই দিবস' এবং 'কপিরাইট দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে, মানবসমাজে বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিছিল, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের মতো নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এই অবসরে, বই দিবস আলোচনার সূত্র ধরে, আমরা বই কাকে বলা যাবে সে সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিতে পারি। বিস্তৃত অর্থে বইয়ের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় একটা কথা। এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, কাগজে বা অন্য কিছুর পাতলা পৃষ্ঠায়, হাতে লেখা বা মুদ্রিত রূপে সজ্জিত পাতাসমূহের গুচ্ছ। যা একধারে বাঁধা থাকে এবং দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত থাকে, তাকে বই বলা যেতে পারে।

সংজ্ঞা মোতাবেক বইয়ের বাস্তব রূপ ধারণেই অনেক আগে থেকে, লিপি আবিষ্কারেরও আগে মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষত ধর্মীয় স্তুতি কথা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত প্রচার চলে আসছিল। সেসব তখন মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত।

খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৪র্থ শতাব্দী সময়কাল থেকে মানুষ লিপি আবিষ্কার এবং বক্তব্যের লিখিত রূপ দিতে শুরু করে।

আদিতে পুস্তকাকারে নয়, বিভিন্ন নির্দেশ বা উক্তি পাহাড়ের দেওয়াল, মাটির পাটা, পাথর, ধাতুর পাত ইত্যাদি মাধ্যমে খোদিত হত। পরবর্তী সময়ে হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন হয়। এ ব্যাপারে যুগান্তর ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর। সে সময় থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৪৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর '৪২ লাইন বাইবেল' বা 'গুটেনবার্গ বাইবেল' বইটি প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হিসেবে প্রচারিত। তবে বাস্তবে চিনে এর অনেক আগে থেকেই মুদ্রিত বই প্রকাশ হয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে সেখানকার সুপ্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক 'হীরকসূত্র'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি নামই ভোলা কঠিন পৃথিবীর।

সময়ের সঙ্গে বইয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ রূপ অনেক পরিশীলিত, বর্ণময় হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছরে, বিশেষত করোনাক্লিষ্ট দুটি বছরে সহসা বইয়ের প্রচলিত সংজ্ঞা ও ভবিষ্যৎকে যেন এক ঝটকায় ক্রান্তিকালের প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাঠকের অঙ্গুলি নির্দেশে মুহূর্তে আবির্ভূতা নিরাকার মায়াবী আধুনিক বই আজ পরম্পরা প্রচলিত সুগঠিত সাকার জড় বইকে যেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে ভালো দিক একটাই। ই-বুক বর্তমানে দিন-দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সুবিধে অনেক, তাই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এটা সংরক্ষণের জন্য কোনও লাইব্রেরি বা ঘরের প্রয়োজন হয় না। যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। প্যাকিং খরচ বা পরিবহণ খরচ নেই।

এর পরেও একটা কথা বলা যায়। নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত হয়ে সুগঠিত ও সাকার বই বিরাজমান থাকবে বহুকাল। আপন গৌরব আর আভিজাত্যে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। কৃষি দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলীকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনা বা রুপার পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা অবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪১২০

পাশাপাশি : ১। আরবি ৪। চালিত ৫। পাশা ৭। কাকলি ৮। বশীভূত ৯। বাতায়ন ১১। পালুই ১৩। কুব্জ ১৪। বহর ১৫। দমন।

উপর-নীচ : ১। আঢাকা ২। বিচালি ৩। মতলব ৬। শানিত ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : রবিবার ইস্টারের দিন তিনি সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার বারান্দায় বসে হাসিমুখে আশীর্বাদ করেছিলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে। ঘটনাচক্রে সেদিনই পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। পোপের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য একান্তে আলোচনাও হয় তাঁর। তখন কে জানত, সোমবার সকালেই জীবনাবসান হবে পোপ ফ্রান্সিসের!

বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটিরও বেশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস আর নেই। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি সোমবার (ইস্টার মানডে) সকালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান।

ভ্যাটিকান থেকে এক ভিডিও বার্তায় জানানো হয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ভ্যাটিক্যানে তাঁর বাসভবন কাসা সান্টা মার্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পোপ। কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ভ্যাটিকান টিভিতে বলেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পবিত্র পিতা ফ্রান্সিস আর আমাদের মাঝে নেই। আজ (সোমবার) সকালে রোমের বিশপ পরমেশ্বর পিতার ভবনে ফিরে গিয়েছেন।'

দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

পোপের মৃত্যুতে শোকাহত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স বলেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না তিনি নেই। গতকালই তো তাঁর সঙ্গে কত কথা হল!' শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে পুরোনো কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পোপ ফ্রান্সিস গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে করুণা, নম্রতা এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' শোকপ্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পোপ ফ্রান্সিস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার পরিবর্তে রোমের সান্তা মারিয়া ম্যাজিওরে বাসিলিকায় সমাধিস্থ করা হয়। এছাড়া তিনটি কফিনের বদলে একটি কাঠ ও দস্তার কফিনেই যেন রাখা হয় তাঁকে। প্রয়াত ধর্মীয় নেতার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে শত বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও পোপ সমাধিস্থ হবেন ভ্যাটিকানের বাইরে।

আর্জেন্টিনার বাসিন্দা জর্জ মারিও বেরগোলিও ২০১৩ সালে ৭৬ বছর বয়সে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম যিশু সংঘের সদস্য (জেসুইট) যিনি ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে আসেন এবং আমেরিকা মহাদেশ থেকে হন প্রথম পোপ। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল।

প্রার্থনা... পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গির্জায় গির্জায় তাঁকে স্মরণ। সোমবার চেন্নাইয়ে।

ইন্টাররেগনাম (পোপের মৃত্যু-পরবর্তী শূন্য সময়)

- পোপের মৃত্যুর পর ভ্যাটিকানে 'ইন্টাররেগনাম' শুরু হয়।
- ভ্যাটিকানের ক্যামেরলেনগো (কোষাধ্যক্ষ) তিনবার পোপের নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেলে মৃত্যুর ঘোষণা করেন।
- আগের যুগে রূপার হাতুড়ি দিয়ে কপালে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হত, যা ১৯৬৩ সালের পর থেকে বন্ধ।
- পোপের অ্যাপার্টমেন্টে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আগে এটি করা হত লুটপাট রুখতে।
- পোপের 'ফিশারম্যান' রিং ও সিল ভেঙে ফেলা হয়, যা তাঁর ক্ষমতার অবসান নির্দেশ করে।

সমাধি

- পোপের মৃত্যুর ৪-৬ দিনের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি বা সমাহিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় (নিয়ম অনুযায়ী)।
- সাধারণত সেন্ট পিটার্স বাসিলিকায় তাঁকে সমাহিত করা হয় (যদি না অন্য কোথাও সমাহিত করার ইচ্ছা থাকে)।
- এরপর শুরু হয় ৯ দিনের শোক পালন।

নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া (পাপাল কনক্লেভ)

- মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কনক্লেভ (সম্মেলন)-এ অংশ নেন কার্ডিনালরা।
- ৮০ বছরের নীচের বয়সি কার্ডিনালরা ভোট দিতে পারেন। (এই মুহূর্তে ভারতে ৬ জন কার্ডিনাল থাকলেও তাঁদের মধ্যে চারজন ভোট দিতে পারবেন। এঁরা হলেন কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কুভকাড, অ্যান্থনি পুলা, ক্লিমিস বেসলিওস এবং ফিলিপ নেরি ফেরাও।)
- সিস্টিন চ্যাপেলে গোপন ভোট হয়। ভোটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন তাঁরা।
- প্রতিবার ভোটের পরে ব্যালট পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
- কালো ধোঁয়া মানে এখনও পোপ নির্বাচিত হননি, সাদা ধোঁয়া মানে নতুন পোপ নির্বাচিত।

পরের পোপ কে, দৌড়ে এশীয়রাও

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : মুকুট পড়ে আছে, রাজা নেই। ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেন কে? কে হবেন ক্যাথলিক গির্জার পরবর্তী সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা? এই নিয়ে কৌতূহল বিশ্বজুড়ে।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ। রোমে শোকের আবহেই কার্ডিনালদের গোপন বৈঠকে (প্যাপাল কনক্লেভ) নতুন পোপ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে, এবারই কি প্রথম পোপের গুরুভার অর্পণ করা হবে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়কে?

সাধারণত পরবর্তী পোপ বাছাই করা হয় একটি 'কনক্লেভ' বা সম্মেলনের মাধ্যমে। কোনও পোপের মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে ওই সম্মেলন শুরু হয়। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর পরবর্তী পোপ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অনেকেই। চলুন, দাবিদারদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কয়েকজনকে দেখে নেওয়া যাক।

পিটার টার্কসন ৭৬

জন্ম ঘানায়। কেপ কোস্টের এই প্রাক্তন বিশপ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ হতে পারেন। ২০১৩ সালের পোপ নির্বাচনের সময়ও তাঁর নাম শীর্ষে ছিল। সমকামী সম্পর্ক নিয়ে তিনি মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আফ্রিকায় কঠোর আইন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেখানকার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

লুইস আন্তোনিও তাগলে ৬৭

ফিলিপিন্সের ম্যানিলার প্রাক্তন আর্চবিশপ তাগলে হতে পারেন প্রথম এশীয় পোপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্যাথলিক জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই তাঁর নির্বাচন গির্জার বিস্তারে ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

পিয়েত্রো পারোলিন ৭০

পোপ ফ্রান্সিসের সচিব হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এই কার্ডিনাল। রক্ষণশীল হিসাবে পরিচিত এই ধর্মীয় নেতা সমকামী বিবাহকে মানবতার পরাজয় বলে অভিহিত করেছিলেন ২০১৫ সালে। তবে চিনের সঙ্গে গির্জার বিতর্কিত ২০১৮ সালের চুক্তির জন্য তাঁর ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পিটার এরদো ৭২

হাঙ্গেরির এস্টারগোম-বুদাপেস্টের এই আর্চবিশপ ক্যাথলিক গির্জার রক্ষণশীল শাখার প্রতিনিধি। যদিও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনে যাজকদের ওপর নিপীড়নের সময় প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল তাঁর। বিবাহবিচ্ছিন্ন বা পুনর্বিবাহিতদের পবিত্র কমিউনিয়নে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

হোসে টোলেন্তিনো ৫৯

পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপের এই আর্চবিশপ তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রার্থী। তিনি আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাইবেল শিক্ষার সংযোগ তৈরির পক্ষে এবং মনে করেন যাজকদের সিনেমা ও সংগীতের সঙ্গেও যুক্ত থাকা উচিত।

মাত্তেও জুপি ৬৯

বোলোনিয়ার এই আর্চবিশপ ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের মানবিক দিকটি জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

মারিও গ্রেক ৬৮

মাল্টার গোজোর প্রাক্তন বিশপ গ্রেক বর্তমানে বিশপদের সিনোডের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি গির্জাকে সমকামী ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বিষয়গুলি 'নতুনভাবে' দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবার্ট সারাহ ৭৯

ফরাসি গিনি থেকে উঠে আসা এই অভিজ্ঞ কার্ডিনাল পোপ হলে তিনিও হবেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ। তবে বয়স তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তিনি বেশ রক্ষণশীল মনোভাবের এবং 'লিঙ্গ ভাবধারা' ও ইসলামিক মৌলবাদের কড়া সমালোচক।

এঁদের মধ্যে কে হবেন পরবর্তী পোপ, সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্ববাসী। কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় নেতা না কি আফ্রিকান, কার শিরে উঠবে ভ্যাটিকানের রাজপাট! নাকি ক্যাথলিক গির্জা আবারও হাঁটবে চেনা পথেই! সময়ই তার উত্তর দেবে। আপাতত অপেক্ষা।

বিচারককে 'দেখে নেওয়া'র হুমকি আসামির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : 'বাইরে আয়, দেখব কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!' খাস আদালতে দাঁড়িয়ে এভাবেই হুমকি দেওয়া হল এক মহিলা বিচারককে। দোষী সাব্যস্ত আসামির এহেন বেপরোয়া আচরণে হতবাক আদালত।

দিল্লির একটি আদালতে একটি চেক বাউন্স মামলার রায় দেওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ও তাঁর আইনজীবী মিলে মহিলা বিচারককে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ২ এপ্রিল, বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলার আদালতে।

'নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর ১৩৮ নম্বর ধারার অধীনে বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চেক বাউন্স মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর আসামিকে জামিনের শর্ত অনুযায়ী ধার্য ৪৩৭এ ধারায় বন্ড জমা দিতে বলা হয়।

রায় শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দোষী আসামি। আদালতে বসেই তিনি বিচারকের দিকে কিছু ছুড়ে মারার চেষ্টা করেন এবং তাঁর আইনজীবীকে বলেন, 'আমি কিছু শুনতে চাই না, যে করে হোক রায় বদল করাও।' এরপর বিচারকের দিকে ঘুরে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তু হ্যায় ক্যা চিজ, তু বাহার মিল দেখতে হ্যায় ক্যায়সে জিন্দা ঘর জাতি হ্যায়!' ('তুই কী জিনিস? বাইরে দেখা কর, দেখি তুই কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!')

তবে হুমকির মুখেও অবিচলিত ছিলেন মহিলা বিচারক। তিনি তাঁর রায়ে লেখেন, অভিযুক্ত এবং তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণ না করে বরং তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানান, কোনওরকম ভয়ভীতির কাছে নতিস্বীকার না করে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তিনি এ নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাবেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এছাড়া দোষী সাব্যস্ত আসামির আইনজীবী অতুল কুমারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। তাতে বলা হয়েছে— কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলা রেফার করা হবে না, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে।

মুর্শিদাবাদ হিংসা : মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকা। হিংসার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন। সেই মামলার শুনানিতে উঠল শীর্ষ আদালতের 'অনধিকার চর্চা'র প্রসঙ্গ। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারীর দাবি মানতে গেলে তো রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। আবেদনকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি গাভাইয়ের পর্যবেক্ষণ, আপনারা কী চাইছেন? আমরা আপনাদের আবেদন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখিত নির্দেশ দেব? আমাদের বিরুদ্ধে তো ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পরিসরে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি কোনও কোনও মহল থেকে শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তথা সংসদীয় পরিসরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে সাংবিধানিক বিধিনিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর বিজেপির একাধিক নেতা পালটা সরব হয়েছেন। গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট অনধিকার চর্চা করেছে। শীর্ষ আদালতই যদি সব বিষয় স্থির করে দেয় তাহলে সংসদ ও বিধানসভার কার্যকারিতা থাকে না।' ওয়াকফ আইনের কিছু অংশের প্রয়োগের ওপর সুপ্রিম স্থগিতাদেশ জারি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর বলেন, 'এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা অবশ্য দলের নেতাদের বক্তব্যকে 'ব্যক্তিগত' বলে জানিয়েছেন। তবে দলের তরফে নিশিকান্ত বা দীনেশের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। সেই মামলার রায়ে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়েছিল, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে আদলত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এদিকে মুর্শিদাবাদে হিংসা নিয়ে দায়ের হওয়া অপর একটি মামলা এদিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি দায়ের করেন দেবদত্ত মাজিদ নামে একজন। তাঁর আইনজীবী শশাঙ্কশেখর ঝা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানান।

কিন্তু বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এনকে সিংহের বেঞ্চ জানায়, নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য পেশ করেনি আবেদনকারী পক্ষ। এরপরই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে আরও প্রস্তুতি নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মামলা খারিজের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন মুর্শিদাবাদ হিংসা সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে তৃণমূলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস, আরজেডি ও এআইএমআইএম মামলা দায়ের করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেসও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে করেছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কবে মামলা দায়ের করা হবে বা কী পদ্ধতিতে করা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এর আগেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি পিটিশন করেছিলেন। এবার দলই আইনি লড়াইয়ে নামতে চলেছে। ওয়াকফ আইন ঘিরে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ ও হিংসার ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করাচ্ছেন, যাতে পরবর্তী সময়ে সেই কাগজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বয়ান লেখা যেতে পারে। তৃণমূলের দাবি, 'এই পুরো পরিকল্পনার পিছনে বিজেপি ও আরএসএস কাজ করছে এবং পূর্ববর্তী সন্দেশখালি পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে।' দলের রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'জাতীয় মহিলা কমিশন এখন 'কুখ্যাত কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সাদা কাগজে ধর্ষণের অভিযোগের জন্য স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। এবার একই চিত্র দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও মালদায়।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষরধাম মন্দিরে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স। সঙ্গে সন্তানরা। নয়াদিল্লিতে।

মোদির বাসভবনে বৈঠকে ভান্স

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : চারদিনের সরকারি সফরে সোমবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে পা রাখলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সঙ্গী স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি এবং তিন সন্তান। বিমান থেকে নামার সময় জেডি-ঊষার দুই ছেলে ইউয়ান, বিবেক এবং মেয়ে মিরাবেলের পরনে ছিল ভারতীয় পোশাক। ভান্সের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়ার ডিরেক্টর রিকি গিল এবং পাঁচ উচ্চপদস্থ আধিকারিক। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে আসার আগে ভান্সের চলতি ভারত সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে ভান্সকে দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার। তাঁকে স্বাগত জানান রেল ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তার আগে ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। সেখানে হাজির ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

সূত্রের খবর, বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ভারত-আমেরিকার সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি। ক্ষমতায় আসার পর পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তিন মাসের জন্য সেই শুল্ক স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন সেব্যাপারেও মোদি ও ভান্সের মত বিনিময় হয়েছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সফর চলাকালীন দুই দেশের মধ্যে 'ট্রাস্ট' অর্থাৎ ট্রান্সফর্মিং রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিং স্ট্র্যাটেজিক টেকনলজি নামে একটি নতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লিতে পা রেখেই সপরিবারে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরে দর্শনের জন্য যান ভান্স। মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। দেওয়া হয় একটি খোদাই করা কাঠের হাতি, মন্দিরের মডেল ও বই।

নজরে বাণিজ্য

মন্দিরের ভিজিটরস বুকে ভান্স লিখেছেন, 'আমার পরিবারকে যে উষ্ণতা ও সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে তাঁর জন্য ধন্যবাদ। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও যত্ন নিয়ে তৈরি এই মন্দির ভারতের গর্ব। আমাদের সন্তানরা এখানে খুব উপভোগ করেছে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁর কনভয়ের যাতায়াতের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরগাঁওয়ের নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে।

তবে ভান্স পরিবার মন জয় করে নিয়েছে ভারতীয়দের। তাঁদের তিন সন্তানের পোশাক নজর কেড়েছে সমাজমাধ্যমে। ৮ বছরের ইউয়ান এবং ৫ বছরের বিবেক পরেছিল হলুদ ও ধূসর কুর্তা-পাজামা, আর ৩ বছরের মিরাবেল পরেছিল সবুজ আনারকলি ও এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট।

ঊষা ভান্স লাল রঙের লম্বা পোশাকের ওপর সাদা ব্লেজার পরেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নেভি-ব্লু সুটে। ২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় তিনি রাজস্থানের আম্বার দুর্গ পরিদর্শন করবেন এবং বিকেল ৩টায় রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বক্তৃতা দেবেন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। ২৩ এপ্রিল আগ্রা সফরের পর জয়পুর ফিরে সিটি প্যালেস দর্শন করবেন। ২৪ এপ্রিল সকালে আমেরিকা ফিরে যাবে ভান্স পরিবার।

জেডি ভান্সের স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ ও মা লক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ মাদ্রাজ আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা লক্ষ্মী মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। তবে চারদিন ভারতে থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশে যাওয়ার কোনও কর্মসূচি তাঁদের নেই।

আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ান

রায়পুর, ২১ এপ্রিল : কেন্দ্র মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে শান্তি প্রস্তাব দিলেও নাশকতা অব্যাহত রেখেছে মাওবাদীরা। সোমবার বিজাপুরে এক শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের। মৃত বছর ২৬-এর মনোজ পূজারি মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুরের টয়না-ফারসেগড় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান মনোজ রাস্তায় তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর পায়ের চাপে বিস্ফোরণ ঘটে। ছত্তিশগড় সরকার এই ঘটনার কড়া নিন্দা করে জানিয়েছে, মাওবাদীদের এটা কাপুরুষোচিত কাজ। যাঁরা গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন ও সংযোগস্থাপনের কাজ করছেন, তাঁদের নিশানা করেছে মাওবাদীরা। ঘটনার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ, ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া ট্রাম্প। যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে বহুদিন থেকে আলোচনা চালাচ্ছেন তাঁর বিশ্বস্ত কূটনীতিকরা। অন্যদিকে নানাভাবে টালবাহানা চালাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাফল্য অধরা। তাতে ট্রাম্পের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম। যুদ্ধবিরতি না হলে ইউক্রেনের বিরল খনিজসম্পদ আমেরিকার হাতে আসবে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই সপ্তাহে হতে পারে। ট্রাম্প এও বলেছেন, চুক্তি কার্যকর হলে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে আমেরিকা। তখন রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে পারবে। সূত্রের খবর, ইউক্রেন থেকে দখল করে নেওয়া ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মান্যতা দিতে পারে ট্রাম্প সরকার। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন তিনি।

বস্টনে বিস্ফোরক রাহুল

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : বিদেশ সফরে গিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের বিপুল জয় নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। রবিবার আমেরিকার বস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, মহারাষ্ট্রে ভোটদাতাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পড়েছে। বিধানসভার ভোটগ্রহণের দিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে জানায় দু-ঘণ্টায় নাকি ৬৫ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এটা বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতে, এত বিপুল সংখ্যায় ভোট পড়লে ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ত। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। রাহুলের কথায়, 'একজন ভোটারের ভোট দিতে ৩ মিনিট সময় লাগে। এই হিসাবে রাত ২টো পর্যন্ত বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন থাকার কথা। কিন্তু সেটা ছিল না।' কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুলের অভিযোগ, 'আমরা ওদের (নির্বাচন কমিশন) কাছে ভোটগ্রহণের ভিডিওগ্রাফি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবেদন শুধু ফিরিয়ে

'আপস করেছে কমিশন'

বস্টনে রাহুল গান্ধি। সঙ্গী স্যাম পিত্রোদা।

দেওয়া হয়েছে তাই নয়, আইনও বদলে ফেলা হয়েছে। যাতে আমাদের পক্ষে ভিডিওগ্রাফি চাওয়া সম্ভব না হয়।' তিনি বলেন, 'খুব পরিষ্কার যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আপস করেছে। গোটা প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবে কিছু গলদ ছিল।'

বিদেশে রাহুলের বক্তব্য আলোড়ন ফেলেছে ভারতে। তবে নির্বাচন কমিশন নয়, কংগ্রেস নেতাকে জবাব দিয়েছে বিজেপি। শুধু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খারিজ করাই নয়, রাহুল ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সোমবার বলেন, 'ইডি পদক্ষেপের কারণে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এতে কিছুই হবে না। ইডি আপনাকে রেহাই দেবে না। কারণ ওরা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে।'

সম্বিতের হুঁশিয়ারি, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা চলছে। আপনি রেহাই পাবেন না। আপনার মা সহ আপনাকে অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে। আপনারা জেলে যাবেন।' বিজেপি নেতা আরও বলেছেন, 'আপনি বিশ্বাসঘাতক। শুধু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অপমান করেননি, বরং ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আপনি এবং আপনার মা দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আপনি এবং আপনার মা পার পাবেন না।'

পাটানি নন তিনি, সত্যিই এক পাটরানি

খুশবু পাটানিকে চেনেন? এমনিতে না-ও চিনতে পারেন, তবে পদবি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝবেন। তিনি দিশা পাটানির কেউ। ঠিকই ধরেছেন, দিশার বোন তিনি। সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন একসময়। মেজর ছিলেন। তবে এখন শুধুই দেশের কাজ করে চলেন খুশবু।

বোনের মতো ডাকসাইটে সুন্দরী। তবু সিনেমায় কোনও দিন যাননি। বরং সমাজ তাঁকে অনেক বেশি টানে। খুশবু থাকেন লখনউতে। সেখানে বরেলিতে তাঁর বাড়ি। সকালে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন খুশবু। আর তখনই তাঁর কানে আসে কান্নার আওয়াজ। বাড়ির পিছন থেকে একটা ছোট্ট মেয়ের গলায় কান্নার আওয়াজ আসছে না?

খুশবু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, একটি শিশু মাটিতে শুয়ে কাঁদছে, মুখে আঘাতের চিহ্ন। শিশুটিকে একটু শান্ত করেই খুশবু প্রথমে নিজের বাড়িতে আনেন এবং তাঁর শুশ্রূষা করেন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ শিশুটিকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও গোটা ঘটনাটি পোস্ট করেন খুশবু পাটানি। পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশ-প্রশাসন সকলকেই ট্যাগ করে লেখেন, 'যাকে রাখে সাইয়া, মার সাকে না কোই।
আশা করি, কর্তৃপক্ষ ওর সঠিক দেখভাল করবে। দয়া করে দেশের কন্যা সন্তানদের রক্ষা করুন! কতদিন চলবে এইসব? ও যাতে সঠিক পরিবারে যায় এবং ওর ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, তা নিশ্চিত করব আমি।'

সার্কেল অফিসার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে ওই শিশুটিকে ফেলে গিয়েছে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাগি বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় আমির

মুক্তির জন্য তৈরি হচ্ছে 'সিতারেঁ জমিন পর'। অনেকদিন পর আবার আমির খান অভিনয়ে ফিরছেন এবং এই ছবিতে তাঁর চরিত্র নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে সেই ২০২৩ থেকেই, যখন ছবির কথা ঘোষণা হল। তখনই এক সাক্ষাৎকারে চরিত্রটি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন, সেটিই সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে আবার শেয়ার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'শুনতে সিতারেঁ জমিন পর তারে জমিন পর-এর সিক্যুয়েল, কিন্তু থিম অনুযায়ী এটি প্রথমটির থেকে ১০ পা এগিয়ে। প্রথমটি আপনাদের কাঁদিয়েছিল, এটি হাসাবে। এখানে আমার চরিত্রের নাম গুলশন। সে বাস্কেটবল কোচ। অসম্ভব রাগি। বাড়িতে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। সিনিয়র কোচকে মারে। তারে জমিন পর-এ আমি মানে নিকুম্ভ খুব সংবেদনশীল শিক্ষক ছিল, যার সঙ্গে একজন ডিসলেক্সিক ছাত্রের অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে আমি মানে গুলশন কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে তার চারপাশের লেকজন তাকে প্রকৃত একজন মানুষ হয়ে উঠতে শেখায়, তাই দেখা যাবে। সিতারেঁ জমিন পর স্প্যানিশ ছবি ক্যাম্পিয়ন বা চ্যাম্পিয়ন অবলম্বনে নির্মিত। হলিউডেও এই ছবি হয়েছে। আর এস প্রসন্ন পরিচালিত সিতারেঁ জমিন পর-এ আমিরের সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি, জেনেলিয়া দেশমুখ প্রমুখ।

একনজরে সেরা

লড়ছে জাট
'কেসরি চ্যাপ্টার ২' আছে, তবু নিজের শক্তি নিয়ে সানি দেওল-রণদীপ হুড়া অভিনীত 'জাট' লড়াই করছে। ১০ দিন আগে মুক্তি পেয়ে জাট বিশ্বজুড়ে ৭০ কোটির ব্যবসা করেছে। কেসরি-র পর ছবি একটু থমকেছে। তবে কেসরি দারুণ ব্যবসা করছে না। আশা করা যায়, আগামীতে জাট তার নিজস্ব গতিতেই ফিরবে।

এবার বিচার
সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ইউ টিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর পাসপোর্ট সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত শেষ। ২৮ এপ্রিলের শুনানিতে জানা যাবে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমেডিয়ান সময় রায়না এক শিশুর মেরুদণ্ডের জটিল অসুখ নিয়ে যে কু-মন্তব্য করেছিলেন তারও পর্যালোচনা করবে কোর্ট।

এলেন যশ
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ রাবণ হয়েছেন কন্নড় অভিনেতা যশ। চলতি সপ্তাহে তাঁর একার অংশের শুটিং শুরু করবেন। শুটিং শুরু করার আগে তিনি সব সময় মন্দিরে পুজো দেন। এবার উজ্জয়িনীতে শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। টক্সিক ছবির শুটিং সম্প্রতি শেষ করে রামায়ণ শুরু করছেন যশ।

মোদি বায়োপিক
নীরব মোদির বায়োপিক হচ্ছে। গুলাক ছবির পরিচালক পলাশ বাসওয়ানি এই ছবিরও পরিচালক। ডায়মন্ড মুঘল 'নীরব'-এর উত্থান এবং এখন তার পলাতক জীবনের কথা ছবিতে আসবে। ছবির গুরুত্ব আরও বেড়েছে সম্প্রতি নীরবের কাকা মেহুল চোকসির গ্রেপ্তারের পর। প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে 'নীরব' হবার জন্য কথা হচ্ছে।

আবার ফেলুদা
সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাস নিয়ে নতুন সিরিজ পরিচালনা করছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সোমবার তার শুটিং শুরু হল। টোটা রায়চৌধুরি, কঙ্কন মিত্র ও অনির্বাণ চক্রবর্তীকে যথাক্রমে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ুর চরিত্রে দেখা যাবে। মহীতোষ সিংহ রায়ের চরিত্রে আছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।

টাকা নিয়ে আন্দোলন? তীব্র রোষ সুদীপ্তার

টালিগঞ্জে কান পাতলেই নাকি 'অ্যাপিয়ারেন্স ফি'র কথা শোনা যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে যে সব তারকারা আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাকি ফোন নিয়েছেন, কিংবা টাকা নিয়েছেন। জর্জিয়া থেকে ফোনে এ কথা জানিয়েছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তিনি অবশ্য বলেছেন, এই অভিযোগ তাঁর নয়। কান পাতলে নাকি এ কথা শোনা যাচ্ছে। টালিগঞ্জের লোকেরাই এ কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

অরিন্দম শীল কথাগুলো বলার পরেই তাঁর নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অরিন্দম শীলকে উদ্দেশ্য করে সুদীপ্তা লিখেছেন, 'আমি টালিগঞ্জেই কাজ করি। এই মুহূর্তে টালিগঞ্জের একটি স্টুডিওর সাজঘরে বসে লিখছি। আমি এই অঞ্চলে কান পেতে এরকম কিছু শুনতে পাইনি আজ অবধি। হয়তো সঠিক লোকজনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, তাই।

সে যাই হোক, আমিও টালিগঞ্জের শিল্পী, আমিও মহিলা এবং ওই আন্দোলনে আমিও রাস্তায় হেঁটেছি। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

এই অভিযোগ যেহেতু তুমি করেছ, সেহেতু সেইসব মহিলা শিল্পীর নাম প্রকাশ্যে জানানোর দাবি রাখছি। নতুবা এই অভিযোগ এই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

দাদাগিরি ছেড়ে সৌরভ ১২৫ কোটির চুক্তিতে

জি বাংলা ছাড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে চ্যানেলের জনপ্রিয় কুইজ শো দাদাগিরি-তে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। ৪ বছরের জন্য স্টার জলসার সঙ্গে ১২৫ কোটি টাকার চুক্তি করেছেন তিনি। এই চ্যানেলের বিগ বস ও নতুন কুইজ শো-তে তাঁকে দেখা যাবে ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, আমি নিয়েছি। নতুন কিছু করার নেশা আমাকে তাড়া করে সব সময়। তাই নতুন চ্যানেলে নতুন ভূমিকায় এলাম।' তিনি দাবি করেছেন টাকা নয়, কাজের জন্যই কাজ করেন। সৌরভের কথায়, 'দর্শক আমায় দেখতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে টিভির সামনে বসেন। আমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান সপ্তাহের শেষে ভালো রেটিং পায়, নির্মাতাদের আনন্দ হয়। এসব দেখলে টাকার কথা মনে পড়ে না।'

উজ্জ্বল নিকম হবেন রাজকুমার রাও

বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকে গোড়া থেকেই কথা ছিল নামভূমিকায় থাকবেন আমির খান। এখন রাজকুমার রাও উজ্জ্বল হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রযোজক দীনেশ ভিজানের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কথা হয়েছে, তিনি রাজিও আছেন। তবে এখন ভুলচুক মাফের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরপর বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত একটি ছবিতে স্পোর্টসম্যান হবেন তিনি, তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার তাঁর। এসবের পর উজ্জ্বল নিকমের পালা আসবে।

সূত্রের খবর, আমির উজ্জ্বল হবেন ধরে নিয়ে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল এবং সেটা ছিল মূলত একটি কোর্টরুম ড্রামা। এখন রাজকুমারের নিজের স্টাইলের কথা মনে রেখে চিত্রনাট্যকে আরও মাটির কাছাকাছি এবং আরও ওজনদার করা হবে। প্যানডেমিকের আগে থেকেই ছবির প্রস্তুতি শুরু হয়। একাধিক লেখক চিত্রনাট্য লেখেন, আমিরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমির অভিনয় থেকে সরে এই ছবিতে শুধুমাত্র প্রযোজক হিসেবেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

একসঙ্গেই বিবাহবার্ষিকী সারলেন অ্যাশ-অভি

গত এক বছর ধরে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদের কথা শুনিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। সেই আম্বানিদের বিয়েবাড়িতে একসঙ্গে না যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা বাড়ে। তবে মেয়ে আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গিয়েছিলেন এই দম্পতি। মেয়ের জন্মদিনও একসঙ্গে উদযাপন করেন, সে খবরও পাওয়া গিয়েছিল। এবার আর একটি ঘটনায় বিচ্ছেদের চর্চায় জল ঢাললেন ওঁরা। ১৮তম বিবাহবার্ষিকী ওঁরা একসঙ্গে উদযাপন করলেন। আরাধ্যাও ছিল। বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখেন অভি-অ্যাশ। ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব সপাটেই দেন ওঁরা। দুজনই বদ্ধিদীপ্ত। এবারেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এই দম্পতি—একসঙ্গে বিয়ের দিন আনন্দ করলেন, মুখ বন্ধ করলেন নিন্দুকের।

যিশু কি আদৌ সিরিয়াস নন?

'হোয়াই সো সিরিয়াস' ফিল্মস নিয়ে আসলে যিশু সেনগুপ্ত যে কতখানি সিরিয়াস, তার প্রমাণ মিলছে হাতেনাতে। শহরের অনেক জায়গায় বেশ বড় বড় করে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। সেখানে বিরাট করে যিশু এবং সৌরভ দাসের ছবি। এর আগে কোনও প্রোডাকশন সংস্থা এভাবে যে নিজেদের বিজ্ঞাপন করেছে, এমনটা দেখা যায়নি।

যিশু কিন্তু করছেন। জবাব দিচ্ছেন কাউকে? নাকি নীলাঞ্জনার হাউসের সঙ্গে শুরু থেকেই ভীষণ কঠিন এক প্রতিযোগিতা শুরু করলেন? জানা নেই। অবশ্য এর আগে কোনও বলিউডি মুখ টলিউডের প্রোডাকশনের সঙ্গে যোগ দেননি। এবার মহেশ ভাট আসাটা যিশুর সংস্থার জন্য একটা গণ্ডিভাঙা এফেক্ট নিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। সেই জন্যই হয়তো এমন জমিয়ে প্রচার।

তবে প্রচারের সঙ্গে যে নামগুলো জড়াচ্ছে, তা দেখলেও চক্ষু চড়কগাছে উঠবে, সন্দেহ নেই। জানেন কার নাম এসেছে? রোহিত শেট্টি। রোহিত শেট্টি প্রোডাকশনের সঙ্গে যিশুর প্রোডাকশন কাজ করবে কিনা, জানা নেই। যিশু নিজে সেই প্রোডাকশনে থাকবেন কিনা, তাও জানা নেই। তবে একটা বড়সড় যে কিছু হতে চলেছে, সেই বিষয়টা নিশ্চিত। কী ঘটবে? নাহ, এখনই উত্তর খুঁজে লাভ নেই। হোয়াই সো সিরিয়াস?

ছোট্ট তারা

ধূপগুড়ি হিমালয়ান পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী বৃদ্ধি বসাক ব্লকের প্রথম কারাযোগী ও পোমাস তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

‘সাদা খাতাওয়ালা, নাকি নম্বরওয়ালা?’

অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ‘চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি...’, এখন আর শোনা যায় না। বরং সমাজমাধ্যমজুড়ে এখন ‘চাকরিটা আর নেই বেলা শুনছো...।’ অনুশোচনার সুরে কেউ হয়তো বলছেন, ‘এটা ভালো হল না।’ কিন্তু পাশে দাঁড়ানোর এই বার্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকছে পরিচিতদের হাজারও প্রশ্ন, কটূক্তি এবং উপহাস। কেউ জানতে চাইছেন, ‘চাকরিটা আছে, না গিয়েছে?’ যোগ্য-অযোগ্য যাচাইও নিজেদের মতো করে নিতে চাইছেন অনেকে। তাই সমাজমাধ্যমে তাঁদের প্রশ্ন, ‘সাদা খাতাওয়ালা, নাকি নম্বরওয়ালা?’, ‘টাকা দিয়ে, নাকি কলমের শক্তিতে?’ এমন প্রশ্নকেন্দ্রিক নানা মিম ও রিলস ঘুরছে সমাজমাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষিত, তখন তাঁদের আরও দিশেহারা করে তুলছে এমন প্রশ্ন, কটূক্তি এবং উপহাস। এই প্রবণতা কী বন্ধ করা যায় না, প্রশ্ন তুলছেন যন্ত্রণাকাতর চাকরিহারা ছেলেমেয়েগুলি।

যোগ্য এবং অযোগ্য কারা, এখন রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। চাল-কাঁকর বাছাইয়ের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে চলেছে শিক্ষকের পদ খোঁয়ানো ছেলেমেয়েগুলি। কিন্তু সমাজজীবনে তাঁদেরই প্রত্যেকদিন কাটছে প্রবল চাপের মধ্যে দিয়ে। চাকরিটা ফিরে পাওয়া যাবে কি না, এই চাপের থেকে বড় স্নায়ুর লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিচিত ও প্রতিবেশীদের নানা প্রশ্ন। কেউ সকালে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে বেশি রাতে ফিরছেন এমন প্রশ্ন, কটূক্তি এড়ানোর জন্য। কিন্তু ফোন করেও তো অনেকে বর্তমান

ছবি : এআই

স্ট্যাটাস জানার কৌশলে কটূক্তিটা করে বসছেন। যা এড়ানো যাচ্ছে না। যেমন এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না সমাজমাধ্যমের নানা পোস্ট। এখন আর সমস্ত ঘটনা অজানা নয় কারও কাছে। কিন্তু দু’দিন আগেই বামনপাড়ার সুদীপ্ত সাহাকে দেখে পাড়াতুতো একজনের সহাস্য প্রশ্ন, ‘চাকরিটা আছে তো?’ কিছুটা হেসে সুদীপ্তকে বলতে শোনা গেল, ‘কাকু আমি তো প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করি।’ পরে সুদীপ্ত বললেন, ‘অনেক আত্মীয় এবং পরিচিতদের কাছ থেকেও এমন প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে। হাসিমুখেই উত্তর দিচ্ছি।’

কিন্তু চাকরিচ্যুতরা কী আর হাসি মুখে থাকতে পারেন? তাঁদের ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে’ যে দিচ্ছে নেটনাগরিকরা। তাই জলপাইগুড়ি মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষিকা তমালিকা দত্ত বললেন, ‘এধরনের মানসিকতা বা পোস্ট কখনোই কাম্য নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এভাবে ট্রোলের শিকার হতে হবে, আমরা শিক্ষক মহল তা ভাবতেই পারছি না। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত।’ অবশ্য উচিত-অনুচিত নিয়ে কতজনই বা মাথা ঘামায় বা চিন্তা করে। তাই কটূক্তিতে ইতি পড়ে না। যে কারণেই চাকরিহারা ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, ‘দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা উচিত।’ যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ট্রোল হতে হচ্ছে, তাতে আগামী প্রজন্ম কোন দিকে এগোচ্ছে তা বড় প্রশ্নের মুখে। এ ধরনের পোস্ট করা অ্যাকাউন্টগুলো ব্যান করা উচিত।’ কিন্তু প্রশ্ন হল কে বন্ধ করবে?’ তথ্যপ্রযুক্তি আইনে পুলিশ-প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

কিন্তু জীবনটা যখন ঝুলছে সুতোর ওপর, তখন কে বা পুলিশের দ্বারস্থ হতে চায়। তাই ব্যঙ্গাত্মক শব্দ অস্ত্রে ঘা খাওয়াটাই এখন ভবিতব্য চাকরিহারাদের।

পড়ে থেকেই বিকল সাফাই-যান

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সরকার থেকে সহযোগিতা না পাওয়া কিংবা সরকারি সম্পত্তি না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে ঢের। তবে সেই সাহায্য পাওয়ার পর যদি দেখা যায়, দিনের পর দিন তা বিনা ব্যবহারে পড়ে নষ্ট হচ্ছে তাহলে তাকে কি সমস্যা বলে, নাকি গাফিলতি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। জলপাইগুড়ি পুরসভার অবস্থাটাও অনেকটা সেরকমই। ব্যবহার না করায় পুরসভার স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বড় গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স, ভ্যান ইত্যাদি। সেসব নষ্ট হতে বসলেও পুরসভা উদ্যোগ নিতে অপারগ বলে অভিযোগ। ধুলো, জং, মরচে, শ্যাওলা পড়ে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক যন্ত্রযান। এতে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে নানা প্রশ্ন। সরকারি তরফে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য এত টাকা ব্যয় করার পরেও কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না এগুলো?

সূত্রের খবর, বিগত কয়েক বছর ধরে খারাপ হয়ে যাওয়া কিংবা ব্যবহার না হওয়া একাধিক গাড়ি বিকল হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কোনও গাড়ির ক্ষেত্রে বনেট, কোনওটার ক্ষেত্রে টায়ার অথবা ব্যাটারি সহ নানা যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে তা কাজে না লাগিয়ে, এভাবে ফেলে রেখে নষ্ট করায় ক্ষুব্ধ সজাগ শহরবাসী। নাগরিক অশোক রায় বলেন, ‘পুরসভার কর্তারা পরিষেবা দেওয়ার নামে আদতে কিছু কি করছে? এইভাবে স্যানেটারি ডিপার্টমেন্টে সরকারি সম্পত্তি পড়ে রয়েছে, এদিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই বলে তাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ। এভাবে যন্ত্রাংশ ফেলে নষ্ট করার অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে?’

দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকায় অযত্নে অনেক গাড়ি আগাছায় ঢাকা পড়েছে। আবার বিভিন্ন গাড়ি পড়ে থাকায় বাতিল হয়েছে সেগুলোর ইনসুরেন্স এবং ফিটনেসও। পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ডাম্পার, ময়লা নেওয়ার গাড়ি সহ একাধিক গাড়ি। এগুলি নষ্ট হওয়া নিয়ে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান পিনাকী সেনগুপ্তর কটাক্ষ, ‘এই পুর বোর্ড কি আদৌ প্রশাসকের মতো কাজ করছে? অনেক কষ্ট করে অল্প অল্প করে আমরা পরিষেবা দেওয়ার জন্য রোলার, ডাম্পার সহ বিভিন্ন গাড়ি ও যন্ত্রাংশ কিনেছিলাম। কিন্তু, ওগুলো কাজে না লাগিয়ে স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে। মানুষকে পরিষেবা দেবে কী করে ওরা?’

এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের গলায় কেবলই অর্থাভাবের কথা। তাঁর যুক্তি, ‘বহুদিন থেকে বিভিন্ন যন্ত্রযান ব্যবহৃত না হওয়ায় সেগুলোকে নতুন করে কাজে লাগাতে এবং সারাইয়ের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন। আমরা বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেগুলো সারাই করে ব্যবহার করা সম্ভব সেগুলো ঠিক করা হবে। বাকি স্ক্র্যাপ হিসেবে নিলাম করা হবে।’ একটা সরকারি জিনিস নিলাম করার ক্ষেত্রে যা যা করণীয়, পুর বোর্ড সেগুলো করছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

দুরবস্থা

- পড়ে রয়েছে বড় গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স, ভ্যান ইত্যাদি
- ধুলো জমছে, জং ধরছে, মরচে ও শ্যাওলা পড়ছে
- পুরসভা বলছে, যেগুলো সারাই করে ব্যবহার করা সম্ভব সেগুলো ঠিক করা হবে
- বাকি স্ক্র্যাপ হিসেবে নিলাম করা হবে

> পুরসভার কর্তারা পরিষেবা দেওয়ার নামে আদতে কিছু কি করছে? এইভাবে স্যানেটারি ডিপার্টমেন্টে সরকারি সম্পত্তি পড়ে রয়েছে, এদিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই বলে তাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ। এভাবে যন্ত্রাংশ ফেলে নষ্ট করার অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে?
>
> **অশোক রায়** *নাগরিক*

পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে পুরসভার যন্ত্রযান। -সংবাদচিত্র

তিন বছরেও মেরামত হয়নি দুই মরণফাঁদ

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : আর কয়েকমাস পার হলেই পুর বোর্ডহীন তিন বছর কাটবে ধূপগুড়ি শহরের। চার সদস্যের প্রশাসক বোর্ড পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার মরিয়া চেষ্টা করলেও পুর প্রতিনিধিহীন ওয়ার্ডগুলোতে সমস্যার অন্ত নেই।

কাউন্সিলারহীন শহরের বুকে হাজার সমস্যার মধ্যে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যস্ত পথে দুই জায়গায় তৈরি মরণফাঁদ বন্ধ হয়নি তিন বছরেও। প্রতিদিন ওই পথে যাতায়াত করা পথচারী এবং ছোট-বড় যানচালকরা দুই কালভার্টের উপর তৈরি গর্তকে চিনে ফেলেছেন। তবে মাঝেমধ্যে অচেনা কেউ পথে গেলেই ঘটে দুর্ঘটনা। ওয়ার্ডের মহাশ্মশান সংলগ্ন পথে কালভার্টে তৈরি গর্তে বালি পাথর গুঁজে মুখরক্ষা হলেও বিপদ কাটেনি। ওই পথে বর্মনপাড়া, গোবিন্দপল্লি পেরিয়ে চৈতন্য আশ্রম এলাকায় গেলেই চোখে পড়ে কালভার্টের অর্ধেক অংশ ভেঙে ঢুকে গিয়েছে। পুরসভা পদক্ষেপ না করায় দুই ক্ষেত্রেই স্থানীয় মানুষ যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে ওই জায়গা পারাপার করেন।

পুরসভার ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওয়ার্ডের সর্বশেষ কাউন্সিলার ননীগোপাল সরকার বলেন, ‘তিন বছর ধরে এই দুই কালভার্ট মেরামতি নিয়ে বহুবার দাবি জানিয়ে পুরসভায় চক্কর কেটেও কাজের কাজ হয়নি। পুরসভার পরিচালকরা হয়তো আমাকে বা এই এলাকার বাসিন্দাদের পছন্দ করেন না। তাই মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।’

শহরের বাস টার্মিনাস ঘেঁষে যাওয়া এই পথ দিয়ে পুর এলাকার সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষও চলাচল করেন। এ পথে

শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চৈতন্য আশ্রম এলাকায় কালভার্টে ভাঙন।

> তিন বছর ধরে এই দুই কালভার্ট মেরামতি নিয়ে বহুবার দাবি জানিয়ে পুরসভায় চক্কর কেটেও কাজের কাজ হয়নি। পুরসভার পরিচালকরা হয়তো আমাকে বা এই এলাকার বাসিন্দাদের পছন্দ করেন না। তাই মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।
>
> **ননীগোপাল সরকার**
> *সর্বশেষ কাউন্সিলার, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড*

টোটো নিয়ে যাতায়াতকারী মইনুল ইসলামের কথায়, ‘দিনের বেলায় কোনওমতে পার হলেও রাতে এই পথে প্রাণ হাতে চলতে হয়। একটু ভুল হলেই ভাঙা কালভার্টে বড় বিপদ ঘটে। বহু ছোট গাড়ি এবং বাইকচালক ওখানে বিপদে পড়েছেন।’

দীর্ঘ তিন বছরে কাজ না হওয়ায় সাফাই দেওয়ার সুর পুর কর্তৃপক্ষের গলাতেও। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘ওই পথে কালভার্ট যে ভার বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল তার চাইতে বেশি ভারী যান চলাচলেই ক্ষতি হয়েছে। মেরামতি দিয়ে ওখানে কাজ হবে না। নতুন করে কালভার্ট গড়তে প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।’

এলাকার মানুষ চাইছেন, আগামী বর্ষার আগেই দুই কালভার্টের বুকে গজিয়ে ওঠা মরণফাঁদ মেরামতি হোক। না হলে বিপদ যে বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।’

ঝুঁকির পারাপার।। *জলপাইগুড়ির ৩ নম্বর গুমটি এলাকায়। সোমবার।*

সাফল্য ডিপিএসের পড়ুয়াদের

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : চলতি শিক্ষাবর্ষে দিল্লি পাবলিক স্কুলের শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির শিক্ষার্থীরা জেইই মেইনসের চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের সুমেধা ভট্টাচার্য ৯৯.৮৮ পার্সেন্টাইল পেয়ে গোটা রাজ্যে সেরা হয়েছে।

এদিকে, ফুলবাড়ি স্কুলের দীপককুমার সিং ৯৯.০৩ পার্সেন্টাইল স্কোর করেছে। এছাড়া, আরও কয়েকজন পড়ুয়া ভালো পার্সেন্টাইল পেয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ আনিশা শর্মা ও ফুলবাড়ির স্কুলের অধ্যক্ষ মনোয়ারা বি আহমেদ ওই সফল শিক্ষার্থীদের তাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ওই সাফল্য বিদ্যালয়ের বাকি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

প্রৌঢ়ার বাড়ি বিক্রিতে বাধার অভিযোগ

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : এক প্রৌঢ়ার বাড়ি বিক্রিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার রিনা গোস্বামী নামের ওই মহিলা এই মর্মে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘ওই বৃদ্ধা যাতে নিজের বাড়ি বিক্রি করতে পারেন তার জন্য আমরা সবরকমভাবে তাঁকে সহযোগিতা করব।’

রিনার স্বামী এবং ছেলে মারা যাওয়ার পর সুভাষনগরের বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। তিনি আইসিডিএস-এর কর্মী ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ‘আমার চার ডেসিমাল জমির একাংশে থাকার ঘর রয়েছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রতিবেশীরা কয়েকজন বাড়ি বিক্রি ভেস্তে দিচ্ছেন। তাঁরা ক্রেতাদের উলটোপালটা বুঝিয়ে চলে যেতে বাধ্য করছেন। এই কারণেই এদিন আমি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।’

টাকা গায়েব

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : অনলাইনে কেনাকাটা সারতে গিয়ে জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ার বাসিন্দা বাপ্পাই সরকার প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি সোমবার এনিয়ে জলপাইগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর কথায়, ‘১৩ এপ্রিল অনলাইনে একটি সামগ্রীর চারটি সেট অর্ডার করি। ২০ এপ্রিল ডেলিভারি আসে। ডেলিভারিতে কিছু সমস্যা থাকায় ইন্টারনেট থেকে একটি নম্বর পেয়ে সেখানে যোগাযোগ করি। সেখানে যোগাযোগ করলে আমাকে ফোনে একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে বলা হয়। অ্যাপ ইনস্টলের পর কিছুক্ষণের জন্য মোবাইলের স্ক্রিন কালো হয়ে যায়। পরে দেখি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। নিরুপায় হয়ে সাইবার থানার দ্বারস্থ হয়েছি।’

প্রশিক্ষণ

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : সোমবার মালবাজার দমকলকেন্দ্রে ওয়াটার স্প্রে গান ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এদিন দমকলকেন্দ্রে কর্মীদের এই স্প্রে গানের ব্যবহার শেখানো হয়। রবিবার এই কেন্দ্রে যন্ত্রটি আসে। এটির সাহায্যে কোনও মই ছাড়াই ১২০–১৩০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আগুন নেভানো যাবে। কোনও বহুতলে আগুন লাগলে এই যন্ত্রের মাধ্যমে তা মোকাবিলা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

পার্কিং জোন না থাকায় ভোগান্তি ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ময়নাগুড়ি পুরসভা গঠিত হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত। এদিকে, ময়নাগুড়ি বাজার সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে এখনও পার্কিং জোন গড়ে তুলতে পারেনি পুরসভা। শহরের রাস্তার যত্রতত্র মোটরবাইক, ছোট চারচাকার গাড়ি লাগাতারভাবে পার্কিং করা হচ্ছে। এতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় যানজট তীব্র হচ্ছে। সবচেয়ে সমস্যা ট্রাফিক মোড়ে। এই এলাকায় রাস্তার একাংশজুড়ে লাইন দিয়ে রাখা মোটর সাইকেল, ছোট গাড়ির সার। রাস্তায় নাগরিকদের চলাচল করাই দায়। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘শীঘ্রই শহরে আলাদাভাবে পুরসভার নিজস্ব পার্কিং জোন তৈরি করা হবে। এজন্য একাধিক জায়গা দেখা হয়েছে।’

বর্তমানে পার্কিং জোন না থাকায় শহরের ট্রাফিক মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত এলাকা, থানা মোড় থেকে জরদা সেতু সংলগ্ন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছোট গাড়ি, মোটরবাইক পার্কিং করা হচ্ছে। এছাড়া জাগৃতি মোড়, দুর্গাবাড়ি, নতুন বাজারেও একই অবস্থা। কেউ কেউ শহরের অন্তর্গত জাতীয় সড়কের একাংশে দীর্ঘসময় ছোট গাড়ি পার্ক করেন। বাজারে আসা ক্রেতাদের একাংশ পার্কিংয়ের সমস্যার দরুন ময়নামাতা কালীবাড়ির সামনে কিংবা থানার প্রবেশপথের উপর মোটর সাইকেল রেখে দেন। অনেকে আবার সবজি বাজারের ভেতর রাস্তার উপরই মোটর সাইকেল পার্ক করেন।

বাড়ছে ক্ষোভ

- রাস্তার যত্রতত্র মোটরবাইক, ছোট চার চাকার গাড়ি পার্কিং করে রাখা হচ্ছে
- ব্যস্ত সময়ে সব থেকে বেশি সমস্যা হয় ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি রোডে
- পুলিশ কখনো-কখনো অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়

ব্যস্ত সময়ে ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি রোডে সব থেকে বেশি সমস্যা হয়। যে সমস্ত মানুষ গ্রাম থেকে ময়নাগুড়ি শহরে আসেন, নির্দিষ্ট পার্কিং জোন না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। কখনো-কখনো পুলিশ অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। সেক্ষেত্রে জরিমানাও করা হয়। ময়নাগুড়ি শহরের বাসিন্দা নরেশ অধিকারী বলেন, ‘শহরের পরিধি বাড়লেও নির্দিষ্ট পার্কিং জোন নেই। এদিকে, অবৈধ পার্কিং করলে অনেক সময়ে জরিমানার শিকার হতে হয়।’ অমল দাস নামে আরেকজন বাসিন্দার কথায়, ‘বাজার করতে বেরিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে মোটরবাইক রাখতে হচ্ছে।’

ছোট গাড়ি নিয়ে মৌলানি থেকে ময়নাগুড়িতে আসা দুলাল দেবগুপ্তের বক্তব্য, ‘বাজারের ভেতরে গাড়ি রাখার জায়গা নেই। বাইরেও গাড়ি রাখার জন্য আলাদা কোনও জায়গা নেই। ফলে রাস্তার উপর গাড়ি রাখা ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখছি না।’

হেলমেট সচেতনতা

ময়নাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের গান্ধিগিরি ময়নাগুড়ি শহরে। সোমবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক মোড়গুলিতে হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের সচেতন করে পুলিশ। জরিমানা আদায় না করে হেলমেট না পরার পরিণাম কী হতে পারে এবং তাতে তাঁদের পরিবার কতটা অসহায় অবস্থায় পড়তে পারে, সেসব বোঝানোর চেষ্টা হয়। এরপর অনেকে হেলমেট পরে রওনা দেন। যাঁদের কাছে হেলমেট ছিল না, তাঁরা এরপর কিনে বাইক চালাবেন বলে পুলিশকে প্রতিশ্রুতি দেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘জরিমানার বদলে বুঝিয়ে মানুষকে হেলমেট পরার ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা করছি।’

আন্দোলনে সাফাইকর্মীরা

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বেতন বৃদ্ধি, সময়মতো বেতন, ইপিএফ ও গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি দাবিতে জলপাইগুড়ি পুরসভা চত্বরে পোস্টার সেঁটেছে সাফাইকর্মী একতা মঞ্চ। আগেও বহুবার সংগঠনটি পুরসভায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। গত সপ্তাহে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু লাভ কিছু না হওয়ায় এবার পোস্টার সাঁটার কর্মসূচি নিয়েছে। সাফাইকর্মীরা জানিয়েছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পোস্টারগুলি হলুদ রংয়ে করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে পুরসভার সঙ্গে ৯ দফা দাবি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিষ্ফল হওয়ায় সংগঠনটি জেলা শাসককের কাছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে প্রায় ৩০০ জন সাফাইকর্মী কাজ করেন। সামান্য বেতনে বছরের পর বছর তাঁরা কাজ করছেন বলে অভিযোগ। সময়মতো বেতনও মেলে না। নেই ইপিএফের সুবিধে। অবসরপ্রাপ্ত অনেকের গ্র্যাচুইটি বকেয়া।জলপাইগুড়ি সাফাইকর্মী একতা মঞ্চের সভাপতি প্রতাপ রাউত বলেন, ‘পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি জানিয়ে পোস্টার সাঁটাচ্ছি। বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পুরকর্তারা।’ দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে সাফাই বন্ধ রেখে আন্দোলন করার হুমকি দেন তিনি।

জলপাইগুড়ি পুরসভাজুড়ে পোস্টারিং সাফাইকর্মীদের।

পুলিশের জালে মাদকের মক্ষীরানি

জয়গাঁ, ২১ এপ্রিল : এ যেন গোয়েন্দা গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও রহস্যময় চরিত্র। বছর পাঁচেক আগে কোচবিহার থেকে জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিল এক মহিলা। নাম আজিমা খাতুন। এলাকাবাসীর সঙ্গে তার খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। তবে বাড়িতে নাবালক ও ১৮-১৯ বছর বয়সি তরুণদের আনাগোনা লেগেই থাকত। তাদের কেউ তাকে ডাকত মাসি বলে, কেউ ডাকত কাকি। মাসের মধ্যে ১৫ দিনই নাকি সেই মহিলার ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখতেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার রাতে জয়গাঁ থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকের কারবার চালানোর দায়ে। অভিযোগ, সেই ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে মাদকের ব্যবসা চালাত সে। সেইসঙ্গে জয়গাঁ শহরে মাদক কারবারে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

এই ঘটনা নিয়ে সোমবার জয়গাঁ থানায় এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে বলেন, 'পুলিশ জয়গাঁকে নেশামুক্ত করবেই। এই মহিলা আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে বলে আমাদের অনুমান। নেশার কারবারের একেবারে মাথা অবধি পৌঁছাতে চাইছি আমরা।'

আজিমা নামের সেই মহিলা মাঝেমধ্যেই কোথায় যেত, কী করত, তা জানতেন না কেউই। তার ঘরে অল্পবয়সিদের আনাগোনা দেখে এতদিন ঘুণাক্ষরেও স্থানীয়দের কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। ছোটদের স্নেহের চোখে দ্যাখে, এমনটাই মনে করতেন প্রতিবেশীরা। তবে সন্দেহ বাড়তে থাকে সপ্তাহখানেক আগেকার একটি ঘটনা থেকে। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'যে ছেলেগুলি ওই মহিলার ঘরে ঢুকছিল, বাকিদের সামনে পড়লে তারা কিছু লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত।'

রবিবার রাতে শহরে এক তরুণকে মাদক সহ হাতেনাতে ধরে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আজিমার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'রবিবার যে ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, সেই ছেলেটির সঙ্গে এলাকার আরও একটি বাচ্চা ছেলে ঘুরত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলেছিল, মাসি প্যাকেটে বাদামি রঙের পাউডার দেয়। তখন বুঝলাম কোনও নেশার দ্রব্যই হবে। আমরা ওই তরুণকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ও কোনও কথা শোনেনি।'

> পুলিশ জয়গাঁকে নেশামুক্ত করবেই। এই মহিলা আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে বলে আমাদের অনুমান। নেশার কারবারের একেবারে মাথা অবধি পৌঁছাতে চাইছি আমরা।
>
> **প্রশান্ত দেবনাথ,** এসডিপিও জয়গাঁ

রবিবার মহিলা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ ওই মহিলার ঘর থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, ৫১ হাজার টাকা ও ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, কোচবিহার ও মালদা থেকে মাদক নিয়ে আসত সে। তাহলে কি কোচবিহার থেকে জয়গাঁতে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল শহরের মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য?

এলাকাবাসীর কথায়, এই মহিলাকে তারা লকডাউনের পর থেকে এলাকায় দেখছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে কোচবিহার হয়ে জয়গাঁ অবধি নেটওয়ার্ক বিছানো রয়েছে সেই মহিলার। ঘরে বসে ফোন করে সেই নেটওয়ার্ক মারফত মাদক আনিয়ে নিত আজিমা। তবে মাঝেমধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যেত, মাদক আনতে যেত কি না, সেটা স্পষ্ট নয়।

চিতাবাঘের আতঙ্ক

বেলাকোবা, ২১ এপ্রিল : চিতাবাঘের আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছেন চা বাগানের শ্রমিকরা। শনিবার বারোপাটিয়া অঞ্চলের ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে এক শ্রমিক চিতাবাঘের হামলায় আহত হওয়ার পর খাঁচা পাতে বন দপ্তর। তবে সোমবার পর্যন্ত চিতাবাঘকে খাঁচায় বন্দি করতে পারেননি বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বর্তমানে ঝুটুং ওরাওঁ নামে ওই শ্রমিক শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

শনিবারের পর রবিবারও বাগানে ফের চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে অনেকে দাবি করেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা দ্রুত চিতাবাঘটিকে খাঁচায় বন্দি করার দাবি জানিয়েছেন। এবিষয়ে শাসকদলের বাগিচা শ্রমিক সংগঠনের নেতা সন্তু ঝা বলেন, 'রবিবার বিকেলের দিকে বাগিচার ৩৫ নম্বর সেকশনে একটি চিতাবাঘকে দেখা গিয়েছে। বন দপ্তরের আরও নজরদারি বাড়াক।'

শিলিগুড়ি প্রাইমারি কাউন্সিল অফিসে বিক্ষোভ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির।

ক্ষুব্ধ দলের শিক্ষক সমিতিও

ফের বিতর্কে তৃণমূলের রঞ্জন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : আবার বিতর্কে রঞ্জন। এবার টেবিল চাপড়ে আঙুল উঁচিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়কে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন প্রাথমিক শিক্ষক তথা শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। আর এই ঘটনার পর চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণের অভিযোগে তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির দার্জিলিং (সমতল)-এর তরফে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সংসদের চেয়ারম্যানের ঘরে কার্যত মারমুখী রঞ্জনের 'দাদাগিরি' দেখে শিক্ষকদের অনেকেই তাজ্জব হয়ে যান। জনাকয়েক শিক্ষক তৃণমূল কাউন্সিলারের হাত ধরে বসানোর চেষ্টা করলেও তিনি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যানকে আরও শাসাতে থাকেন। শিক্ষকের বদলি প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের নামে রঞ্জন শীলশর্মার এদিনের ব্যবহার ফের তাঁর 'থুতু কাণ্ড'-কে মনে করিয়ে দিল। তৃণমূল কাউন্সিলারের 'দাদাগিরি'র প্রমাণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ রায়। যদিও নিজের বক্তব্য বা ব্যবহারের বিষয়ে রঞ্জন কোনওরকম অনুশোচনা করতে রাজি হননি।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার খড়িবাড়ি সার্কেলে কর্মরত শিক্ষক মহম্মদ ইরশাদকে গত ছয় মাসে দু'বার 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলি করা হয়েছে। কিন্তু সেই বদলির প্রক্রিয়া ও সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সদস্যরা চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করেন।

মহম্মদ ইরশাদকে ডাংগুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথমে অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়। যার মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁকে আবার অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুল থেকে রামজনম প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। শুধু তাই নয়, রামজনম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে রামজনম জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলে ক্লাস নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রাথমিক শিক্ষককে জুনিয়ার হাইস্কুলে বদলি করা হয়েছে। যে স্কুল থেকে শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে, সেই স্কুলটিতে এমনিতেই কম শিক্ষক থাকায় সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু এই বেআইনি বদলির কথা চেয়ারম্যান জানেনই না। সবটা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করছেন।'

বিষয়টি রঞ্জনরা অভিযোগ আকারে চেয়ারম্যানকে জানাতে যান। কিন্তু সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলার উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

> যে ব্যবহার করা হল, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। যে ব্যবহার রঞ্জন করেছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।
>
> দিলীপ রায়

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকারের সামনে চেয়ার ছেড়ে উঠে রঞ্জন বারেবারে দিলীপকে শাসাতে থাকেন। রঞ্জনের ব্যবহারে চেয়ারম্যান পালটা আঙুল তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেসময়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে রঞ্জন বলেন, 'একজন প্রাথমিক শিক্ষকের ওপর চেয়ারম্যান অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি পুরো বক্তব্য ক্যামেরার সামনে বলেছি। চেয়ারম্যান ওই শিক্ষকের বদলি রদ করবেন বলে জানিয়েছেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে বদলি করছেন, তা তিনি স্বীকার করেছেন।'

যদিও রঞ্জনের ব্যবহার প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'যে ব্যবহার করা হল, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। যে ব্যবহার রঞ্জন করেছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।' তাঁর আরও সংযোজন, 'খড়িবাড়িতে জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলটি একই প্রাঙ্গণে রয়েছে। জুনিয়ার হাইস্কুলে গেস্ট টিচার পদত্যাগ করেছেন। বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষক যদি জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাস নেন, তাতে কোনও ভুল হয়নি। শিক্ষক বদলির নিয়ম নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেটাও ঠিক নয়। তবে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখব।'

ব্রিগেডে উপস্থিতি স্পষ্ট করলেন না নৌশাদ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ২৬ এপ্রিল ফুরফুরার পিরজাদাদের একাংশের তরফে ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়। ওই ব্রিগেডে ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী থাকবেন কি না তা সোমবারও স্পষ্ট করলেন না তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মীরা যেখানে সমাবেশ করেছে, প্রতিবাদ করেছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যদি এখন ঘোষণা করি, আমি ব্রিগেডে উপস্থিত থাকব, তাহলে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি বাতিল করতে পারে। আমি চাই সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুক।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এক্ষেত্রে বিধায়ক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে নিশ্চিতভাবে তাঁর উপস্থিতির বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাইলেন না। ফলে উপস্থিতি না থাকলেও বিতর্কের সম্ভাবনা রাখলেন না।

উপার্জনের দিশা

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : বাগানের পরিস্থিতি ভালো নয়। মজুরি বেতন অনিয়মিত। উপার্জনের দিশা দেখাতে সোমবার সন্ধ্যায় রেডব্যাংক চা বাগানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে স্লাইড শো দেখাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ডুয়ার্স জাগরণ। এতে মূলত প্রতি বাড়িতেই পালিত ছাগল ও মুরগির পরিচর্যা ঠিক কী উপায়ে করলে আয় এক ধাক্কায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হতে পারে, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুরগি, ছাগল প্রতিপালনের পথ বাতলে দেওয়া হয়।

বাবার মৃত্যুদণ্ড

প্রথম পাতার পর

সেই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন সুজিত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এক-দু'দিন বাদে ২০ তারিখ সকালে সুজিতকে ওই মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখে ফেলেন মিতালি। দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের আট বছরের পুত্রসন্তান। বচসা চলাকালীন একটি কুড়ুল দিয়ে সুজিত তাঁর স্ত্রীর মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন মিতালির মা কল্পনা সরকার এবং ৮৫ বছরের দিদিমা হিরণবালা সরকার। অভিযোগ, কুড়ুল দিয়ে সেই সময় শাশুড়ি এবং দিদিশাশুড়িকেও আঘাত করে সুজিত। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে এলে চিকিৎসক মিতালিকে মৃত ঘোষণা করেন। কল্পনা এবং হিরণবালা দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

আদালতের চোখে এটি একটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। সুজিত নিজের পছন্দে মিতালিকে বিয়ে করলেও স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনও ভালোবাসা ছিল না। শুধু তাই নয়, ছেলের সামনে স্ত্রীকে খুন করার পাশাপাশি আরও দুজনকে সে খুনের চেষ্টা করেছিল। যার থেকে পরিষ্কার হয় সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা ঘটিয়েছে।

ঘটনার পর মিতালির দিদি চৈতালি ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে খুন এবং খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন সুজিত। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব বলেন, 'মামলায় অভিযুক্তের ছেলে সহ মোট ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক এদিন অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দিয়েছেন।'

এদিন আদালতের বাইরে বেঞ্চে বসেছিল মিতালির ছেলে। বিচারক যখন সুজিতকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন তখন সে দৃশ্যতই খুশি। মিতালির মা কল্পনা বলেন, 'আদালতের রায়ে মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

গোদের উপর বিষফোড়া

প্যারাটিচারদের বয়কটে বেহাল স্কুল

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : প্যারাটিচারদের চারদিনের স্কুল বয়কট শুরু। স্কুলগুলিতে চরম ডামাডোল অবস্থা।

আদালতের রায়ের পর থেকে স্কুলে আসছেন না সিংহভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা। সেই ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে স্কুলগুলোকে। এবারে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো সোমবার থেকে শুরু হয়েছে প্যারাটিচারদের স্কুল বয়কট। চারদিনের এই কর্মসূচিতে কার্যত ঝাঁপ বন্ধের মুখে পড়ল স্কুলগুলো।

দীর্ঘদিন থেকেই সম্মানজনক বেতন সহ পেশাগত দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাইমারি ও হাইস্কুলের প্যারাটিচাররা। এর আগে একদফায় চলতি মাসের ৭ থেকে ৯ তারিখ তিনদিন একইভাবে স্কুল বয়কটে শামিল হয়েছিলেন প্যারা টিচাররা। এযাত্রায় ২১ ও ২২ এবং ২৪ ও ২৫ এপ্রিল এই চারদিনের বয়কট শুরু হয়েছে। মাঝের ২৩ এপ্রিল প্যারাটিচারদের একাংশ কলকাতায় বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। সেখানেও শামিল হবেন জেলার বহু প্যারাটিচার সহ সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে কর্মরত শিক্ষাবন্ধুরাও। চারদিনের বয়কটকে সমর্থন করে নিখিলবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমল বাড়ই বলেন, 'হাইস্কুলের একজন প্যারাটিচার মাসে ১৩ হাজার এবং প্রাইমারিতে ১০ টাকা বেতন পান। ওই টাকায় একজন শিক্ষকের সংসার চলা সম্ভব কি না সেটা সকলে বিচার করে দেখুক। দাবি আদায়ে আমাদের কাছে স্কুল বয়কট ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না।'

নিয়ম অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ২০টি ক্লাস করার কথা একজন প্যারাটিচারের। বাস্তবে তার থেকেও অনেক বেশি ক্লাস করার পাশাপাশি স্কুলের অন্যান্য কাজও নিয়মিত করতে হয় তাঁদের। অনেক স্কুলেই হায়ার সেকেন্ডারি স্তরের ক্লাসও করতে বাধ্য হন তাঁরা। অনেক স্কুলেই প্যারাটিচারদের চাপে রাখার অভিযোগও শোনা যায়। সব মিলিয়ে এবারে জোড়ালো আন্দোলনে প্যারাটিচাররা। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাইমারি ও হাইস্কুল মিলে অন্তত হাজার দেড়েক পার্শ্বশিক্ষক এদিন বয়কটে শামিল হয়েছেন। অনেক স্কুলে আবার শিক্ষকদের চাকরি যাওয়ায় গজিয়ে ওঠা সমস্যার জেরে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ক্লাস করলেও হাজিরা খাতায় সই করেননি তাঁরা। প্যারাটিচাররা পুরোপুরি কাজ বন্ধ করলে বিপদ চরমে উঠবে বলে মন্তব্য করেন দুরামারি চন্দ্রকান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সজলকান্তি সরকার। তিনি বলেন, 'আদালতের রায়ের পর থেকে ৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষাকর্মী স্কুলে আসছেন না। এই অবস্থায় ছয়জন প্যারাটিচার কাজ না করলে স্কুল চালানোই অসম্ভব হয়ে যাবে। আন্দোলন শামিল হলেও আমাদের স্কুলের পার্শ্বশিক্ষকরা অনুরোধে সাড়া দিয়ে ক্লাসটুকু চালিয়ে দারুণ সহায়তা করছেন।'

> হাইস্কুলের একজন প্যারাটিচার মাসে ১৩ হাজার এবং প্রাইমারিতে ১০ টাকা বেতন পান। ওই টাকায় একজন শিক্ষকের সংসার চলা সম্ভব কি না সেটা সকলে বিচার করে দেখুক। দাবি আদায়ে আমাদের কাছে স্কুল বয়কট ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না।
>
> **কমল বাড়ই** জেলা সম্পাদক নিখিলবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক সমিতি

প্যারাটিচারদের বড় অংশই মনে করছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় যে মারাত্মক শূন্যতা তৈরি হয়েছে তাতে আন্দোলনকে জোরদার করা গেলে রাজ্য সরকার এবং সর্বশিক্ষা মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবির প্রতি নজর দিতে বাধ্য হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চের পক্ষে সুমিত সরকার বলেন, 'একজন নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকার তুলনায় আমাদের কম কাজ করতে হয় না। অথচ বেতন বাবদ আমরা তাঁদের সিকিভাগও পারিশ্রমিক পাই না। আমরা কাজ করতে পিছপা নই। কিন্তু পারিশ্রমিকের এত বিশাল বৈষম্য মানা যায় না।'

চারদিনের স্কুল বয়কটের প্রথম দিনেই ক্লাস চালিয়ে নিতে চূড়ান্ত নাজেহাল স্কুল কর্তৃপক্ষ। আগামী তিনদিন কী হবে তা ভেবেই উদ্বেগে রয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষকই প্যারাটিচারদের দাবিকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার একটি স্কুলে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ।

গাড়িতে দগ্ধ হয়ে মৃত ৪

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সোমবার ভোরে পূর্ব নেপালের ইলম জেলার তাপলেজুং এলাকায় তড়িদাহত হয়ে শিশু ও মহিলা সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি নিয়ে একটি পরিবার পাতিভারা মন্দির দর্শনে যাচ্ছিল।

সেখানকার সেওয়ারো চকে রাস্তার ওপরে ঝুলতে থাকা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গাড়িতেই চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। ইলমের ডেপুটি পুলিশ সুপার রবি রাওয়াল জানিয়েছেন, গাড়িটি জেলা সদরের ফুংলিং থেকে পাতিভারা যাচ্ছিল। তবে, মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি।

আর ওড়ে না প্রজাপতি

প্রথম পাতার পর

'এটা অনস্বীকার্য যে সড়ক নির্মাণের ফলে চুইখিমের পাখি ও প্রজাপতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নির্মাণকারী সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই পাহাড়ি এই পথে নতুন করে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। তবে সেগুলো বড় হতে সময় লাগবে নিদেনপক্ষে দশ বছর। আমরা আশাবাদী আবার পাখি ও প্রজাপতির দল চুইখিমে ফিরবে।'

বাস্তবে, বাগ্রাকোট থেকে লোলেগাঁও পর্যন্ত নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের ৪১ কিলোমিটার অংশে যে হারে গাছ কাটা হয়েছে তার বিনিময়ে নতুন করে চারাগাছ রোপণ করার কাজও করেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড।

জাতীয় সড়কের ধারে যে যে অংশে জমি রয়েছে সেখানেই বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে বলে দাবি এনএইচআইডিসিএলের। তা সত্ত্বেও পরিবেশের যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তা পূরণ করতে যে আরও কয়েক দশক লাগবে সে বিষয়ে নিশ্চিত সকলেই। ততদিন পাখি আর প্রজাপতিরা ফিরবে না তাদের পুরোনো ঠিকানায়।

পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুটছে খেলনা ট্রেন। সোমবার তিনধারিয়ায়। -রণজিৎ ঘোষ

বঙ্গ দর্শন হাসির

প্রথম পাতার পর

তিনি মণিপুরে মহিলাদের ধর্ষণ, অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েও নড়েননি। ই-মেল মারফত নির্দিষ্ট অভিযোগ গেলেও তাঁর কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। শেষে মহিলাদের নগ্ন করে হাঁটানোর ভিডিও ভাইরাল হলে আর চেপে রাখা যায়নি। পরে এক ফাঁকে তিনি গোপনে মণিপুর গিয়ে দুজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিলেন। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এমনকি এ দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে গতবছর তাঁর মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশে-বিদেশে। এহেন রেখা দেবী এখন হরিয়ানার বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ।

তাঁর জায়গায় এখন চেয়ারপার্সন হয়ে মুর্শিদাবাদে তদন্তে এসেছেন বিজয়া রাহাতকর। তিনি ছিলেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনের দায়িত্বে। রাজস্থানে দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর ফেসবুক পেজ এখন মুর্শিদাবাদ নিয়ে নানা মন্তব্যে ভর্তি। তাঁর সঙ্গী অর্চনা মজুমদার এখানে বিজেপির হয়ে বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁরা কী রিপোর্ট দেবেন তা এখনই আঁচ করা খুব কঠিন কি? এবং এই সরকারি টিমের সঙ্গে আগাগোড়া মুর্শিদাবাদ ঘুরেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁরা কী কী বলতে পারেন আন্দাজ করা খুব কঠিন কি?

মহিলা কমিশনের মুর্শিদাবাদ সফর নিয়ে তর্জাও নেহাত কম হচ্ছে না। শাসকদল সরাসরি তার নাম দিয়েছে 'নটোরিয়াস কমিশন অফ হোয়াইট পেপার্স'। হোয়াইট পেপার্স প্রসঙ্গ এসেছে সন্দেশখালির সূত্রে। তৃণমূল তখন অভিযোগ করেছিল, কমিশন সেখানকার মহিলাদের জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়েছে। ঘটনাচক্রে জনা দুই মহিলা পরে পুলিশের কাছে তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করানোর অভিযোগ করেছিলেন। এ নিয়ে রেখাদেবী নির্বাচন কমিশনের কাছে পালটা নালিশ করেছিলেন, ওই মহিলাদের ভয় দেখিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়েছে শাসকদল।

মনে রাখতে হবে এইসব কমিশন কোনও আদালতের নির্দেশে নয়, এসেছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃপ্রণোদনা এত বেশি তা চোখে লাগে রীতিমতো। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসা দেখতেও দলে দলে নানা কমিশন এসেছে এখানে। তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কোথায় কার কাছে কী রিপোর্ট দিয়েছে কে জানে! এখানে তাঁরা যেসব কথা বলেন, চলে যাওয়ার পর আর তা শোনা যায় না। বছর ফুরোলেই বিধানসভার ভোট। এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওয়ার্ম আপ। সব পক্ষেরই। তাই ক্রমেই তৎপরতা বাড়বে দিল্লির।

স্কুল বয়কট পড়ুয়াদের

প্রথম পাতার পর

স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে 'ভুল হয়েছে' বলে মুচলেকা নেন। অভিভাবক সুবল রায় বলেন, 'ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সে মিছিল দেখে আগেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে।' অভিভাবক রতন দেবনাথ বলেন, 'আমার ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র। কেন মিছিলে গেল, স্কুল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম। টিচার ইনচার্জ জানেন না বাইরে থেকেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিছিল বের করা হয়েছে।'

পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়ারাও ক্লাস বয়কট করে স্কুলের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মৌসুমি রায়ের কথায়, 'এমনিতেই স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুব কম। তার মধ্যে চলে গেলেন আরও তিনজন শিক্ষক। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতেই স্কুল বয়কট করেছি।' এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে স্কুল থেকে রিকদেব রায়। তার বক্তব্য, 'স্কুলের পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে। সেই কারণেই এই আন্দোলন।' দশম শ্রেণির ছাত্রী মমতা সেন বলে, 'যোগ্য শিক্ষকরা স্কুলে ফিরে আসুন। সেটাই জানাতে চাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। টিচার ইনচার্জকে জানিয়েই মিছিল করা হয় এদিন।'

শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা কম থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্কুলের টিচার ইনচার্জ অবিনাশচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, স্কুল পড়ুয়ারা এদিন স্কুল বয়কটের কথা জানিয়ে আমাকে একটি দাবিপত্র জমা দেয়। তাতে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে স্কুলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফেরাতে হবে। পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে।' স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি বলেন, 'আন্দোলন বড় কথা নয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা একেবারেই কম। এখন বিজ্ঞান এবং অঙ্ক পড়ানোর ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেড়ে গেল। আমরা আলোচনায় বসে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করব।'

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্টের কড়া অবস্থানে।

ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন বন্ধ না করার ব্যাপারে বুধবারের মধ্যে কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থতার জন্য রাজ্য, পর্ষদ ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক।

ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ পরিবর্তন করে বাকি বহাল রাখলেও নির্দেশ এখনও কেন কার্যকর হল না? অযোগ্যদের থেকে সুদ সমেত বেতন ফেরাতে ও বেতন বন্ধ করতে রাজ্যের পদক্ষেপ কী? বেতনের তালিকায় অবৈধদের নাম থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে? ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে কমিশনের পদক্ষেপ কী?'

নিয়োগে যে ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল, তার প্রত্যেকটির একজন করে প্রতিনিধি সহ ১৪ জন সোমবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শোনা গিয়েছিল, প্রায় ১৯ হাজার যোগ্য শিক্ষকের তালিকা শিক্ষা দপ্তরকে রবিবার পাঠিয়েছিল কমিশন। তারপর সোমবার তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত তালিকা প্রকাশের কথায় অবাক হন অপেক্ষারত শিক্ষকরা।

তাঁরা রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলায় র‍্যাফ নামানো হয়েছে সন্ধ্যায়। শিক্ষকরা কাউন্সেলিংয়ের অজুহাত মানতে নারাজ। এক বিক্ষোভকারী কান্না জড়ানো গলায় বলেন, 'আজ আমরা আর ললিপপ নিয়ে বাড়ি ফিরব না।' পুলিশ বিক্ষোভকারীদের শিক্ষক সুলভ আচরণ করতে বলছে। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভে অনড় শিক্ষকরা। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা চোর সাব্যস্ত হতে চাই না। পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়েছি। দুর্নীতির শিকার হয়ে নিজেদের বলি দেব না।'

থানাতেই জাল সার্টিফিকেটের

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনকে আরও কঠোরভাবে প্রতিটি দপ্তরে নজর রাখতে হবে।' এবিষয়ে আরেক আইনজীবী তানভির আলম বলেন, 'এই কেসটির বিষয়ে শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি অনুভব করছি, এটা শুধুমাত্র একজনের কারসাজি নয়। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের পক্ষে এত বড় কাজ একা করা সম্ভব নয়। আমার মতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।'

কেরলে রহস্যমৃত্যু ধূপগুড়ির তরুণের

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার কেরলে রহস্যজনকভাবে ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুশান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। আগামী বুধবার তাঁর নিথর দেহ ফিরবে। অন্যদিকে, কেরলে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। সুশান্তের পরিবারের লোকেরা অবশ্য খুনের অভিযোগ তুলেছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ওই তরুণ দুই মাস আগে কেরলে রড বাইন্ডিংয়ের কাজে গিয়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ও তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি সুশান্তের পরিবারকে জানান গত দু'দিন আগে কেরলে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। তারপরই সুশান্তর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। ফলে গোটা ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও সুশান্তের আত্মীয়ের কথাতেও অনেক অসংগতি। তাই তরুণের পরিবারের দাবি, সহকর্মীদের একাংশই তাঁদের ছেলেকে খুন করেছে। এখন ওই আত্মীয়কেও তাঁরা মিথ্যে বলতে চাপ দিচ্ছেন। মৃতের বাবা সুভাষ রায় বলেন, 'ওই আত্মীয় ফোনে প্রথম ঘটনাটি জানান। বাড়ির বড় ছেলে সংসারের হাল ধরতে কাজে গিয়েছিল, সে আর ফিরবে না ভেবেই বাড়ির সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আমাদের ধারণা, তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

সুশান্তর পরিবারের দাবি, কেরল থেকে ওই আত্মীয় নানা সময়ে নানা কথা বলছেন। কখনও তিনি বলছেন, ঘরের ভিতর সুশান্তর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আবার কখনও বলছেন কেউ মারধর করে তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। এমনকি রবিবার সকালে সুশান্ত পরিবারের থেকে সাত হাজার টাকাও চেয়ে নিয়েছিল। তারপরেই তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। কেরলে সোমবার দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। তারপরই সেখান থেকে মৃতদেহ ধূপগুড়ির উদ্দেশে রওনা করা হয়েছে। মৃতের মামা তপন রায় বলেন, 'কেরলে আদতে কী হয়েছিল তা কিছুই বুঝতে পারছি না। মৃতদেহ ধূপগুড়ি ফিরলে তারপর আমরা ধূপগুড়ি থানায় পুরো বিষয়টি জানাব।' যদিও ঘটনাটি শোনার পরই ধূপগুড়ি থানায় গিয়ে পরামর্শ নেওয়া হয়। সুশান্তর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ ও তাঁর আত্মীয় সহ আরও ছয়জন ধূপগুড়ি থেকে কাজে গিয়েছিল। হঠাৎ কী করে তাঁর মৃত্যু হল, সেই নিয়ে পরিবারের সকলেই সন্দিহান।

সাজঘরে নতুন নাম পেলেন হিটম্যান

রোহিতের পরামর্শেই বাজিমাত সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : ম্যাচ তখন সবে শেষ হয়েছে। আইপিএলের এল ক্লাসিকোয় চেন্নাই সুপার কিংসকে ৯ উইকেটে হারানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠের ধারে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। রোহিতের হাতটা চেপে ধরে খোশগল্পে মাতলেন। দীর্ঘদিনের অফফর্ম কাটিয়ে রানে ফেরা রোহিতের উপর যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও ভরসা হারায়নি, নীতা যেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন।

৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস, ৩৩৯ দিন পর আইপিএলে অর্ধশতরান, সূর্যকুমার যাদবের (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮) সঙ্গে ১১৪ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা- সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রবিবারের রাত রো-হিটময়।

৯ উইকেটে জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সূর্যও মেনে নিলেন, রোহিতের ফর্মে ফেরা গোটা দলের জন্য স্বস্তির বিষয়।

> রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি।
> -সূর্যকুমার যাদব

সঙ্গে আরও জানালেন, হিটম্যানের পরামর্শেই তাঁর ব্যাট থেকে ম্যাচ জেতানো ইনিংস এসেছে। সূর্য বলেছেন, 'রোহিত কিংবদন্তি। ওর ক্রিকেটীয় জ্ঞান অতুলনীয়। পিচে গ্রিপ ছিল। কিন্তু রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি। রায়ান রিকেলটন আউট হওয়ার পর কোচ এসে বলে, তুমি তিন নম্বরে নামো। কারণ সেই সময় রবীন্দ্র জাদেজা বোলিং করছিল। স্পিনারদের মাথায় চড়তে না দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ম্যাচের আগের দিন তিন নম্বরে নামার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যদি সিদ্ধান্ত ভুল হত তাহলে দায় আমি নিতাম। তবে কাউকে এগিয়ে আসতেই হত। আমিই সেই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দল যার সুফল পেল।'

রানে ফেরার দিনে ম্যাচের সেরার জন্য রোহিত ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি। ম্যাচ শেষে সাজঘরে হিটম্যানকে নতুন নামও দিয়ে ফেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ও একজন ম্যাভেরিক। অভিধান অনুযায়ী 'ম্যাভেরিক' শব্দের অর্থ বাউন্ডুলে, যাযাবর, কারও বশবর্তী নয় এমন বা স্বাধীন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ রোহিতকে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, তাঁর ভয়ডরহীন ব্যাটিং বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার করেছেন জয়বর্ধনে।

এবারের আইপিএলে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে রান না পাওয়া রোহিতের কাছে এদিনের ইনিংসের গুরুত্ব বেশি। তাই ফর্মে ফেরার জন্য টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পোস্ট করেছেন রোহিত। জয়বর্ধনেও জানিয়েছেন, তিনি রোহিতের মনের অবস্থা বোঝেন। কারণ, তাঁকেও অফফর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মুম্বইয়ের কোচ বলেছেন, 'খেলার আগে পলি (কায়রন পোলার্ড) সকলকে নিজের সেরাটা দিতে বলেছিল। তোমরা সেটা করেছ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জীবনেই কঠিন পরিস্থিতি আসে। রোহিতেরও এসেছে। আমারও এসেছিল। এই সময় মাথার মধ্যে অনেক দৈত্য ঘোরাফেরা করে। তাদের হারাতে হয়। রোহিত সেটা করতে পেরেছে। ওর ব্যাটিং দেখে আমি খুব খুশি।'

জয়ের পর রোহিত শর্মাকে অভিনন্দন সূর্যকুমার যাদবের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে।

চলতি আইপিএলে প্লে-অফের আশা প্রায় শেষ, মানছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

আগামী মরশুমের সঠিক কম্বিনেশনে নজর ধোনির

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : আট ম্যাচে হাফডজন হার। চলতি আইপিএলে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংসের। যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মহেন্দ্র সিং ধোনিরও। তাই এবারের প্লে-অফের চেয়েও আগামী মরশুমের জন্য দলের সঠিক কম্বিনেশন তৈরিতে জোর দিতে চাইছেন মাহি।

বোলিং ব্রিগেড দায়িত্ব পালন করলেও এবার চেন্নাইকে প্রতি ম্যাচে ডুবিয়েছেন ব্যাটাররা। রবিবারও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

আয়ুষের প্রশংসায় মাহি

বিরুদ্ধে টিনএজার আয়ুষ মাত্রের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতরান সত্ত্বেও সিএসকে আটকে যায় ১৭৬/৫ স্কোরে। যা রো-হিট শো ও সূর্যকুমার যাদবের তাণ্ডবের সামনে ধোপে টেকেনি। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মা, সূর্যদের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে আম্পায়ারের সঙ্গে মাহিকে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায়। কী কথা হয়েছিল বোঝা না গেলেও ধোনিকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি দলের হারে খুশি নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ধোনি বলেছেন, 'আমাদের সামনে ছয়টি ম্যাচ আছে। সবক'টিই জিততে হবে আমাদের। একটা করে ম্যাচ ধরে ভাবতে চাই। যদি কয়েকটা হেরেও যাই তাহলে অন্তত আগামী মরশুমের জন্য সঠিক

> আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।
> মহেন্দ্র সিং ধোনি

কম্বিনেশন খুঁজে নিতে হবে আমাদের। দলে খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার নেই। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য প্লে-অফে যাওয়া। সেটা একান্তই না হলে আগামী বছরের জন্য সেরা একাদশ বেছে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারি।'

ব্যাটারদেরও কাঠগড়ায় তুলেছেন মাহি। বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।'

সিএসকে-র দমবন্ধকর অন্দরমহলে একঝলক টাটকা বাতাস ১৭ বছরের আয়ুষ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে আয়ুষ ওপেন করবেন। তার আগে রবিবার ওয়াংখেড়েতে আয়ুষের প্রতিভার ঝলক দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

টিনএজার আয়ুষকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত এমএসডি বলেছেন, 'আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচে আয়ুষ ভালো ব্যাটিং করেছে। আগ্রাসী মানসিকতার সঙ্গে আয়ুষের মধ্যে সঠিক শট বাছার ক্ষমতা রয়েছে। প্রথম বল থেকে নিজের সেরা শটগুলি খেলার চেষ্টা করেছে। আমরা ওকে খুব বেশি নেটে দেখিনি। কিন্তু টপ অর্ডারে এরকম আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে গেলে ও মিডল অর্ডারের কাজ সহজ করে দেবে।'

বিরাট উচ্ছ্বাসের ধরনে খুশি নন শ্রেয়স

মুল্লানপুর , ২১ এপ্রিল : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের বদলা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ। নেহাল ওয়াধেরার বলে জিতেশ শর্মা ছক্কা মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জেতাতেই শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে বিরাট কোহলি হাত ঝাঁকাতে থাকেন। যা পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ককে খুশি তো করেইনি, বরং তিনি এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়েছে। এরপর তিনি এগিয়ে যান বিরাটের দিকে। দুইজনে কথা বললেও মনে হয়েছে শ্রেয়স কোনও ঘটনা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার

মাহির সুর এবার কোহলির গলাতেও

চেষ্টায় কোহলি হেসে কথা বললেও শ্রেয়সের মুখে হাসি দেখা যায়নি। এমনকি কোহলি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও পাঞ্জাবের অধিনায়ককে তা ঠেলে সরিয়ে দিতেও দেখা যায়। তবে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে দুইজনে আলিঙ্গনও করেন।

শুধু এই ঘটনার সময়ই নয়, ঘরের মাঠে হারের বদলা মুল্লানপুরে চুকিয়ে ফেলতে গতকাল বিরাট আগ্রাসী মেজাজ নিয়েই নেমেছিলেন বলে মনে হয়েছে। নেহাল রানআউট হয়ে ফেরার সময় তাঁকে দেখা যায় ডাগআউটের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করতে। পরে বেঙ্গালুরুর রানতাড়ার সময় পাঞ্জাবের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা হরপ্রীত ব্রারকে দেখা যায় নিজের দলের এক বোলারকে বিরাটকে স্টাম্প আউটের ফাঁদে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যা শুনে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুরে কোহলিকে বলতে শোনা যায়, 'অনেক বছর খেলছি আমি। এইভাবে স্টাম্পড হই না। তোর কোচকেও আমি চিনি।'

বিপক্ষের প্রতি মনোভাব যেমনই থাক, নিজের দলের ক্রিকেটারের প্রতি অবশ্য বিরাটের উদারতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে রবিবার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার ৩৫ বলে ৬১ রান করা দেবদত্ত পাডিক্কালেরই পাওয়া উচিত বলে তিনি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে জানিয়ে দেন। কয়েকদিন আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও বলতে শোনা যায়, এটা তাঁর নয়, রবীন্দ্র জাদেজা ও নুর আহমদের প্রাপ্য। একইভাবে গতকাল বিরাটও বলে দেন, 'আমার তো মনে হয় দেবই (দেবদত্ত) আজ ফারাক গড়ে দিয়েছে ম্যাচে। এই পুরস্কার ওর প্রাপ্য। জানি না আমাকে কেন দেওয়া হল। প্রয়োজন

> এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটাই দল পেয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।
> বিরাট কোহলি

মতো আমি রানের গতি বাড়াতে পারি ঠিকই কিন্তু অন্যদের শক্তিটাও আমাকে তুলে ধরতে হবে। আমি একটা দিক ধরে রাখলেই ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।' পাডিক্কালের প্রশংসায় তিনি আরও জুড়ে দেন, 'আজ দেবের সঙ্গে জুটিটা উপভোগ করেছি। কখনও দেব, আবার কখনও রজতের (পাতিদার) সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ছি। সবসময় নিজের ছন্দে খেলে যাওয়াটা আমার লক্ষ্য থাকে। জানি টি২০ ক্রিকেটে সফল রানতাড়ায় একটি জুটিই যথেষ্ট। প্রয়োজনে আমিও চালিয়ে খেলতে পারি।'

ম্যাচ জিতে বিরাট কোহলির আগ্রাসী সেলিব্রেশন এখন চর্চায়।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি চলতি আইপিএলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। এজন্য দলের ভারসাম্যের কথা তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, 'এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটাই দল হয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।'

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ
লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট স্থান : লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনে বাড়তি তাগিদ সুহেলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিল : শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা। সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন শেষ হয়েছে।

প্রায় সবাই মাঠ ছাড়লেও সুহেল আহমদ ভাট, পাসাং দোরজি তামাং সহ কয়েকজন খেলোয়াড় কিন্তু রয়েই গিয়েছেন। তাঁরা তখনও নিজেদের মতো অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলারদের কাছে সুপার কাপ নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন সুহেলরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বাড়তি তাগিদ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে।

সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজা। বেশ কিছুক্ষণ সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। আসলে এই দুই কোচের তত্ত্বাবধানেই মোহনবাগান সুপার কাপ খেলবে। দলের অধিনায়ক হতে পারেন দীপক টাংরি।

সুপার কাপেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে অভিষেক হচ্ছে বিদেশি ডিফেন্ডার নুনো রিজের। প্রায় পুরো মরশুমটা মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাই অভিষেক ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চান তিনি। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি না হওয়ায় কিছুটা হতাশ এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

এদিন অনুশীলনে পুরো দলকে চনমনে মেজাজে দেখাল। অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছিলেন সাহালরা। মূলত এদিন গোলের সুযোগ তৈরি করা এবং ফিনিশ করার দিকেই বাড়তি জোর দিয়েছিলেন বাগান কোচেরা। মঙ্গলবার মোহনবাগান একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। তবে প্রতিপক্ষের নাম রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পরের দিনই অনুশীলনে নেমে পড়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। অ্যাড্রিয়ান লুনা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবেন কি না, নিশ্চিত নয়। তবে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন সারল কেরালা। আসলে এক বিদেশি সমন্বিত মোহনবাগানকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না কেরালা।

খেতাবের দৌড়ে টিকে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিল : শেষ মুহূর্তে ফেডেরিকো ভালভের্দের চোখধাঁধানো গোল। সেই গোলেই এল জয়। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে এই জয়ের সুবাদেই লা লিগার খেতাবি দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রইল রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম লেগে বিলবাওয়ের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছিল রিয়াল। এদিনও ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোর আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। একের পর এক আক্রমণে বিলবাওয়ের রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন রডরিগো, জুডে বেলিংহ্যামরা। তবে গোলের সামনে গিয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছিল রিয়াল। শেষপর্যন্ত ৮২ মিনিটে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তবে ভিএআর যাচাইয়ের পর তাও বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর ম্যাচ যখন গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই রিয়ালের ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হন ভালভের্দে। যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। সেটাই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ভালভের্দে দলের জন্য এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওঁর পা থেকেই জয়সূচক গোল। আমরা প্রথমার্ধে খানিকটা মন্থর ফুটবল খেলি। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে বেশ ভালো খেলেছি। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল।' জয়ের কারিগর ভালভের্দে বলেছেন, 'দলের জয়ে অবদান রাখা আমার কাছে গর্বের। গত ম্যাচে হারের পর এই দিনটাও সহজ ছিল না আমাদের কাছে।'

ফুটবলার ও মানসিকতায় পরিবর্তন চান অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : দলের পারফরমেন্স দেখে সম্ভবত কষ্ট পেতেও ভুলে গিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

যখনই তাঁরা আশায় বুক বাঁধেন তখনই অত্যন্ত বিশ্রী পারফরমেন্স করে তাঁদের প্রিয় দলের কোচ-ফুটবলাররা তাঁদের হতাশায় ঠেলে দেন। এর প্রতিকার কী, কীভাবে এবং কবে এই খারাপ সময় শেষ হবে, এসব প্রশ্নেই এখন সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় করছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এমনই অবস্থা যে, এই অতি দুঃখের সময়ে নিজেদের নিয়েও ট্রোল করতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে বিশ্রী খেলে ২ গোলে হারটাকে মেনে নিতে না পেরে কোচ-কর্তা-ফুটবলার-বিনিয়োগকারীদের বিপক্ষে চলছে বিক্ষোভও। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মেনে নিয়েছেন, এই ইস্টবেঙ্গলকে চায় না কেউই। চ্যাম্পিয়ন হতে যাওয়া দলের প্রথম ম্যাচেই বিদায়ের পর লাল-হলুদ কোচ মন্তব্য করেন, 'আমাদের পক্ষে খুবই হতাশাজনক ফল। আমরা যে ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে চাই, এটা সেটা নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার।' ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন তিনি চাইছেন, সেটা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। বরং ম্যাচ বিশ্লেষণ করে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতীয় ফুটবলে আরও উপরের দিকে উঠতে চাইলে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রতিটি বিভাগে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে। ওদের ফুটবলারদের মধ্যে অনেক বেশি খিদে ছিল। প্রতিটি সেকেন্ড বল ওরা পেয়েছে। আমার দলের মানসিকতা, পারফরমেন্স, ফুটবলারদের মান সবেতেই হতাশ।'

রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিতে পারেননি হেক্টর ইউস্তে। সুপার কাপে ব্যর্থতার জেরে তিনি অবসর নিতে চলেছেন।

ফুটবলারদের মান নিয়ে তিনি কথা বললেও অস্কারের নিজের পরিকল্পনাতেও কোনও প্ল্যান 'বি' দেখা যায়নি। নোয়া সাদাউ যখন প্রথম থেকেই চাপে রেখেছেন তাঁর দলকে তখনও তাঁকে আটকানোর জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা তিনি করতে পারেননি। তাছাড়া প্রতিটি ফুটবলারকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁদের জোর করে খেলতে নামানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফুটবলারদের উপরেই দোষ চাপিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার অত্যন্ত হতাশ লাগছে যে ভারতের সেরা দলগুলির মোকাবিলা করার মতো রসদ আমাদের হাতে নেই। গোল খেলে ফিরে আসার তাগিদ থাকতে হয়। গোল খাওয়ার আগের আধ ঘণ্টা তবু মোটামুটি খেলেছে দল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলের পর ম্যাচ থেকেই হারিয়ে গেল।' ফুটবলারদের

> মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।
> অস্কার ব্রুজোঁ

অনেকেই বাড়ি চলে গিয়েছেন ভুবনেশ্বর থেকে। বিদেশিদের অবশ্য নিজেদের জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য ফিরতেই হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে সকলেই দেশে ফিরবেন।

কোচ জানিয়ে গেলেন, আগামী মরশুমে ভালো কিছু করতে গেলে দলে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন। যা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তুলবেন। পরিস্থিতি য়া তাতে সব বিদেশিই হয়তো ছাঁটাই হতে চলেছেন। এরমধ্যেই রবিবার ম্যাচের পর হেক্টর ইউস্তে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফুটবল থেকে অবসর নিতে চলেছেন।

অস্কারের বক্তব্য, 'মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।' পরিবর্তন বলতে তিনি মূলত বিদেশিদের কথাই বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যেও দুই-এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তবে জয়ের মানসিকতা তৈরিই যে বড় সমস্যা ছিল সেই কথাও জানিয়ে যান অস্কার। শুধু দলে পরিবর্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্তন ম্যানেজমেন্টের কাছে চাইতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ।

আরসিবি ম্যাচে নেই সঞ্জু

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে পাঁজরে পাওয়া চোটের কারণে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে নামতে পারেননি

সঞ্জু স্যামসন। বৃহস্পতিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও রাজস্থান রয়্যালস পাবে না অধিনায়ক সঞ্জুকে। সেই ম্যাচেও নেতৃত্বের দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। ইতিমধ্যে তিনি চার ম্যাচে এবার রাজস্থানের অধিনায়কত্ব করে ফেলেছেন। রাজস্থানের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, সঞ্জু আরোগ্যলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে যাচ্ছেন জয়পুরেই। বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন না তিনি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর দিকে নজর রাখছে। ম্যাচ ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইংল্যান্ড সফরে অনিশ্চিত রোহিত

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরলেন ‘অবাধ্য’ ঈশান-শ্রেয়স

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ইঙ্গিত ছিলই। চলছিল জল্পনাও। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ এমন সম্ভাবনার কথা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

যা বাস্তব রূপ পেল আজ। সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মূল চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। প্রত্যাশিতভাবেই বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন দুই ‘অবাধ্য’ ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষান। তালিকায় ঋষভ পন্থের উন্নতি হয়েছে একধাপ। একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তির তালিকায় গ্রেড ‘এ’ প্লাস বিভাগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও রেখে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও।

শেষ কয়েকদিন ধরেই বোর্ডের মূল চুক্তি নিয়ে চলছিল আলোচনা। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই রোহিত-কোহলি-জাদেজারা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে না খেলা ক্রিকেটারদের সাধারণত ‘এ’ প্লাস বিভাগে রাখা হয় না। কিন্তু রোহিত-বিরাটরা টি২০ না খেললেও টেস্ট, ওয়ান ডে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে তাঁদের বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির শীর্ষস্তরে রাখা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটমহলে রোহিত-বিরাটদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাও তাঁদের ‘এ’ প্লাস বিভাগে রেখে দেওয়ার বড় কারণ। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, ‘রোহিত-বিরাটরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন, অথচ তাঁদের চুক্তির ‘এ’ প্লাস বিভাগে রাখা হবে না, এমনটা হয় না।’

শ্রেয়স, ঈশানদের প্রত্যাবর্তনের পাশে বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় নতুন নাম হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক শর্মা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো বেশ কয়েকজন। বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রেড ‘সি’-তে রয়েছেন দুই জোরে বোলার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফেরার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজও রয়েছেন বোর্ডের চুক্তির তালিকায়। গ্রেড ‘এ’-তে রয়েছেন সিরাজ।

বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় গ্রেড ‘এ’-তে নিজের জায়গা ধরে রাখলেও আগামীদিনে রোহিতের লাল বলের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত অনিশ্চিত। তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত হিটম্যান আইপিএল শেষে বিলেত সফরে গেলেও মোট কয়টা টেস্টে তিনি খেলবেন, তা নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জল্পনার শেষ নেই। হিটম্যান বিলেত সফরে যাবেন কিনা, আর কতদিন তিনি লাল বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন-সময়ই তার জবাব দেবে।

কিন্তু আপাতত সময়ের সঙ্গে রোহিতের বিলেত সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমছে।

‘এ’ প্লাস বিভাগ

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

‘এ’ বিভাগ

মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি ও ঋষভ পন্থ।

‘বি’ বিভাগ

সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার।

‘সি’ বিভাগ

রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, ঈশান কিশান, নীতীশকুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা।

গিল-রশিদে বেলাইন নাইটরা

গুজরাট টাইটান্স-১৯৮/৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৯/৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রবিবার রাত প্রায় আটটা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্র্যাকটিস প্রায় শেষের পথে। মাঠে হাজির রশিদ খান সহ এক ঝাঁক গুজরাট টাইটান্সের প্লেয়ার। শনিবার আহমেদাবাদে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে দল। যদিও ক্লান্তি ভুলে ইডেন গার্ডেন্সে প্র্যাকটিসে রশিদরা। টানা বোলিং। সাফল্যে ফেরার তাগিদ।

প্রতিফলন সোমবার ইডেন দ্বৈরথে। যে বাইশ গজে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, মইন আলি- স্পিন ত্রয়ী যেখানে উইকেটহীন, সেখানেই রশিদ-ভেলকি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটাররা হদিসই পেলেন না রশিদের (২৫/২) স্পিনের। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (১৯/১), ওয়াশিংটন সুন্দররাও (৩৬/১) প্রায় অপ্রতিরোধ্য!

নিট ফল, ১৯৯ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগাগোড়া ঠকঠকানি। কাঁপুনি প্রসিধ কৃষ্ণা (২৫/২), মহম্মদ সিরাজদের (৩২/১) পেসেও। ইনিংসের মাঝপথেই কার্যত হার নিশ্চিত! আজিঙ্কা রাহানের (৩৬ বলে ৫০) প্রচেষ্টাটুকু সরিয়ে রাখলে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ছাত্রদের শিক্ষানবিশ ব্যাটিং ফের লজ্জায় ফেলল।

মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ধাক্কা কাটার বদলে আরও অন্ধকারে নাইট ব্রিগেড। অথচ, এদিনের পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দেখিয়েছিলেন শুভমান গিল (৯০) ও বি সাই সুদর্শন (৫২)। ক্রিকেটীয় শটে গড়া ১১৪ রানের ওপেনিং জুটিতে চুপ করিয়ে দেন ভরা ইডেনকে।

শুভমানদের ব্যাটিং থেকে যদিও কোনও শিক্ষাই নেয়নি কেকেআর। ইনিংস ব্রেকে সুদর্শন বলছিলেন, পিচ মোটেই সহজ নয়। বল কিছু কিছু ক্ষেত্রে থমকে থমকে আসছে। খারাপ বলের অপেক্ষায় থেকেছেন। কিন্তু সেই ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ নাইট ব্যাটাররা। শুরুটা কুইন্টন ডি ককের জায়গায় চলতি লিগে প্রথমবার খেলতে নামা রহমানুল্লাহ গুরবাজকে (১) দিয়ে। সুনীল নারায়ণ (১৭) ব্যর্থ ভরসা দিতে।

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আন্দ্রে রাসেলকে ফিরিয়ে রশিদ খান। ছবি : ডি মণ্ডল

রাহানে অধিনায়কোচিত হাফ সেঞ্চুরিতে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তেইশ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (১৯ বলে ১৪) ঠকঠকানি নাইটদের লক্ষ্যটাকে ঘেঁটে দেয়। রিঙ্কু সিং (১৭), আন্দ্রে রাসেলের (২১) সামনে সুযোগ ছিল গত ব্যর্থতা ঝেড়ে আজ নায়ক হওয়ার। সেখানে রাসেল ফিরলেন হতাশা বাড়িয়ে, অনেক প্রশ্ন রেখে। রামনদীপ সিং (১) কেন প্রথম এগারোয় নিয়মিত, বোধগম্য নয়। সবমিলিয়ে গৌতম গম্ভীর উত্তর জমানায় ছন্নছাড়া নাইট শিবির।

টসের সময় রাহানে বলেছিলেন, রানতাড়া ঠিকঠাকই হয় ইডেনে। প্রথম ইনিংসে পিচ কীরকম থাকে, সেটা বুঝে নেওয়া যাবে। কথা আর কাজের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। প্রতিফলন সোমবারের নন্দনকাননে। ১৯৯-এর জয়লক্ষ্যে নাইটদের দৌড় আটকে যায় ১৫৮/৯ স্কোরে।

ইডেনে চার ম্যাচে তৃতীয় হার। সবমিলিয়ে ৮ ম্যাচে পাঁচটি হার। পকেটে মাত্র ৬ পয়েন্ট। প্লে-অফের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। গুজরাট সেখানে আট নম্বর ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে নিল।

অস্বস্তির গরমকে উপেক্ষা করে ইডেন ভরিয়ে ছিল সমর্থকরা। কারও পিঠে লেখা বিরাট কোহলি। কারও বা মহেন্দ্র সিং ধোনি। হৃদয়ে অবশ্য কেকেআর। যদিও শুভমান-সুদর্শন জুটির ক্লাসিক ব্যাটিংয়ের যুগলবন্দি চুপসে দেয় নাইট-সমর্থকদের সেই উদ্দীপনা। সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন তখন অনেকে। শেষপর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি।

অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

কৃতিত্ব প্রাপ্য শুভমানদের। প্রথম কয়েক ওভার দেখলেন, তারপর দেখার পালা নাইট বোলারদের। ৬ ওভারে ৪৫/০। দশে ৮৯/০। বরুণ, নারায়ণরা বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে ব্যর্থ। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনায়াসে মিড উইকেটে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন শুভমান। কিংবা লেটকাট, প্রিয় ড্রাইভ। পাল্লা দিলেন অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক সুদর্শন (৮ ম্যাচে ৪১৭)। শেষপর্যন্ত ত্রয়োদশ ওভারে রাসেলের হাত ধরে জুটি ভাঙে। বাড়তি বাউন্সে ঠকে যান সুদর্শন (৫২)।

সুদর্শন ফেরার পর ক্যাচ মিসের বহর। বাটলারেরই জোড়া ক্যাচ! শুভমান অবশ্য আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ইনিংস উপহার দিলেন। দুর্ভাগ্য, শতরানের দোরগড়ায় ফিরতে হল। বৈভব অরোরার লো-ফুলটস চালাতে গিয়ে রিঙ্কুর হাতে জমা পড়ে যান। ইতি পড়ে ৫৫ বলে ৯০ রানের শুভমান শোয়ে। প্রাক্তন নাইটের যে জবাবি ইনিংসকে কুর্নিশ জানাতে ভোলেনি প্রায় ভর্তি ইডেন।

শুভমানের যে প্রায় নিখুঁত ইনিংসের দাপটে বরুণ, নারায়ণ, মইন- স্পিন ত্রয়ীই উইকেটহীন। শেষ কবে ইডেনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলা মুশকিল। রাহুল তেওয়াটিয়া (০) রানের খাতা খুলতে না পারলেও নাইট ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করে ১৯৮/৩ স্কোরে পৌঁছে যায় গুজরাট ইনিংস। যে প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে প্লে-অফের দৌড় থেকে পিছোতে পিছোতে কার্যত খাদের কিনারে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

খেতাব কার্যত হাতছাড়া লেভারকুসেনের

হামবুর্গ, ২১ এপ্রিল : খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পথে। এফসি সেন্ট পাওলির সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে বুন্দেশলিগায় শিরোপার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল বেয়ার লেভারকুসেন। বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে খেতাব বায়ার্ন মিউনিখের হাতে ওঠা কেবলই সময়ের অপেক্ষা।

আগামী শনিবার মেইঞ্জের বিরুদ্ধে ম্যাচ বায়ার্নের। জার্মান জায়েন্টদের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে সেদিনই। অগসবার্গের কাছে লেভারকুসেন যদি হেরে যায়, আর বায়ার্ন যদি জেতে তাহলে তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে তারা। তা না হলেও পরিস্থিতি যা তাতে বাকি চার ম্যাচের দুইটি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। সেখানে লেভারকুসেনকে শেষ চার ম্যাচ শুধু জিতলেই হবে না, অপেক্ষা করতে হবে বায়ার্নের হারের জন্য। যদিও হ্যারি কেনরা এবার যে ছন্দে রয়েছেন তাতে এমনটা হওয়া অসম্ভবই বটে।

গুয়ারেটেক্সেনার হ্যাটট্রিকে জয় গোয়ার

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম রাউন্ডে জয় পেল এফসি গোয়া। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন বিদেশি স্ট্রাইকার ইকায় গুয়ারেটেক্সেনা। ২৩ ও ৩৫ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে প্রথমার্ধেই ২-০ ফলে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ৭১ মিনিটে ফের গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন গুয়ারেটেক্সেনা। অপর ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে জিতেছে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের হয়ে গোল করেছেন আসমির সুলজিচ, পুলগা ভিদাল ও নিহাল সুদ্দেশ।

হরিয়ানা থেকে সরল নীরজের প্রতিযোগিতা

ভারতে আসতে পারেন আর্শাদ

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল : নিজের নাম দিয়ে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের নিজের শহর হরিয়ানার পঞ্চকুলাতেই সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা সরে গেল বেঙ্গালুরুতে।

> আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

২৪ মে থেকে ‘নীরজ চোপড়া ক্লাসিক’ প্রতিযোগিতার আসর বসবে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের তরফেই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিদের নাম ঘোষণা করেছেন নীরজ নিজেই। জানিয়েছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী অ্যান্ডারসন পিটার্স, টমাস রোহলার, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুলিয়াস ইয়েগোদের থাকার কথা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমকেও। যদিও তিনি ভারতে আসবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মাঠের বাইরে দুজনে খুব ভালো বন্ধু। এই ব্যাপারে নীরজ বলেছেন, ‘আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।’ এরপর আবার সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন নীরজ নিজেও। আরও তিন-চারজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

ধ্রুপদী শুভমানে ‘শান্ত’ ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কোনও তাড়াহুড়ো নয়। নেই কোনও বাড়তি আগ্রাসন।

কুড়ির ক্রিকেটের চলতি ধারণা হল, শুরু থেকেই চালাও। দরকারে আড়া চালাও। বলের একটাই ঠিকানা, বাউন্ডারির বাইরে।

জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা টি২০ ক্রিকেটের বদ্ধমূল ধারণাকে আজ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন শুভমান গিল। দেখালেন, পিচ যেমনই হোক, ব্যাটিং করতে জানতে হয়। বেসিক ঠিক রাখার পাশে ক্রিকেটীয় স্কিলের প্রতি আস্থা থাকা ও নিজের অফস্টাম্পের অবস্থান জানাও অত্যন্ত জরুরি। কোনও ব্যাটার যদি সেটা ভালো করে জানেন বিষয়গুলো, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনও সময় ব্যাটিং গিয়ার বদলানো সহজ কাজ।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান এমন মায়াবী, ধ্রুপদি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটিং করে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ওপেন করতে নেমে শুরুতে ইডেন গার্ডেন্সের ঘাস থাকা, কিন্তু মন্থর বাইশ গজের চরিত্র বুঝে নিলেন। পরে ক্রিকেটীয় শটে দেখালেন নিজের ব্যাটিং স্কিলের প্রদর্শন। শুভমানের ৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসে রয়েছে দশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে, গুজরাট অধিনায়কের স্ট্রাইকরেট ১৬৩.৬৩। কিন্তু স্কোরবোর্ডে যা দেখা যাচ্ছে না, সেটা হল শুভমানের প্রভাব। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বৈভব অরোরার বলে বাউন্ডারি লাইনে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে যখন ধরা পড়লেন শুভমান, ক্রিকেটের নন্দনকাননের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তার আগে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ‘শান্ত’ করে রেখেছিল ভরা ইডেনের গ্যালারিকে।

৮ ম্যাচে ৩০৫। সর্বাধিক ৯০। আজ ইডেনে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ঝড় চমকে দিল দুনিয়াকে। এই ইডেনে জানে তাঁর অনেক কিছু। ইডেনেরও অনেক কিছু জানেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন শুভমান। ২০২০ ও ২০২১ সালে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন ইয়োন মরগ্যান। বর্তমানে তিনি আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সোমবার কলকাতায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মরগ্যান বলছিলেন, ‘শুভমান বরবারই স্পেশাল প্রতিভা। এই রকম ইনিংস ওর থেকে প্রত্যাশিত। আমি আশাবাদী, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচেও শুভমানের এই ফর্ম বজায় থাকবে।’

ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর বিস্তর মায়াবী ইনিংস রয়েছে। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটের কথা ভাবলে আজকের ৯০ রানের ইনিংসটাকে শুভমানের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বললে ভুল হবে না খুব একটা। সাই সুদর্শনের সঙ্গে এবারের আইপিএলে শুভমানের ওপেনিং জুটি হিট। প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে রান করে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তিন নম্বরে জস বাটলারও গুজরাটের মসিহা হিসেবে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সবার আগে থাকবেন শুভমান।

দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাট হাতে রান করছেন। আজ শুভমান যেমন নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন, তেমনই তিনি ৯০ রানে ফেরার পর গুজরাটের রানটা দুশোর বদলে ১৯৮-তে থেমে গিয়েছে। ‘শুভমান আগামীর ভারত অধিনায়ক’ আজই গুজরাটের সমাজমাধ্যমে বলেছেন রশিদ খান। তিনি যে ভুল বলেননি, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো সেই মন্তব্য ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে।

রাতের ইডেনে এক যুগলের সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল। প্রেমিকের পরনে কেকেআরের জার্সি। আর প্রেমিকার পরনে গুজরাটের। তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক চলছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুভমান ফেরার পর প্রেমিককে জোর গলায় বলতে শোনা গেল, ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হল আজিঙ্কা রাহানেদের। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হওয়ার মতোই বাস্তব হল প্রাক্তন নাইট শুভমান ‘কাঁটা’ রাহানেদের সংসারে টেনশনের চোরাস্রোত বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসের পথে শুভমান গিল। কলকাতায় সোমবার।

রাসেলকে ‘বাদ’ দেওয়ার ইঙ্গিত মেন্টর ব্রাভোর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : হতাশায় ভরা শরীরিভাষা। মুখচোখে অদ্ভুত শূন্যতা।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্রিকেটের সবদিক থেকে ব্যর্থ কলকাতা নাইট রাইডার্স। জঘন্য ফিল্ডিং। ভঙ্গুর ব্যাটিং। ফিনিশারের অভাব স্পষ্ট। এমন চলতে থাকলে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটতে আর বেশি সময় লাগবে না।

কী করা উচিত কেকেআরের? দলের প্রথম একাদশে কি পরিবর্তন প্রয়োজন? রাত বারোটার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, ‘আমরা একেবারেই ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি। বোলাররা ভালো করলেও ব্যাটিং হতাশ করেছে। বিশেষ করে শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ভালো করা খুব জরুরি।’ পিচ নিয়ে নাইটদের মেন্টরের কোনও অভিযোগ নেই। ব্রাভোর কথায়, ‘পিচ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।’ অথচ কোনও অভিযোগ না থাকা পিচে ফের ব্যর্থ নাইটদের ব্যাটিং। ফিনিশার হিসেবে আন্দ্রে রাসেলও নিয়মিতভাবে হতাশ করে চলেছেন। তাঁর পারফরমেন্স দেখে স্পষ্ট, সেরা সময়টা পিছনে ফেলে এসেছেন তিনি। এমন রাসেলকে কি ‘বাদ’ দেওয়ার কথা ভাববে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট? স্পষ্ট করে কোনও জবাব দেননি ব্রাভো। নাইটদের স্যর চ্যাম্পিয়ন ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, রাসেলকে বাদ দেওয়ার কথা। ব্রাভো বলেছেন, ‘প্রয়োজন হলে আমাদের দলের প্রথম একাদশে বদলের কথা ভাবতেই হবে। আগামীর লক্ষ্যে আরও ভালো কম্বিনেশন খুঁজতে হবে।’

মেন্টর ব্রাভো স্বীকার করে নিয়েছেন দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা। ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীদিনে ফিনিশার রাসেলকে বসিয়ে রোভমান পাওয়েলে আস্থা রাখার। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে অবশ্য সেই পিচের দিকেই আঙুল তুলেছেন। পুরষ্কার বিতরণী মঞ্চে নাইট অধিনায়ক বলেছেন, ‘ইডেন গার্ডেন্সের এই পিচটা বেশ মন্থর ছিল।’ তবে ১৯৯ রান তাড়া করা তাঁদের উচিত ছিল বলেই জানিয়েছেন কেকেআর অধিনায়ক। রাহানে বলেছেন, ‘১৯৯ রান তাড়া করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু দিনটা আজ আমাদের ছিল না।’

স্মরণে

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
যাওয়া 22.04.2022 (২২.০৪.২০২২)
“হে সখা মম হৃদয়ে রহো”
আজ তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে গিয়েছ। যেখানেই থাকো ভালো থেকো। - সর্বাণী গাঙ্গুলী (স্ত্রী)
সন্দীপন গাঙ্গুলী (পুত্র)

সেরাদের সেরা অয়ন, অঙ্কিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পরিচালনায় এবং উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা অ্যাকাডেমি ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় রাজ্য যোগাসনে পুরষ ও মহিলা বিভাগে সেরাদের সেরা যথাক্রমে অয়ন ঘোষ ও অঙ্কিতা চৌধুরী। অয়ন অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে নেমেছিল। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ঋত্বিক দাস এবং অর্ণব ঘোষ। অঙ্কিতা মেয়েদের ১৭-২৫ বিভাগে নেমেছিলেন। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সুইটি বেতাল ও কৃতিকা মণ্ডল। পুরষদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ মহন্ত, সুভাষচন্দ্র রায় (৩৫ ঊর্ধ্ব), পাপ্পু তিওয়ারি, শুভ বর্মন, কৃতিরাজ হাজরা (২৫-৩৫ বছর), আশিস পাল, গোপীনাথ পাল, সায়ন বিশ্বাস (১৭-২৫ বছর), দেব পাল, সৌম্যদীপ পাল, অনীক দেব (১২-১৭ বছর), সাগ্নিক ঘরাই, আয়ুষ বর্মন, সিদ্ধার্থ সাহা (৮-১২ বছর)। মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে শ্রাবণী দাস, সোনালী দে, অঞ্জনা মণ্ডল (৩৫ ঊর্ধ্ব), পূজা কোলে, তুলিকা ঘোষ সেন, কৃষ্ণা রায় (২৫-৩৫ বছর), জয়িতা দেব সিংহ, নীহারিকা সাহা, শেষজ্যোতি চক্রবর্তী (১২-১৭ বছর), মিমি রায়, হিয়া দত্ত, জ্যোতিস্মিতা রায় (৮-১২ বছর), সুপ্রিয়া বর্মন, কোয়েল রায় ও দিয়া রায়।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত রাজ্য যোগাসনে ট্রফি নিচ্ছেন অঙ্কিতা চৌধুরী।

শান্তিপ্রিয় ট্রফি ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাকাডেমির সচিব শুভাশিস ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ শুভ্র দে, সহকারী কোষাধ্যক্ষ প্রবীর মণ্ডল ও সহ সভাপতি পেয়ারা সিং ঘোষণা করেছেন, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় তাঁরা আটটি দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করছেন। দলগুলিকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ- ‘এ’-তে রয়েছে বিবেকানন্দ মর্নিং সকার, উইনার্স কোচিং ক্যাম্প, হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি ও পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। গ্রুপ-‘বি’-তে আয়োজকরা ছাড়াও দেশবন্ধু তরাই ফুটবল কোচিং সেন্টার, নবাঙ্কুর সংঘ ও শালুগাড়া নেত্রবিন্দু খেলবে। আগামীকাল দুপুর ২.১৫ মিনিটে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের মুখোমুখি হবে নবাঙ্কুর। পরে ৩.১৫ মিনিটে নামবে দেশবন্ধু তরাই মর্নিং ও নেত্রবিন্দু। ফাইনাল ৩০ এপ্রিল। ফেয়ার প্লে-র জন্য সুজিত সেনগুপ্ত ট্রফি রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার পাবে গৌতম গুহ ট্রফি।

উত্তরের খেলা

জিতল ঘুঘুডাঙ্গা

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগে সোমবার মিলন সংঘকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টার। মিলন সংঘ মাঠে ম্যাচের সেরা অনীতা রায় ঘুঘুডাঙ্গার হয়ে জোড়া গোল করেন। মিলনের গোলটি দেবিকা রায়ের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা তাপস সাহা - কে 17.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84E 44788 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমায় প্রচুর আনন্দিত করেছে যা আমি আমার পরিবারের সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমার পরিবারের সদস্যরা জেনে খুশি হয়েছেন যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।